উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮৪,৬৬৬.২৮ (-৪৩৬.৪১)
নিফটি : ২৫,৮৩৯.৬৫ (-১২০.৯০)

ভোট চুরি দেশদ্রোহিতা
নির্বাচনি সংস্কার নিয়ে আলোচনায় লোকসভায় দাঁড়িয়ে বিজেপি-আরএসএসকে ভোট চুরির অস্ত্রে কুপোকাত করার চেষ্টা রাহুল গান্ধির। তাঁর সাফ কথা, ভোট চুরি সবথেকে বড় দেশদ্রোহিতা। » ৭

আরও শুল্কের হুমকি ট্রাম্পের
ভারত-আমেরিকা বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে চলমান আলোচনায় নতুন জট। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবার ভারত থেকে চাল আমদানির ওপর বাড়তি শুল্ক চাপানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। » ৭

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি		জলপাইগুড়ি		কোচবিহার		আলিপুরদুয়ার	
সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ	সর্বনিম্ন
২৭°	১২°	২৮°	১২°	২৭°	১২°	২৫°	১১°

ইয়াস্তিকা বাদ পড়ায় দায়িত্ব বাড়ছে রিচার » ১১

শিলিগুড়ি ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 10 December 2025 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 201

প্রকাশ্যেই শহরে নারী হেনস্তা, গ্রেপ্তার ৩

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস ও সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৯ ডিসেম্বর : ২৪ ঘণ্টার মধ্যে তিনটি অপ্রীতিকর ঘটনায় শিলিগুড়িতে নারী নিরাপত্তা আরও একবার আতশকাচের তলায়।

মঙ্গলবার দুপুরে মাঝবয়সি এক ব্যক্তির বিরুদ্ধে স্কুল ছুটির পর কেকের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে থাকা এক নাবালিকা ছাত্রীর শ্লীলতাহানির চেষ্টার অভিযোগ ওঠে। ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার ঘটনা। আশপাশের বাসিন্দারা অবশ্য সেই চেষ্টা সফল হতে দেননি। তাঁরা দ্রুত তাঁকে ধরে ফেলেন। পরে ওই ব্যক্তিকে পুলিশের হাতে তুলে দেওয়া হয়। এর আগে সোমবার রাতে ভক্তিনগর ও প্রধাননগর থানা এলাকায় মহিলাদের ইভটিজিং-এর অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনাগুলিতে যুক্ত থাকার অভিযোগে পুলিশ দুই তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে। ধৃত তিনজনের মধ্যে একজন ভুটানের বাসিন্দা। শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বলেন, 'তিনটি ঘটনায় অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতদের বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে। পাশাপাশি পুলিশ পেট্রলিংও বাড়ানো হচ্ছে।'

ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকায় স্কুল ছুটির পর সপ্তম শ্রেণির ওই ছাত্রী এলাকার একটি কেকের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে ছিল। অভিযোগ, সেই সময় মহেন্দ্র স্বর্ণকার নামে মাঝবয়সি এক ব্যক্তি ওই ছাত্রীকে টেনে পাশের একটি ঝোপে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টা করেন। কিন্তু ওই ছাত্রী চিৎকার শুরু করলে আশপাশের বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে জড়ো হন। মহেন্দ্রকে ধরে ফেলে এনজেপি থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। ধৃতকে বুধবার জলপাইগুড়ি আদালতে পাঠানো হবে।

এর আগে সোমবার রাত ১০টা নাগাদ কাজ সারার পর সেবক রোডের চেকপোস্ট এলাকায় টোটো থেকে নেমে এক মহিলা হেঁটে বাড়ি ফিরছিলেন। অভিযোগ, কিছুটা রাস্তা পিছু নিয়ে দীপক মাহাতো নামে এক ব্যক্তি ওই তরুণীর পাশে এসে অশালীন মন্তব্য করে তাঁকে সমানে উত্যক্ত করতে থাকেন। প্রথমটায় কিছুটা ঘাবড়ে গেলেও পরে মহিলা

এরপর দশের পাতায়

বাড়ছে উদ্বেগ

- মঙ্গলবার দুপুরে মাঝবয়সি এক ব্যক্তি এক ছাত্রীর শ্লীলতাহানির চেষ্টা করেন
- সোমবার রাতে ভক্তিনগর ও প্রধাননগর থানা এলাকায় মহিলাদের ইভটিজিং
- তিনটি ঘটনায় যুক্ত থাকার অভিযোগে পুলিশ তিনজনকে গ্রেপ্তার করেছে
- প্রকাশ্যে শিলিগুড়িতে এধরনের ঘটনায় নারী নিরাপত্তা নিয়ে উদ্বেগ বাড়ছে

একশো দিনের কাজ নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য তর্জা চলছেই। জল গড়িয়েছে আদালত পর্যন্ত। কোচবিহারে এসে সেই ১০০ দিনের কাজ ইস্যুতেই কেন্দ্রকে বিঁধলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়।

দয়া চাই না...

যেন হরিদা!

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে বললেন বঙ্কিমদা। যেন মনে হচ্ছে হরিদা আর শ্যামদা। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় যিনি জাতীয় গান লিখেছিলেন তাঁকে এইটুকু সম্মান দিলেন না। আপনাদের তো মাথা নীচু করে নাকখত দেওয়া উচিত জনগণের কাছে।

ক্ষমতায় আসবই

আবার আমরা ক্ষমতায় আসব। আসব। কর্মশ্রী-তে এবার ৭৫ দিন কাজ হয়েছে। একশো দিনের কাজ বাংলাই করবে। চাই না তোমাদের ভিক্ষা। বাংলা নিজের পায়ে হাঁটতে জানে।

আজব কথা

বলা হয়েছে, একটা গ্রামসভায় মাত্র ১০ জন কাজ পাবে, এটা হয় কখনও? একটা পরিবারেই তো ১০টা গরিব লোক থাকে।

শকুনির সরকার

কেন্দ্রীয় সরকার একটা স্বৈরাচারী সরকার, বিজেপি সরকার ভ্রষ্টাচারী সরকার, শকুনি মামার সরকার, দুর্যোধনের সরকার, দুঃশাসনের সরকার।

সব বন্ধ

একশো দিনের কাজের টাকা দেওয়া চার বছর ধরে বন্ধ করে দিয়েছে। আবাস যোজনা বন্ধ। গ্রামীণ রাস্তার কাজ বন্ধ করে দিয়েছে।

কোচবিহারের সভায় মমতা। ছবি : জয়দেব দাস

১০০ দিনের নোটশিট ছিঁড়লেন মমতা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৯ ডিসেম্বর : ১০০ দিনের কাজ নিয়ে ফের কেন্দ্রের সঙ্গে সংঘাতে জড়াল রাজ্য। দলের সভামঞ্চ থেকেই কেন্দ্রের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। 'তোমাদের দয়ার দান চাই না' বলে রীতিমতো হুংকার দিয়ে প্রকাশ্য সভাতেই তিনি ছিঁড়ে ফেললেন ১০০ দিনের কাজ সংক্রান্ত নোটশিট। মুখ্যমন্ত্রীর অভিযোগ, কয়েকদিন নতুন নোটিফিকেশন পাঠিয়ে বিভিন্ন শর্ত চাপিয়েছে। যেমন গ্রামসভা পিছু মাত্র ১০ জন করে কাজ দেওয়া, সেই কাজের জন্য আলাদা প্রশিক্ষণ দেওয়ার কথা ইত্যাদি। মমতার প্রশ্ন, 'এক-একটি গ্রামসভায় কোনও কোনও পরিবারেই পরিবারপিছু ১০ জন সদস্য আছেন। তাহলে বাকিরা কাজ পাবে কীভাবে? প্রশিক্ষণই বা কখন, কীভাবে, কারা দেবে?' তাঁর বক্তব্য, এসব শর্তে প্রকল্প কার্যত জটিল হয়ে পড়েছে। তাই তিনি সভামঞ্চ থেকেই ঘোষণা করেন, 'আবার ক্ষমতায় এলে আমরাই ১০০ দিনের কাজ চালাব।'

এরপর দশের পাতায়

হার্দিক অভিনন্দন। ঝোড়ো হাফ সেঞ্চুরিতে প্রত্যাবর্তন। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে। কটকে মঙ্গলবার।

পড়ুয়াদের নিলাম মেডিকেলের হস্টেলে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৯ ডিসেম্বর : প্রোজেক্টারের সাহায্যে পর্দায় ইচ্ছুক ডাক্তারি পড়ুয়াদের নাম, ছবি সহ সম্পূর্ণ বায়োডাটা ভেসে উঠছে একে একে। দর হাকাচ্ছেন ক্রেতারা। কেউ পাচ্ছেন ৫০ হাজার টাকা, কারও 'মূল্য' দেড় লক্ষ। প্যান্ডেল বানিয়ে আলো লাগিয়ে এক জাঁকজমকপূর্ণ আয়োজন।

মঙ্গলবার রাতে উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালের হস্টেলে ধুমধাম করে আইপিএলের ধাঁচে খেলোয়াড়দের নিলাম চললেও কিছুই নাকি জানে না কর্তৃপক্ষ। কলেজ অধ্যক্ষ ডাঃ সঞ্জয় মল্লিক বললেন, 'আমি এমন কোনও স্পোর্টস মিটের নিলামের কথা জানি না। বুধবার কলেজে গিয়ে খোঁজ নিয়ে বলতে পারব।'

মেডিকেল কলেজে ১৫ থেকে ১৯ ডিসেম্বর 'স্পোর্টস উইক'-এর আয়োজন করা হয়েছে। পড়ুয়াদের নিয়ে এই ক্রীড়া প্রতিযোগিতা শুরু হয়েছে গতবছর থেকে। যদিও কলেজ কর্তৃপক্ষ কোনওভাবেই এর সঙ্গে যুক্ত থাকে না। তাহলে আয়োজক কারা? পড়ুয়াদের সঙ্গে কথা বলে জানা গেল, শাসকদলের ছাত্র সংগঠনের একাংশ ও কিছু বহিরাগতদের কীর্তিকলাপ এসব। বিজ্ঞাপনদাতাদের সৌজন্যে প্রচুর পরিমাণে টাকা আসছে। সেই অর্থে খেলা পরিচালনার পাশাপাশি ঢালাও খানাপিনা এবং ফুর্তি চলে।

এবছরও বহিরাগত আর কিছু প্রাক্তনী মিলে স্পোর্টস উইকের আয়োজন করেছেন। ফুটবল, ক্রিকেট, ভলিবল- সব প্রতিযোগিতাই হবে। 'একে মঙ্কস', 'হোয়াইট ওয়াকার্স', 'রাইজিং ফ্যালকমস' সহ মোট ছ'টি টিম গঠন করা হয়েছে। এই টিমের সদস্যরা প্রতিটি খেলায় একে অপরের বিরুদ্ধে 'মাঠে' নামবেন। কে কোন দলে খেলবেন, তা ঠিক করতে কলেজের জুনিয়ার বয়েজ হস্টেলে প্যান্ডেল তৈরি করে নিলাম চলছিল এদিন।

এরপর দশের পাতায়

'দর' উঠছে

- অভিযোগ, মেডিকেলে জুনিয়ার বয়েজ হস্টেলে চলছে নিলাম
- ইচ্ছুক পড়ুয়াদের বেস প্রাইজের ওপর দর হাকাচ্ছেন ক্রেতারা
- ক্রেতাদের কেউ বহিরাগত, কেউ প্রাক্তনী
- বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে ওঠা টাকায় হয় দেদার খানাপিনা ও ফুর্তি
- অর্থের বিনিময়ে বিক্রি নয়, দাবি এক আয়োজকের

এডিশন স্পেশাল

বিএলও প্রশ্নে কমিশনকে সুপ্রিম নোটিশ

» সাতের পাতায়

সরকার গড়তে আমার সমর্থন লাগবেই : হুমায়ুন

» পাঁচের পাতায়

গ্লেনারিজের পানশালায় 'তালা'

রাজনৈতিক প্রতিহিংসার অভিযোগ অজয়ের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৯ ডিসেম্বর : শৈলশহরে ঘুরতে গিয়ে গ্লেনারিজে ঢুঁ মারেননি, এমন মানুষ বোধহয় দূরবিন দিয়ে খুঁজলেও মিলবে না। ঐতিহ্যবাহী ক্যাফেটেরিয়াটির খ্যাতি ছড়িয়ে দেশ-বিদেশে। সেই সংস্থারই বারে মঙ্গলবার 'তালা' ঝোলাল দার্জিলিং জেলা প্রশাসন।

এই ঘটনাকে ঘিরে পাহাড়জুড়ে চর্চায় রাজনৈতিক প্রতিহিংসার তত্ত্ব। গোর্খাল্যান্ড ব্রিজ তৈরির ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে অজয় এডওয়ার্ডের গ্লেনারিজের বারের লাইসেন্স সাসপেন্ড করা হল। এদিন আবগারি দপ্তরের একদল আধিকারিক সেখানে অভিযান চালান। দীর্ঘক্ষণ তাঁরা বারের নথিপত্র যাচাই করে দেখেন। চারপাশ ঘুরে দেখেন। শেষে কিছু নথিপত্র বাজেয়াপ্ত করে বারটি সিল করে দেওয়া হয়। তারপরই শোরগোল পড়ে যায় পাহাড়ের রাজনীতিতে।

সংস্থার মালিক ইন্ডিয়ান গোর্খা জনশক্তি ফ্রন্টের (আইজিজেএফ) আহ্বায়ক অজয় চক্রান্তের অভিযোগ তুলেছেন। তাঁর যুক্তি, 'গোর্খাল্যান্ড ব্রিজ শুধু বালি, পাথর ও সিমেন্টের তৈরি নয়। এতে পাহাড়ের মানুষের আবেগ মেশানো রয়েছে। ওটা তৈরি করেছি জন্যই আমার বারের লাইসেন্স সাসপেন্ড করে দেওয়া হল।'

দার্জিলিংয়ের সেই বিখ্যাত রেস্তোরাঁ।

অভিযোগ প্রসঙ্গে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক মণীশ মিশ্র অবশ্য বললেন, 'বার চালানোর জন্য যে সমস্ত নিয়ম মানা প্রয়োজন, সেসব মানা হচ্ছিল না। পরিদর্শনে গিয়ে নিয়মের খেলাপ ধরা পড়েছে। নিয়ম না মেনে গান বাজানো, পরিকাঠামোয় ঘাটতি ইত্যাদি আরও অনেক কিছুই হচ্ছে। তাই বারের লাইসেন্স তিন মাসের জন্য সাসপেন্ড করা হয়। মালিকপক্ষ সমস্ত নিয়ম মেনে চলার জন্য প্রস্তুত হলে ফের অনুমতি দেওয়া হবে।'

এরপর দশের পাতায়

বিডিও'র বিরুদ্ধে মামলা তুলতে হুমকি

কলকাতা, ৯ ডিসেম্বর : অপহরণ-খুনের মামলায় রাজগঞ্জের বিডিও প্রশান্ত বর্মন জামিন পেলেও অভিযোগটি তুলে নেওয়ার জন্য নিহতের পরিবারকে খুনের হুমকি দেওয়া হচ্ছে। ওই অভিযোগ বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটে জানিয়েছেন সল্টলেকের দত্তাবাদে নিহত স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যার আত্মীয় দেবাশিস কামিল্যা। একই অভিযোগ জানিয়েছেন স্বপনের স্ত্রী।

অচেনা নম্বর থেকে ফোন করে ওই হুমকি দেওয়ার অভিযোগটির ভিত্তিতে পুলিশ এফআইআর-ও দায়ের করেছে। অন্যদিকে, রাজগঞ্জের বিডিও'র আগাম জামিন খারিজের আর্জি জানিয়ে পুলিশের মামলায় মঙ্গলবার শুনানি ছিল হাইকোর্টে। সেখানে এই বিষয়গুলি জানান বিশেষ সরকারি আইনজীবী দেবাশিস রায়। সরকারি আইনজীবী আদালতে দাবি করেন, নিহতের স্ত্রীকে মামলা তুলে নেওয়ার জন্য চাপ সৃষ্টি করা হয়েছে।

যদিও হাইকোর্টে রাজ্যের আইনজীবী বা অভিযোগের তদন্তকারী আধিকারিক সংবাদমাধ্যমের কাছে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি। স্বপন খুনের মূল অভিযোগকারী দেবাশিস বলেন, 'আমাকে খুন করে দেওয়া হবে বলে হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে আমি কলকাতায় যেতে ভয় পাচ্ছি। এখনও মূল অভিযুক্তকে পুলিশ কেন গ্রেপ্তার করেনি, বুঝতে পারছি না। তবে বিধাননগরের পুলিশ আমার সঙ্গে যোগাযোগ করেছে। আমি তাদের যাবতীয় তথ্য দিয়েছি।'

জামিন খারিজের শুনানি হাইকোর্টে

মঙ্গলবারের শুনানিতে অভিযুক্ত বিডিও প্রশান্ত বর্মনের আগাম জামিন বাতিল করার মামলায় পুলিশের কাছে কেস ডায়েরি চাইল হাইকোর্ট। বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ জানান, মামলার অপর পক্ষকে নোটিশ দিতে হবে। মামলাটির পরবর্তী শুনানি হবে ১৬ ডিসেম্বর। ওইদিনই পুলিশকে কেস ডায়েরি জমা দিতে বলা হয়েছে। মামলাটির তদন্তভার রয়েছে বিধাননগর পুলিশ কমিশনারেটের গোয়েন্দা বিভাগের হাতে।

একইদিনে স্বর্ণ ব্যবসায়ী খুনের ঘটনায় ধৃত তৃণমূলের প্রাক্তন কোচবিহার ১ নম্বর ব্লক সভাপতি সজল সরকারের জামিনের আবেদন খারিজ করেছে বারাসত আদালত। পরে ওই আদালতের সরকারি আইনজীবী বিভাস চট্টোপাধ্যায় বলেন, 'আমরা আদালতে প্রমাণ দিয়েছি অপরাধস্থলে সজল সরকার উপস্থিত ছিলেন।' এখন হাইকোর্টে জামিন খারিজের আবেদন করলেও পুলিশ অভিযুক্ত বিডিও'র বিরুদ্ধে কোনও পদক্ষেপ করা তো দূরের কথা, জিজ্ঞাসাবাদ পর্যন্ত করেনি। এখন পুলিশ হাইকোর্টের নির্দেশের দিকে তাকিয়ে আছে।

অতিথি আপ্যায়নে গুরুদায়িত্বে মেয়েরাও

একটা সময় বিয়ের মণ্ডপ সাজানো, অতিথি আপ্যায়নের মতো কাজের জন্য কেবলমাত্র পুরুষদের কাঁধেই গুরুদায়িত্ব ছিল। ছবিটা বদলাচ্ছে। ওয়েলকাম গার্ল থেকে ম্যারেজ প্ল্যানার, বিয়ের দুনিয়ায় এখন মেয়েদেরও দাপট সমান।

বিয়াহ অভিযান

দীপায়ন বসু

শিলিগুড়ি, ৯ ডিসেম্বর : সাদরে সবাইকে আমন্ত্রণ জানাতে একদিন গেটে দাঁড়িয়েছিলাম। তারপর থেকে এই ব্যাপারটাই যে কীভাবে জীবনের সঙ্গে জুড়ে গেল টেরই পেলাম না। এখন শুধু গেটে দাঁড়ানোই নয়, সবাইকে ঠিকমতো খাতিরযত্ন করা হচ্ছে কি না, আপ্যায়ন থেকে খাবারদাবারে কোনও খামতি থেকে গেল কি না, সবকিছু খুঁটিয়ে দেখে ব্যবস্থা না নিলে এতটুকু স্বস্তি পাই না। এটা হাকিমপাড়ানিবাসী শিলিগুড়ির মোনালিসা রায়ের গল্পের একটা অংশ মাত্র। বলা ভালো, তাঁর মতোই শিলিগুড়ির আরও অনেকেরই। বিয়ের কাজে হ্যাপা কম নয়। নির্ঘণ্ট ঠিক হয়ে গেলে বাজারঘাট থেকে শুরু করে সমস্ত কিছুর নিখুঁতভাবে ছক কষা, মণ্ডপ সাজানো, অতিথি আপ্যায়ন, সেবাযত্ন থেকে খাবারদাবার... মাথা খারাপ হওয়ার জোগাড়। একটা সময় একাজে কেবলমাত্র পুরুষদের কাঁধেই গুরুদায়িত্ব ছিল। শহর শিলিগুড়িতে অবশ্য গত পাঁচ-ছয় বছর ধরে ছবিটা বদলাতে শুরু করেছে। বছর ২৩ ধরে শিলিগুড়িতে সুনামের সঙ্গে কেটারিং ব্যবসার দায়িত্ব সামলানো শুভ্রপ্রকাশ মণ্ডলের কথায়, 'প্রথম প্রথম বেশ অবাক লাগত। তারপর যখন দেখলাম মেয়েরাও দিব্যি এই কাজের সবকিছু সামাল দিচ্ছে বেশ ভালোই লাগে।'

মোনালিসার গল্পে ফেরা যাক। থিয়েটার করতেন। পারিবারিক প্রয়োজনে রোজগারের রাস্তায় নামা। এই সূত্রেই শিলিগুড়ির এক নামী ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থার কর্ণধার শুভাশিস কুণ্ডুর সঙ্গে পরিচয়, অতিথিদের বরণ করে নিতে 'ওয়েলকাম গার্ল' হিসেবে গেটে দাঁড়ানো। সময় গড়িয়েছে। বিয়েবাড়ির মেইন কাউন্টার, অতিথিদের জন্য স্টার্টারের দায়িত্বও সামাল দেওয়া শুরু করেছেন। আজকাল কমপ্লিট 'ম্যারেজ প্ল্যানার' হিসেবে কাজ করছেন। শুভাশিসদের মতো সংস্থা শিলিগুড়িতে প্রায় ৭০টি, এর মধ্যে গোটা ৩০ বিয়ের কাজে যুক্ত।

এরপর দশের পাতায়

ব্রেইল ছাপাখানা নেই, সমস্যায় দৃষ্টিহীনরা

সুভাষচন্দ্র বসু

বেলাকোবা, ৯ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গে দৃষ্টিহীন পড়ুয়াদের জন্য স্কুল-কলেজে পড়ার ব্যবস্থা থাকলেও ব্রেইল ছাপাখানা না থাকায় সেই বই সহজলভ্য হচ্ছে না। যেকারণে ভুগতে হচ্ছে স্কুল কর্তৃপক্ষ সহ ছাত্রছাত্রী, অভিভাবকদের। এছাড়া অন্য দৃষ্টিহীন জ্ঞানপিপাসু ব্যক্তিদেরও একই সমস্যা। তাই সকলের দাবি, উত্তরবঙ্গে ব্রেইল ছাপাখানা তৈরি হোক।

উত্তর-পূর্ব ভারতের মধ্যে শুধু কলকাতার নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন ব্লাইন্ড বয়েজ অ্যাকাডেমিতে একটি মাত্র সরকারি ব্রেইল ছাপাখানা আছে বলে জানান অ্যাসোসিয়েশন ফর ভিজুয়ালি হ্যান্ডিক্যাপড সংগঠনের সম্পাদক তথা শিক্ষক বিপদতারণ দাস। তিনি বলেন, 'ব্রেইল বই সংগ্রহের জন্য বারবার কলকাতায় যাওয়া মহা সমস্যার। আর কলকাতায় গেলেই যে সবসময় চাহিদামতো বই মিলবে, তা নয়। ইতিপূর্বে আমরা অনেকবার মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছি। তাই এবার সংবাদমাধ্যমের দ্বারাই তাঁর কাছে ছাপাখানার দাবি তুলে ধরতে চাই।'

জলপাইগুড়ির সেন্টার ফর স্পেশাল এডুকেশন ফর দ্য ডিজেবলড চাইল্ড স্কুলের প্রিন্সিপাল সাথী মিত্র মজুমদারের মন্তব্য, 'জেলায় ব্রেইল ছাপাখানা খুবই প্রয়োজন। দরকার একটি লাইব্রেরিও। এর অভাবে খুবই সমস্যা হচ্ছে।' একই দাবি জলপাইগুড়ি জেলার কুমারপাড়া

কোচবিহারের এনইএলসি স্কুল ফর দ্য ব্লাইন্ড-এর ছাত্রছাত্রীরা।

অ্যাডিশনাল প্রাইমারি (সাধারণ) স্কুলের সহকারী শিক্ষক সুবিনয় দাস এবং কোচবিহারের এনইসিএল স্কুল ফর দ্য ব্লাইন্ড-এর প্রধান শিক্ষক বিজয়রাজ ছেত্রীরও। এসি কলেজের প্রথম বর্ষের দৃষ্টিহীন ছাত্র সায়ন পাল জানালেন, বই এখনও জোগাড়ই করে উঠতে পারেননি। উত্তরবঙ্গে ব্রেইল ছাপাখানা ও লাইব্রেরির দাবি জানিয়েছেন তিনিও।

শিলিগুড়ির প্রেরণা এডুকেশনাল সেন্টারের শিক্ষিকা জয়ন্তী সরকার বলেন, 'সব ক্লাসের বই সবসময় নরেন্দ্রপুর রামকৃষ্ণ মিশন ব্লাইন্ড বয়েজ অ্যাকাডেমি থেকে পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে পঠনপাঠনে খুবই সমস্যা দেখা দিয়েছে। উত্তরবঙ্গে যত দ্রুত একটি ব্রেইল ছাপাখানা হবে ততই মঙ্গল।'

এদিকে বিধানসভা ভোটের আগেই উত্তরবঙ্গে ব্রেইল ছাপাখানা স্থাপনের ব্যাপারে সরকারি উদ্যোগের দাবি জানিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য প্রতিবন্ধী সম্মিলনির রাজ্য সদস্য তথা জলপাইগুড়ি জেলার সভাপতি জয়দীপ চক্রবর্তী। তাঁর সংযোজন, 'উত্তরবঙ্গ সবসময় বঞ্চিত। বিশেষভাবে সক্ষমরা অবহেলার শিকার।'

উত্তরবঙ্গের পড়ুয়াদের সমস্যার কথা মেনে নিয়েছেন পশ্চিমবঙ্গ উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদের সভাপতি চিরঞ্জীব ভট্টাচার্য। তিনি বলেন, 'দাবির বিষয়টি রাজ্য সরকারের দৃষ্টিতে তিনি আনবেন। অডিও বুকের লাইব্রেরি করা যেতে পারে। যাঁরা আংশিক দৃষ্টিহীন তাঁদের জন্য অডিও বুক খুবই উপযোগী।'

ভাড়া

ব্যাচেলর ফিজিও থেরাপিস্টের (পুরুষ) জন্য শিলিগুড়ি/বাগডোগরাতে ঘর ভাড়া চাই। M : 8918769726. (C/118765)

অ্যাফিডেভিট

আমার ড্রাইভিং লাইসেন্স নং WB-63 20170996272-এ আমার নাম ভুলবশতঃ Apurba Ray, পিতা-Dhani Ram Ray থাকায় গত 08/12/2025 E.M. কোর্ট, সদর কোচবিহারের অ্যাফিডেভিট বলে আমি Apurba Roy, পিতা-Dhaniram Roy নামে পরিচিত হলাম। অয়রানী চিথলিয়া, তুফানগঞ্জ, কোচবিহার।

●

কোচবিহার সদর J.M. 1st কোর্টের 24-11-25 অ্যাফিডেভিট বলে শিশুর জন্ম সার্টিফিকেটে স্বপরিবারের পদবি বর্মন থেকে রায় ও আমার নাম অমুল্য বর্মনের বদলে অফুল্য রায় হলাম। পাটছাড়া, কোচবিহার।

●

02-12-25 কোচবিহার সদর J.M. 1st কোর্টের অ্যাফিডেভিট বলে কন্যা ফারহানা পারভিনের জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম ফজিরুল রহমান থেকে খজরুল হক এবং পুত্র মোচখান আলমের জন্ম সার্টিফিকেটে আমার নাম ফজিরুল হক থেকে খজরুল হক হলাম। দোঃ নলঙ্গীবাড়ী, কোচবিহার।

কর্মখালি

শিলিগুড়ি লোকালে মল/ফ্ল্যাট/পেট্রোল পাম্পের জন্য সিকিউরিটি গার্ড লাগবে, বেতন ১০,০০০/-. M : 9933119446. (C/119631)

হারানো/প্রাপ্তি

আমি মজিরুল ইসলাম, আমার জমির দলিল (দাগ নং এল আর-৫/৪৬, খতিয়ান নং এল আর ৭৬, শীট নং ১৫, মৌঃ ডাবগ্রাম) গত ৫/১২/২০২৫ তারিখে হারিয়ে যায়। কোনও সহৃদয় ব্যক্তি পেলে, দয়া করে যোগাযোগ করুন - 8927884503. (C/119629)

লিজ

লাটাগুড়ি, মূর্তি, ধূপজোরা এইসব জায়গায় ১০ থেকে ১২ টা রুম সাথে সুইমিং পুল থাকা রিসর্ট লিজে নিতে চাই। M - 9434166853, 9799578537. (C/119618)

অ্যাফিডেভিট

আমার ভোটার কার্ড নং -WB/01/006/570121-এ আমার ও বাবার নাম ভুলবশতঃ Burman Kans, S/o Bhelaka থাকায় গত 24/09/2025 J.M. কোর্ট First Class দিনহাটা, কোচবিহারের অ্যাফিডেভিট বলে আমি Kangsha Ch. Ray, S/o মৃত Bhyalka Ray নামে পরিচিত হলাম। গ্রাম-বাত্রিগাছ, পোঃ - সিঙ্গিমারী মদনাকুড়া, কোচবিহার।

●

I, Md Mostafa, S/o-Abdul Hoque, Vill-Balia Binodpur, P.O-Boldiapukur, P.S- Ratua, Dist.- Malda. Vide an Affidavit made dated 08/12/2025 before the Executive Magistrate at Chanchal court that Md Mostafa & Mostofa is the same and one identical person. (C/119630)

●

আমি Setaul Sk, S/o- Ainul Sk, গ্রাম:- সাদিপুর বারকাট্টাবাদ, পোঃ জে, কাগমারি, পুঃ মোথাবাড়ী জেলা- মালদা, পিন-732207. আমার ছেলের জন্ম সংশাপত্রে যার Reg No- B/2022/013743 Dt.-21/4/2022 আমার ছেলের নাম ও ঠিকানায় উল্লেখিত গ্রামের নাম ভুল থাকায় গত 2/12/2025 এ প্রথম শ্রেণী J.M. মালদা কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে Asif Sk ও Vill-Sadipur থেকে Asif Reja ও Vill-Sadipur Barkattabad করা হলো। (M/115447)

e-Tender Notice
Office of the BDO, Banarhat Block, Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. **e-NIT NO BANARHAT/BDO/NIT-031/2025-26** Last date of online bid submission **03/01/2026 Hrs 09:00 AM.** For further details you may visit https://tenders.wb.gov.in
Sd/-
BDO, Banarhat Block

Notice Inviting e-Tender
e-Tenders are invited vide eNIT No.- 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 /APAS/2025, Date-08.12.2025 by the BDO, Kaliachak-I Dev. Block, Malda on behalf of P&RD Dept. Govt. West Bengal. Intending bidders are requested to visit the website www.tenders.wb.gov.in for details. **Last date of Tender submission 16.12.2025 upto 15:00 hours.**
eNIT No.- 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 /APAS/2025, Date-25.11.2025 has been cancelled due to administrative reason.
BDO
Kaliachak-I Dev. Block, Malda.

শুমারির জন্য জঙ্গলজুড়ে ক্যামেরা

নেওড়ায় বাঘের অস্তিত্ব প্রমাণে মরিয়া গরুমারা

পূর্ণেন্দু সরকার

জলপাইগুড়ি, ৯ ডিসেম্বর : ২০২২ সালের বাঘ শুমারির রিপোর্টে নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যানে বাঘের অস্তিত্ব স্বীকার করেনি ন্যাশনাল টাইগার কনজারভেশন অথরিটি (এনটিসিএ)। অথচ সেখানে মাঝেমধ্যেই বাঘের ছবি দেখা যায়। আগামী বছরের শুরুতেই ফের দেশজুড়ে বাঘ শুমারির আয়োজন করা হচ্ছে। তাই এবার নেওড়াভ্যালিতে বাঘের অস্তিত্ব প্রমাণ করতে শুমারির আগেই কোমর বাঁধছে গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগ। এবিষয়ে কাজ শুরুর আগে চলতি মাসে অসমে বাঘ শুমারির প্রশিক্ষণ দিয়েছে এনটিসিএ। নির্দেশমতো স্থানীয় বনকর্মীরা কাজ করবেন।

এবারের শুমারিতে সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ভিতর এক বা একাধিক রেখা ধরে সমীক্ষকরা ভাগ হয়ে শুমারি করবেন। সরাসরি বাঘ দেখা, গাছের গায়ে বাঘের নখের আঁচড় কিংবা বিষ্ঠা ইত্যাদি বিচার করে শুমারি হবে। তবে ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়া ট্র্যাপ ক্যামেরার ছবি বিশ্লেষণের ওপরই বেশি জোর দেয়। তাই সাড়ে ১০ হাজার ফুট উচ্চতার পাহাড়ি বনাঞ্চলের একাধিক ব্লকজুড়ে প্রচুর ক্যামেরা জানুয়ারির প্রথমেই লাগানো হবে। ক্যামেরাগুলিতে অত্যাধুনিক নাইট ভিশন মোড থাকায় অন্ধকারেও বাঘের ছবি তোলা যাবে বলে জানান গরুমারা বন্যপ্রাণ বিভাগের ডিএফও দ্বিজপ্রতিম সেন। লাভা, মৌচুকি, হাতিডান্ডা, জড়িবুটিডান্ডা, ডোলেক্যাম্প, গোগুনে, আলুবাড়ি ও চোদ্দোফেরির মতো পাহাড়ি এলাকায় ক্যামেরাগুলি বসানো হবে। এর বাইরে ভারত-ভুটান ও ভারত-সিকিম সীমান্তেও ক্যামেরা বসবে। শীতের সময় ওই অঞ্চলের তাপমাত্রা প্রায় মাইনাসে চলে যায়। তাই ওই অবস্থায় নিজেকে সামলে কীভাবে ট্রেক করে শুমারির কাজ করতে হবে তার প্রশিক্ষণই পেয়েছেন উত্তরবঙ্গের একাধিক অভিজ্ঞ বনকর্মী।

নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যানে রয়েল বেঙ্গল টাইগারের অস্তিত্ব ২০১৭ সালের আগেই মিলেছিল। বাঘের বিষ্ঠা ও গাছে নখ দিয়ে আঁচড়ের দাগ পেয়েছিলেন বিশেষজ্ঞরা। ২০১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আনমোল ছেত্রী নামে এক গাড়িচালক লাভার কাছে প্রথম বাঘের ছবি নিজের মোবাইলে তুলতেই চাঞ্চল্য ছড়িয়েছিল। তারপর ২০১৮ সাল থেকে একের পর এক ক্যামেরা বসানোয় ২০২৪ সাল পর্যন্ত নেওড়ার বিভিন্ন এলাকায় ২৪টি বাঘের ছবি ধরা পড়ে। সেই ছবি ওয়াইল্ডলাইফ ইনস্টিটিউট অফ ইন্ডিয়ার কাছে পাঠানো হলেও এখনও কোনও রিপোর্ট আসেনি।

ওয়েস্টবেঙ্গল ওয়াইল্ডলাইফ বোর্ডের সদস্য জয়দীপ কুণ্ডু বলেন, 'নেওড়াভ্যালি জাতীয় উদ্যান এখনও ভার্জিন বনাঞ্চল হিসাবেই পরিচিত। এর একদিকে সিকিমের প্যাঙ্গোলাখা অভয়ারণ্য এবং অন্যদিকে ভুটানের তোর্ষা স্ট্রিক্ট রিজার্ভ ফরেস্ট। দুই রাজ্য ও দুই দেশের সীমানা সংলগ্ন এলাকায় বন্যপ্রাণীর করিডর রয়েছে। তাই নেওড়াভ্যালিতে বাঘের অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায়না। এনিয়ে আরও পর্যবেক্ষণ দরকার।' যদিও ২০২২ সালের দেশজুড়ে বাঘ শুমারির রিপোর্ট প্রকাশিত হলেও তার তথ্য ছিল আরও কয়েক বছরের পুরোনো। তারপরও একাধিকবার বাঘের ছবি ক্যামেরায় ধরা পড়েছে। অধিকাংশ সময় নেওড়ার ৪ হাজার থেকে ৯ হাজার ফুট উচ্চতার জঙ্গলে ডিসেম্বর-জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারির মধ্যে বাঘের দেখা মেলে। এবার ওই সময়েই শুমারির কাজ হওয়ায় তা বেশ তাৎপর্যপূর্ণ হতে চলেছে বলে মনে করা হচ্ছে।

বাঘ আছে কি না, নিশ্চিত নয়। তবে নেওড়াভ্যালির চোদ্দোফেরিতে জঙ্গলপথে যাওয়ার আগে বিট অফিসে বাঘের ছবি আঁকা।

২ হাজার বলিতে রক্ষাকালী পুজো

আজাদ

মানিকচক, ৯ ডিসেম্বর : সূর্য উঠতেই শুরু হয় প্রতিমা তৈরি, কাঁচা মাটির মূর্তিতেই পুজো এবং পরের দিন সূর্য ওঠার আগেই বিসর্জন। নিষ্ঠাভরে এই নিয়ম মেনেই মানিকচকের মথুরাপুরে প্রায় ৩০০ বছর ধরে পূজিত হন মা রক্ষাকালী। মঙ্গলবারও তার অন্যথা হল না। পুজো উপলক্ষ্যে প্রচুর ভক্ত এদিন উপস্থিত হলেন। মালদহ ছাড়া অন্যান্য জেলা এমনকি প্রতিবেশী রাজ্য বিহার ও ঝাড়খণ্ড থেকেও প্রচুর মানুষ পুজোয় শামিল হন। অগ্রহায়ণ মাসের কৃষ্ণপক্ষের অমাবস্যা তিথিতে পুজো করা হয়। সন্ধ্যার আগে মূর্তি গড়া শেষ হলে স্থানীয় কাহারদের মাথায় চেপে এবং ধোপাদের হ্যারিকেনের আলোয় মূর্তি মথুরাপুরের কাহারপাড়া মন্দিরে আনা হলে পুজো শুরু হয়।

এবছর রক্ষাকালী পুজোকে ঘিরে কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে পুজো কমিটির পক্ষ থেকে প্রায় ২৫টি সিসিটিভি ক্যামেরা বসানো হয়েছে। মোতায়েন রয়েছে বিশাল পুলিশবাহিনী। প্রায় পঞ্চাশ হাজারেরও বেশি ভক্ত পুজোয় শামিল হবেন বলে পুজো কমিটি জানিয়েছে। এছাড়া দুই হাজারেরও বেশি পাঁঠাবলি হবে। বংশপরম্পরায় এই পুজোয় প্রতিমা তৈরির কাজের দায়িত্ব বসাক পরিবারের। বর্তমানে কলকাতাবাসী হলেও অবসরপ্রাপ্ত পুলিশকর্মী জিতেন বসাক পুজোর সময় বাড়ি ফিরে মায়ের মূর্তি গড়েন। পুজোকে ঘিরে বিশাল মেলা বসে। প্রচুর ভক্তের সমাগম হয়।

দার্জিলিং রেলের প্রশংসা

শিলিগুড়ি, ৯ ডিসেম্বর : ডিএইচআর (দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ে) সেকশন পরিদর্শনে এসে সম্প্রতি রেল এবং স্থানীয় স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনের যৌথ কাজের প্রশংসা করলেন উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলের জেনারেল ম্যানেজার চেতন শ্রীবাস্তব। টয়ট্রেনের চাহিদা বাড়ানোর লক্ষ্যে গত কয়েক মাস ধরে পাহাড়ের বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনকে সঙ্গে নিয়ে ছোট ছোট অনুষ্ঠান করছে ডিএইচআর। সম্প্রতি মহাত্মা গান্ধির পাহাড়ে আসার শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষ্যে পাহাড় থেকে সমতল পর্যন্ত ডিএইচআর-এর সমস্ত স্টেশনে পরিচ্ছন্নতা অভিযান চালানো হয়। আবার শিশু দিবস উপলক্ষ্যে স্বেচ্ছাসেবী সংস্থার সঙ্গে হাত মিলিয়ে বিশেষভাবে সক্ষম শিশুদের বিনামূল্যে টয়ট্রেনে চাপার সুযোগ করে দেওয়া হয়। এসব কাজেরই প্রশংসা করেন চেতন।

তিনসুকিয়া ডিভিশনে ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : টিএসকে/ইএনজিজি/৭১ অফ ২০২৫, তারিখ : ০৫-১২-২০২৫; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে: আইটেম নং. ১; আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণ : তিনসুকিয়া ডিভিশনে - তিনসুকিয়া এবং জোড়হাট টাউনে পুকুরের চারপাশে সীমানা প্রাচীর, পথ, টয়লেট ব্লক, টিকিট কাউন্টার, সবুজ এলাকা এবং অন্যান্য বিবিধ কাজের উন্নতি। টেন্ডার মূল্য : ২,৩৩,০২,৬০৬/- টাকা; বায়না মূল্য : ২,৬৬,৫০০/- টাকা; উপরোক্ত টেন্ডারগুলি বন্ধ করার তারিখ এবং সময় ২৯-১২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং খোলা হবে ১৬:০০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের টেন্ডার নথি সহ সম্পূর্ণ তথ্য ২৯-১২-২০২৫ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।
ডিআরএম(ডব্লিউ), তিনসুকিয়া
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্ন চিত্তে মানুষের সেবায়

DHUPGURI MUNICIPALITY
AMADER PARA AMADER SAMADHAN'25

Booth No.	ENIT NO. & ID
193	WBMAD/DHUPGURI/81/2025-26
	2025_MAD_5000763_1
	2025_MAD_5000763_2
194	WBMAD/DHUPGURI/82/2025-26
	2025_MAD_5000817_1
	2025_MAD_5000817_2
	2025_MAD_5000817_3
195	WBMAD/DHUPGURI/83/2025-26
	2025_MAD_5000833_1
	2025_MAD_5000833_2
176	WBMAD/DHUPGURI/84/2025-26
	2025_MAD_5000853_1
	2025_MAD_5000853_2
	2025_MAD_5000853_3
	2025_MAD_5000853_4

Sd/- Administrator
Dhupguri Municipality

e-TENDER NOTICE
Matiali Panchayat Samiti
Matiali:: Jalpaiguri
Notice inviting e-Tender by the undersigned for different works vide NIT No. WB BLOCK/40/BDO/MATIALI/2025-26 Last date of online bid submission: 22-12-2025 upto 18:00 hours. For further details following site may be visited **http://wbtenders.gov.in**
Sd/-
Block Development Officer
Matiali :: Jalpaiguri

e-Tender Notice
The Chairman, Mal Municipality invites Quotation for APAS Scheme within Mal Municipality **eNIT No.** MM/C/APAS/10/2025-26 (SI 01 & 02) **Memo No.** MM/C/1514/2025-26 Dt.09.12.2025. **Last date of receiving application:** 18.12.2025 up to 17:00 Hrs.
Details of Tender Documents will be available at our office website www.malmunicipality.org and in the office of the undersigned during the office hours.
Sd/- Chairman
Mal Municipality

কাটিহার মণ্ডলে উন্নয়নের কাজ
ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১৯-আইওএমপি-লক্ষ্মী-কেজআইআর-২৫ তারিখঃ ০৬-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে: কাজের নামঃ কাটিহারেঃ যন্ত্রচালিত লক্ষ্মী/কাটিহারের [illegible] সঙ্গে সম্পর্কিত উন্নয়নমূলক কাজ। টেন্ডার রাশিঃ ১,৬৭,৫২,৫৭৬.৪৪/- টাকা। বায়না রাশিঃ ২,৩৩,৮০০/- টাকা। টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ ২৯-১২-২০২৫ তারিখে ১৫.০০ ঘন্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘন্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য www.ireps.gov.in ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।
জ্যেষ্ঠ ডিএমই/কাটিহার
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

ইঞ্জিনিয়ারিং কাজ
টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. কন/২০২৪/ডিসেম্বর/০৩, তারিখঃ ০৪-১২-২০২৫। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য অভিজ্ঞ ও প্রতিষ্ঠিত ঠিকাদার/ ফার্মের কাছ থেকে ই-টেন্ডারিং পদ্ধতির মাধ্যমে মুক্ত টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। টেন্ডার নং. সিই/কন/এনজেপি-এমআইএস-২০২৫-০৬। কাজের নামঃ উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ের নিউ জলপাইগুড়ি জংশন রেলওয়ে স্টেশনের প্রধান উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত এয়ার কনকোর্স থেকে সেকেন্ডারি স্টেশন বিল্ডিং পর্যন্ত ৬.০ মিটার প্রশস্ত এফওবি নির্মাণ, পণ্য ও যাত্রী পরিবহনের জন্য র‍্যাম্পের ব্যবস্থা সহ পার্সেল এফওবিকে নতুন আরএমএস ভবন পর্যন্ত সম্প্রসারণ, দার্জিলিং হিমালয়ান রেলওয়ের জন্য প্রস্থান টার্মিনাল নির্মাণ, এনজি প্ল্যাটফর্ম থেকে নতুন প্রস্থান টার্মিনাল পর্যন্ত ৩.০ মিটার প্রশস্ত এফওবি নির্মাণসহ, যাত্রী পরিবহনের জন্য সিঁড়ি এবং লিফটের ব্যবস্থা, বিভিন্ন স্থানে আরসিসি সীমানা প্রাচীর, বিদ্যমান এফওবি পুনর্নির্মাণ এবং রং করা এবং সমস্ত আনুষঙ্গিক কাজ। আনুমানিক মূল্যঃ ৩৬,২১,৭২,৬৫৪.২৭ টাকা। ই-টেন্ডার বন্ধ হবে ৩০-১২-২০২৫ তারিখের ১৪.৩০ ঘণ্টায় এবং খুলবে ৩০-১২-২০২৫ তারিখের ১৫.৩০ ঘণ্টায়। টেন্ডারের বিশদ বিবরণ এবং যে কোনও সংশোধনীর জন্য অনুগ্রহ করে www.ireps.gov.in দেখুন।
চিফ ইঞ্জিনিয়ার/কন/কাটিহার ডিএল প্রজেক্ট/মালিগাঁও
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
(নির্মাণ সংস্থা)
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়"

W.B.C.A.D.C
Siliguri-Naxalbari Project
P.O. Matigara, Dist- Darjeeling
E-Tender Notice No. 02/2025-26 dt. 09.12.2025
WBCADC, Siliguri-Naxalbari Project invites e-Tender for following work: Repair, Renovation & Maintenance of Existing Godown and Old piggery shed for Poultry Rearing unit at Satvaiya farm, Under WBCADC, Siliguri-Naxalbari Project.
Tender ID:- 2025_PRD_970679_1. The intending tenderers are requested to inspect the website **www.wb.tenders.gov.in** before quoting their rates from 11/12/2025.
Sd/- Officer-in-Charge
WBCADC S-N Project

ABRIDGED E-TENDER NOTICE
Tender are hereby invited vide Tender Reference NIT No. DHUPGURI/APAS/BDO/NIT-020/2025-26 to DHUPGURI/APAS/BDO/NIT-028/2025-26, DHUPGURI/APAS/BDO/NIT-004 (3rd call)/2025-26 and DHUPGURI/APAS/BDO/NIT-005(3rd call)/2025-26 from the undersigned. Details of works and tender conditions are available in the office of the undersigned in any working day during office hours. visit www.wbetenders.gov.in, www.tenders.wb.gov.in and Office Notice Board for further details.
Block Development Officer
Dhupguri Development Block

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৭৮০০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২৮৪৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১২২১০০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	১৭৮৯৫০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	১৭৯০৫০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

NOTICE
Notice for recruitment in various posts in the District Project Office under SSM, Alipurduar District.
In pursuance of the memo no. 09-SE/EE/9B-06/16 dated 04.01.2019 of the School Education Department, Govt. of West Bengal, applications are invited in the prescribed format (Annexure-A) for the various contractual posts for the District Project Office under SSM, Alipurduar from candidates fulfilling the criteria.
Date of application from 10/12/2025 to 30/12/2025 (except Saturday, Sunday & Holidays) during office hours (from 10 A.M. to 5.30 P.M.)
For more detail please visit **http://alipurduar.gov.in**
Sd/- Additional District Magistrate (Dev)
Alipurduar
Memo No. 69(3)DICO/ADVT/APD
Date: 09/12/2025

আজ টিভিতে

বৃন্দাবন বিলাসিনী সন্ধে ৭.৩০ সান বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : বেলা ১১.০০ ঘটোৎকচ (বাংলা ভার্সন), দুপুর ১২.৪৫ পারব না আমি ছাড়তে তোকে, বিকেল ৩.৩০ আরাধনা, সন্ধে ৬.৪৫ সাত পাকে বাঁধা, রাত ৯.৪৫ ভিলেন

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ অগ্নিপরীক্ষা, দুপুর ১.০০ স্নেহের প্রতিদান, বিকেল ৪.০০ হীরক জয়ন্তী, সন্ধে ৭.০০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট, রাত ১০.০০ বিন্দাস

জি বাংলা সোনার : সকাল ৯.৩০ বউরানি, দুপুর ১২.০০ সুয়োরানি সুয়োরানি, ২.৩০ সতী বেহুলা, বিকেল ৫.০০ অন্যায় অত্যাচার, রাত ১০.৩০ সুন্দর বউ

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ মহাশ্বেতা

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ চন্দ্রমল্লিকা

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অঙ্গার

অ্যান্ড পিকচার্স : দুপুর ১.৪১ গঙ্গুবাই কাথিয়াওয়াড়ি, বিকেল ৪.৩৬ হলিডে : আ সোলজার ইজ নেভার অফ ডিউটি

কালার্স সিনেপ্লেক্স বলিউড : দুপুর ১২.২০ ঘর ঘর কি কহানি, বিকেল ৩.৫০ ঘরওয়ালি বাহরওয়ালি, সন্ধে ৬.৫০ তীথ, রাত ১০.০০ ইজ্জতবাজার

সোনি ম্যাক্স ওয়ান : দুপুর ১২.০৪ ভেনম, দুপুর ২.০৭ আঘাজ, বিকেল ৫.০৩ লেজেন্ড দ্য টেরর, সন্ধে ৭.৫৫ বড়ে মিয়াঁ ছোটে মিয়াঁ, রাত ১০.৫৯ চেক

জি অ্যাকশন : বেলা ১১.০৫ ম্যায় হুঁ যোদ্ধা, দুপুর ১.৪২ বিজনেসম্যান, বিকেল ৪.৩৫ কৃষ্ণা

জি সিনেমা : দুপুর ১.১৫ সিংহম এগেইন, বিকেল ৪.০৬ কোই মিল গ্যয়া, সন্ধে ৭.২৯ পুষ্পা টু : দ্য রুল, রাত ১১.৩৩ দবং

পুষ্পা টু : দ্য রুল
সন্ধে ৭.২৯ জি সিনেমা

মেধা বন্দ্যোপাধ্যায় ও পায়েল করের গান, গুড মর্নিং আকাশ অনুষ্ঠানে সকাল ৭.০০ আকাশ আট

ক্লোজ এনকাউন্টার্স অফ দ্য ওয়াইল্ড কাইন্ড
রাত ৮.০০ অ্যানিমাল প্ল্যানেট হিন্দি

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সামাজিক কোনও কাজে অংশ নিয়ে খ্যাতি প্রতিপত্তি বাড়বে। আলস্যের কারণে নামী কোম্পানিতে চাকরির সুযোগ হাতছাড়া হতে পারে। বৃষ : আপনার কথার ভুলে সংসারে শান্তি বিঘ্নিত হতে পারে। বাড়ি সংস্কার নিয়ে প্রতিবেশীদের সঙ্গে আলোচনা সেরে নিন। মিথুন : জমি, বাড়ি রক্ষণাবেক্ষণের জন্য জমা পুঁজিতে হাত দিতে হতে পারে। নিজের বা স্ত্রীর শরীর নিয়ে একটু চিন্তা থাকবে। কর্কট : ব্যবসা সম্প্রসারণে বাবার পরামর্শে উপকৃত হবেন। কর্মক্ষেত্রে কোনও গোপন শত্রুর দ্বারা ক্ষতিগ্রস্ত হতে পারেন। সিংহ : নিকট আত্মীয়ের চক্রান্তে সংসারে শান্তি নষ্ট হতে পারে। স্কুলবেলার কোনও বন্ধুর সঙ্গে দেখা হয়ে আনন্দ। কন্যা : টাকাকড়ি খুব হিসাব করে রাখুন। সন্তানের পড়াশোনা নিয়ে চিন্তা দূর হবে। সুগারের সমস্যায় ভোগান্তি বাড়বে। তুলা : বাড়ির কোনও সমস্যা নিয়ে বন্ধুমহলে আলোচনা করবেন না। হাঁটু কিংবা কোমরের ব্যথায় ভোগান্তি বাড়বে। বৃশ্চিক : সময়ের কাজ সময়ে শেষ করতে না পেরে মানসিক চাপ বাড়বে। আজ রাস্তাঘাটে একটু সতর্ক হয়ে চলাফেরা করুন। ধনু : সারাদিন ব্যস্ততার মধ্যে কাটলেও বিকেলের পর পরিবারের সঙ্গে আনন্দে কাটবে। হারানো কোনও কাগজ পেয়ে স্বস্তি। মকর : আত্মীয়স্বজনদের কোনও কথায় অপমানিত বোধ হতে পারে। পুরোনো সম্পদ কিনে লাভবান হবেন। কুম্ভ : জমি, বাড়ি কেনার জন্য আজ খুব ভালো দিন। পরিবার নিয়ে ঘুরতে যাওয়ার পরিকল্পনা সফল হবে। মীন : বাবার শরীর নিয়ে চিন্তা কেটে যাবে। পেটের সমস্যার কারণে সামাজিক অনুষ্ঠানে যাওয়া বাতিল করতে হতে পারে।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ২৩ অগ্রহায়ণ, ১৪৩২, ভাঃ ১৯ অগ্রহায়ণ, ১০ ডিসেম্বর ২০২৫, ২৩ অঘোন, সংবৎ ৬ পৌষ বদি, ১৮ জমাঃ সানি। সূঃ উঃ ৬।১১, অঃ ৪।৪৯। বুধবার, ষষ্ঠী রাত্রি ৭।১৩। অশ্লেষানক্ষত্র দিবা ৮।১৪। বৈধৃতিযোগ রাত্রি ৬।৪৬। গরকরণ দিবা ৭।৩৮ গতে বণিজকরণ রাত্রি ৭।১৩ গতে বিষ্টিকরণ। জন্মে- কর্কটরাশি বিপ্রবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী চন্দ্রের ও বিংশোত্তরী বুধের দশা, দিবা ৮। ১৪ গতে সিংহরাশি ক্ষত্রিয়বর্ণ অষ্টোত্তরী মঙ্গলের ও বিংশোত্তরী কেতুর দশা। মৃতে- দোষ নাই, রাত্রি ৭।১৩ গতে একপাদদোষ। যোগিনী- পশ্চিমে, রাত্রি ৭।১৩ গতে বায়ুকোণে। কালবেলাদি ৮।৫১ গতে ১০।১০ মধ্যে ও ১১।৩০ গতে ১২।৫০ মধ্যে। কালরাত্রি ২।৫১ গতে ৪।৩১ মধ্যে। যাত্রা- নাই। শুভকর্ম- নাই। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- ষষ্ঠীর একোদ্দিষ্ট ও সপিণ্ডন। বিশ্ব মানবাধিকার দিবস। অমৃতযোগ- দিবা ৭।৫ মধ্যে ও ৭।৪৭ গতে ৮।৩০ মধ্যে ও ১০।৩৭ গতে ১২।৪৫ মধ্যে এবং রাত্রি ৫।৫৩ গতে ৬।৪৭ মধ্যে ও ৮।৩৪ গতে ৩।৪২ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ৭।৫ গতে ৭।৪৭ মধ্যে ও ১।২৭ গতে ৩।৩৫ মধ্যে।

সতর্কীকরণ : উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

শিলিগুড়িতে পদ্মে ক্ষোভ

জাতীয় মুখপাত্রের সামনেই ঘেরাও জেলা সভাপতি

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ৯ ডিসেম্বর : জাতীয় মুখপাত্রের সামনেই দলীয় কর্মীদের রোষের মুখে পড়লেন বিজেপি'র শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি অরুণ মণ্ডল। এলাকায় ঢুকতে বাধা দেওয়া হয় তাঁকে। এনিয়ে সোমবার দুপুরে শিলিগুড়ি মহকুমার রানিগঞ্জ পানিশালি মণ্ডল এলাকায় পরিস্থিতি উত্তপ্ত হতে থাকে। দীর্ঘক্ষণ অরুণকে ঘেরাও করে রাখা হয়। সেসময়ে জাতীয় মুখপাত্র বিষয়টি সামাল দেন এবং সেখান থেকে জেলা সভাপতিকে কোনওরকমে বের করে নিয়ে আসেন। এরপরেই রাতে জেলা কার্যালয়ে বৈঠক ডাকা হয়।

অভিযোগ, মণ্ডল সভানেত্রী রিনা মণ্ডলকে সরানোর দাবিতে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব একজোট হয়ে অরুণকে ঘিরে বিক্ষোভ দেখায়। পরিস্থিতি সামাল দিতে রাতেই শিলিগুড়িতে দলীয় কার্যালয়ে বৈঠক ডাকা হয়।সেখানে বিজেপি'র জাতীয় মুখপাত্র প্রদীপ ভাণ্ডারী, অরুণ মণ্ডল, বিজেপি'র শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা মাইনরিটি সেলের সভাপতি জিতেন্দ্র সোরেন সহ মোট চারজন উপস্থিত ছিলেন। খড়িবাড়ি ব্লকের রানিগঞ্জ পানিশালি মণ্ডলের বেশ কয়েকজন বিক্ষুব্ধদের নিয়ে বৈঠক করা হয়। রাত ১১টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত চলে ওই বৈঠক।

বৈঠক শেষে সংশ্লিষ্ট মণ্ডলের সভানেত্রীকে তাঁর স্বপক্ষে কত কর্মী রয়েছেন, তা ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জানাতে বলা হয়েছে। সূত্রের খবর, এরপরেই সোমবার রাত সাড়ে ১২টা নাগাদ নিজের এলাকায় স্বামীকে সঙ্গে নিয়ে কর্মীদের বাড়ি বাড়ি ঘোরেন রিনা। এদিকে, গোটা ঘটনা রাজ্য নেতৃত্বের কানে গিয়েছে বলে জানা গিয়েছে। এই প্রসঙ্গে বিজেপি'র রাজ্য সাধারণ সম্পাদক তথা ফালাকাটার বিধায়ক দীপক বর্মনের বক্তব্য, 'দলের মধ্যে কিছু বিষয় নিয়ে মতানৈক্য হয়। সেটা দলে আলোচনা করেই মিটিয়ে নেওয়া হবে।' বিক্ষোভের বিষয়টি স্বীকার করে নিয়েছেন রিনা। তিনি বলেন, 'যা বলার দল বলবে।'

যা ঘটেছে

মণ্ডল সভানেত্রী রিনা মণ্ডলকে সরানোর দাবিতে স্থানীয় বিজেপি নেতৃত্ব একজোট

বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটির সভাপতি অরুণ মণ্ডলকে ঘিরে বিক্ষোভ

জাতীয় মুখপাত্রকে নিয়ে এলাকায় ঢুকতে বাধা

পরিস্থিতি সামাল দিতে বৈঠক

অগাস্ট মাসে বিজেপি'র শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলায় নতুন কমিটি তৈরি হওয়ার পর থেকেই অসন্তোষ দেখা দেয়। অভিযোগ, একাধিক অনভিজ্ঞ এবং অযোগ্য কর্মীদের দলীয় পদে বসানো হয়েছে। জেলা সভাপতি ঘনিষ্ঠদেরই বেশি বেশি করে পদ দেওয়া হয়েছে বলেও অভিযোগ। রানিগঞ্জ পানিশালি মণ্ডলের সভানেত্রীকেও সেই কারণেই পদ দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ সেখানকার কর্মীদের একাংশের। এই অভিযোগে ওই মণ্ডলে পুজোর ঠিক আগে গণ ইস্তফাও দেন অনেকে। একাধিক সক্রিয় কর্মী ইস্তফা দিয়ে ঘরে বসে পড়েন। পুজোর কিছুদিন আগেই ওই এলাকার কর্মীরা এসে শিলিগুড়িতে বিজেপি'র দলীয় কার্যালয়ে বিক্ষোভ দেখান। রিনাকে সরানোর দাবিতে ব্যানার হাতে বিক্ষোভ দেখানো হয়। এরপর একাধিক ঘটনা ঘটলেও বিষয়টি নিয়ে জেলা কিংবা রাজ্য নেতৃত্বের কোনও হেলদোল দেখা যায়নি। যতদিন না মণ্ডল সভানেত্রীকে সরানো হচ্ছে, ততদিন জেলা সভাপতিকে রানিগঞ্জ মণ্ডলে ঢুকতে দেওয়া হবে না বলে সেখানকার কর্মীরা জানিয়েছিলেন। সোমবার জাতীয় মুখপাত্র তথা দার্জিলিং জেলার প্রভারীকে নিয়ে জেলা সভাপতি সেখানে যেতেই তাঁকে ঘিরে ধরেন কয়েকশো নেতা-কর্মী। এই বিষয়ে অরুণ মণ্ডলের সঙ্গে একাধিকবার ফোনে যোগাযোগ করার চেষ্টা করা হলেও তিনি ফোন ধরেননি।

বিভক্ত ব্যবসায়ীরা, আটকে নতুন কমপ্লেক্স

ফাঁসিদেওয়া, ৯ ডিসেম্বর : ব্যবসায়ীরা দু'ভাগে বিভক্ত। সে কারণেই আটকে রয়েছে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের বিধাননগর বাজারের নতুন মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরির কাজ। সমস্যা মেটাতে গত সপ্তাহে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের নির্দেশে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আলোচনায় বসেন বিধাননগর-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান পীযূষ সিং। যদিও তারপরেও কোনও রফা সূত্র মেলেনি।

পীযূষের কথায়, 'গৌতম দেব আরেকবার ব্যবসায়ীদের নিয়ে বৈঠক করতে পারেন। ব্যবসায়ীদের একটা অংশ বাজার ভাঙার বিপক্ষে রয়েছেন।' বিধাননগর ব্যবসায়ী সমিতির সদস্য এবং কমিটির প্রাক্তন সভাপতি শিবেশ ভৌমিক বলেন, 'কাজটি আটকে যাওয়ায় ক্ষতি ব্যবসায়ীদেরই। নতুন মার্কেট তৈরি হলে সকলেরই ভালো হত।'

চলতি বছরের মে মাসে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৪ কোটি টাকা ব্যয়ে নতুন মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরির কাজের শিলান্যাস করেন। যদিও তারপর থেকেই ব্যবসায়ীরা দু'ভাগে বিভক্ত হয়ে যান বলে অভিযোগ। তাঁদের মধ্যে একপক্ষ চাইছে নতুন মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি হোক। আর একপক্ষ চাইছে যেহেতু পুরোনো ভবন এখনও ঠিকই রয়েছে, তাই এইমুহূর্তে নতুন ভবন তৈরি করার প্রয়োজন নেই। এছাড়াও অনেকের মধ্যে প্রশ্ন রয়েছে, নতুন মার্কেট কমপ্লেক্স তৈরি হলে হয়তো সেটির জন্য বেশি ভাড়া দিতে হবে। তাছাড়া একই জায়গায় স্টল মিলবে কি না, সে নিয়েও সংশয় রয়েছে ব্যবসায়ীদের মধ্যে।

লরিতে আগুন

ইসলামপুর, ৯ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার রাতে গোয়ালপোখর থানার লাড়ুখোয়ায় ২৭ নম্বর জাতীয় সড়কে বাঁশবোঝাই একটি লরিতে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় আতঙ্ক ছড়াল। প্রত্যক্ষদর্শীদের দাবি, আচমকা লরির ইঞ্জিনে আগুন ধরে যায়। শর্টসার্কিটের কারণে এই দুর্ঘটনা বলে মনে করা হচ্ছে। গোয়ালপোখরের পাঞ্জিপাড়া ফাঁড়ির পুলিশ ও ইসলামপুর দমকলবাহিনী ঘটনাস্থলে পৌঁছে আগুন নিয়ন্ত্রণে আনে।

অভিযুক্তকে পুলিশ গ্রেপ্তার করায় ফের হামলা

পাওনা টাকা চাইতে গিয়ে জুটল মার

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ৯ ডিসেম্বর : 'কাকিমা ৫০০ টাকার খুব প্রয়োজন।' এক মাস আগে বন্ধুর মায়ের কাছে এসে এভাবেই কাকুতিমিনতি করেছিলেন দিলীপ রায়। ছেলের বন্ধুকে এমন অবস্থায় দেখে ছেলেকে বলেছিলেন বন্ধুকে ৫০০ টাকা ধার দেওয়ার জন্য। তবে এক মাস পরে সেই টাকা ফেরত চাইতে যাওয়াই কাল হল! বন্ধু ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গদের হাতে মার খেলেন ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতের অম্বিকানগর ঘাটপাড়ার বাসিন্দা রাজা সরকার ও তাঁর পরিবারের সদস্যরা। গত শনিবার প্রথম হামলা চালানো হয় বলে অভিযোগ। পুলিশে অভিযোগ জানালে ফের সোমবার রাতে তাঁদের বাড়িতে হামলা চালানো হয় বলে জানান রাজা।

ঠিক কী ঘটেছে? রাজার অভিযোগ, গত শনিবার রাতে তাঁর বাড়িতে হামলা চালান বন্ধু দিলীপ ও তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা। মারধর করা হয় তাঁকে। এই ঘটনার পর রবিবার এনজেপি থানায় দিলীপের নামে অভিযোগ জানান রাজা। অভিযোগ পেয়ে অভিযুক্ত দিলীপকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। এই অভিযোগ জানানোই যেন আরও বড় অপরাধ হয়ে দাঁড়ায় রাজা ও তাঁর পরিবারের জন্য। অভিযোগ, পুলিশ দিলীপকে গ্রেপ্তার করতেই সোমবার রাতে তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা ফের রাজার বাড়িতে হামলা চালায়। তাঁকে মারধর করার পাশাপাশি তাঁর মা আন্না সরকার এবং স্ত্রীকে মারধর করা হয়। এই ঘটনার পর মঙ্গলবার ফের এনজেপি থানায় অভিযোগ জানান রাজার মা আন্না।

এদিন এনজেপি থানায় অভিযোগ জানাতে এসে আন্না জানান, এক মাস আগে দিলীপ এসে পাঁচশো টাকার জন্য কাকুতিমিনতি করতে থাকেন। সেই সময় তিনিই রাজাকে বলেছিলেন, টাকা ধার দিতে। কিন্তু তার পরিণাম এমন হবে তা ঘুণাক্ষরেও টের পাননি তিনি।

আন্নার অভিযোগ, টাকা ফেরত দেওয়া তো দূরের কথা, দলবল নিয়ে দিলীপ আন্নার বাড়িতে হামলা চালান ও তাঁর ছেলেকে মারধর করেন। নির্দিষ্ট অভিযোগের ভিত্তিতে পুলিশ দিলীপকে গ্রেপ্তার করতেই ফের হামলা চালায় তাঁর সাঙ্গোপাঙ্গরা। মারধর করা হয় তাঁর পরিবারের সকলকে।

ঘটনার বর্ণনা দিতে গিয়ে আন্না বলেন, 'টাকা ফেরত চাইতেই দিলীপ রাজাকে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ দেওয়া শুরু করে। শনিবার গভীর রাতে দিলীপ সহ কয়েকজন বাড়িতে এসে রাজাকে মেরে ফেলার হুমকি দেয়। ছেলে প্রতিবাদ করতেই, ছয়-সাতজন মিলে তাকে মারধর করে। পিঠের নীচে ধারালো অস্ত্র দিয়ে আঘাত করে।'

সোমবার ফের হামলা হওয়া নিয়ে রাজার বক্তব্য, 'ধার দিয়ে টাকা ফেরত চাওয়া যেন অপরাধ হল। আমার মা-স্ত্রীকে দুষ্কৃতীরা মারধর করেছে। পরিবারকে নিয়ে ভয়ে রয়েছি। টাকা ধার দিতে এবার থেকে দ্বিতীয়বার ভেবে দেখব।' মঙ্গলবার রাজ, সানু, রাহুল সহ বেশ কয়েকজনের নামে লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন আন্না। পুলিশ জানিয়েছে, ঘটনার তদন্ত চলছে। দ্রুত অভিযুক্তদের পাকড়াও করা হবে।

অভিযোগ

- একমাস আগে ৫০০ টাকার জন্য মায়ের কাছে কাকুতিমিনতি করেছিল বন্ধু
- মায়ের কথা শুনে বন্ধু দিলীপ রায়কে টাকা ধার দিয়েছিলেন রাজা সরকার
- তবে টাকা ফেরত চাইতে যাওয়ায় কাল হল রাজা ও তাঁর পরিবারের জন্য
- টাকা চাইতেই ঘরে এসে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ করেন রাজা
- থানায় এনিয়ে অভিযোগের পর পুলিশ দিলীপকে গ্রেপ্তার করে
- অভিযোগ, এরপর ফের রাজার বাড়িতে হামলা চালায় দিলীপের সাঙ্গোপাঙ্গরা

পৃথক অভিযানে ৩ মহিলা মাদক কারবারি সহ চারজন গ্রেপ্তার

শিলিগুড়ি ও খড়িবাড়ি, ৯ ডিসেম্বর : গোপন সূত্রে খবরের ভিত্তিতে মঙ্গলবার বিকেল ৫টা নাগাদ শিলিগুড়ি মেট্রোপলিটান পুলিশের ডিটেকটিভ ডিপার্টমেন্ট (ডিডি) ও এসওজি আধিকারিকরা ৫০০ গ্রাম ব্রাউন সুগার এবং নগদ ৫ লক্ষ ১৬ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করলেন। পাশাপাশি এই ঘটনায় দুজন মহিলা সহ মোট ৩ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। এদিন মাটিগাড়ার চাঁদমণি ফোর লেনের কাছ থেকে এই বিপুল পরিমাণ মাদক ও নগদ টাকা সহ তিনজনকে পাকড়াও করা হয়। ধৃত আরসিদা খাতুন, আজমেরি খাতুন ও এমডি আজাদ মাটিগাড়ার বিশ্বাস কলোনির বাসিন্দা।

ধৃতরা সকলেই বিপুল পরিমাণ ব্রাউন সুগার হাতবদলের জন্য ফোর লেনের কাছে একত্রিত হয়েছিল বলে তদন্তকারী আধিকারিকরা জানিয়েছেন। ধৃতদের বুধবার শিলিগুড়ি আদালতে পেশ করা হবে।

অন্যদিকে, শৌচালয়ের সেপটিক ট্যাংকের পাশে মাটির নীচে লুকিয়ে রেখেও হল না শেষরক্ষা। সোমবার রাতে ৩০৬ গ্রাম ব্রাউন সুগার সহ খড়িবাড়ি থানার পুলিশের হাতে ধরা পড়লেন মহিলা মাদক কারবারি। ধৃতের নাম সাদিকা খাতুন।

পুলিশ জানিয়েছে, বাজেয়াপ্ত হওয়া ব্রাউন সুগারের বাজারমূল্য প্রায় সাড়ে ৪ লক্ষ টাকা। ধৃতকে মঙ্গলবার দুপুরে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ৩ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দেন। তদন্তকারীরা জানিয়েছেন, অভিযুক্তকে জিজ্ঞাসাবাদ করে মাদকচক্রে আর কারা কারা যুক্ত তা জানার চেষ্টা চলছে।

পুলিশ সূত্রে খবর, ধৃত মহিলা আদতে দিল্লির বাসিন্দা হলেও, গত ৬ বছর ধরে ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কির গণ্ডগোলজোত এলাকায় বাড়ি ভাড়া নিয়ে থাকতেন। সেখান থেকেই তিনি মাদকের কারবার চালাতেন বলে অভিযোগ। সোমবার রাতে গোপন খবরের ভিত্তিতে খড়িবাড়ি পুলিশের একটি দল সাদিকার ভাড়া বাড়িতে অভিযান চালায়। ঘরের ভেতরে তন্নতন্ন করে খুঁজেও মাদক না পেয়ে অবশেষে বাড়ির বাইরে মাদকের খোঁজ শুরু করে। সেই সময় শৌচালয়ের সেপটিক ট্যাংকের পাশে মাটির নীচ থেকে তিনটি প্যাকেটে ৩০৬ গ্রাম ব্রাউন সুগার উদ্ধার হয়। এরপরেই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার পাশাপাশি ওই মাদক বাজেয়াপ্ত করে পুলিশ।

জঙ্গলের পথে... *মঙ্গলবার বক্সার পোরো নদীতে আয়ুষ্মান চক্রবর্তীর ক্যামেরায়।*

পাহাড়ে গাড়ি চলাচলে জটিলতা

প্রশাসনকে ২৪ ঘণ্টা সময়সীমা ব্যবসায়ীদের

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৯ ডিসেম্বর : পাহাড়ে সমতলের গাড়ি বিনা বাধায় চলাচলের ব্যবস্থা করতে প্রশাসনকে ফের সময়সীমা বেঁধে দিল পর্যটন ও পরিবহণ মালিক ও চালকদের সংগঠন। ২৪ ঘণ্টার মধ্যে এই সমস্যা মেটাতে হবে বলে জানিয়েছেন তাঁরা। মঙ্গলবার শিলিগুড়ি মহকুমা শাসক বিকাশ রুহেলার অফিসের সামনে জমায়েত হয়ে দীর্ঘক্ষণ বিক্ষোভ দেখান সংগঠনের সদস্যরা। পরে মহকুমা শাসকের সঙ্গে দেখা করে জেলা প্রশাসনকে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। পর্যটন ও পরিবহণকর্মীরা জানিয়েছেন, এর আগেই প্রশাসনকে ৫ ডিসেম্বর পর্যন্ত সময়সীমা দিয়ে ব্যবস্থা নিতে বলা হয়েছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্যজনকভাবে প্রশাসন নীরব দর্শকের ভূমিকায় রয়েছে। এখনও সমতলের গাড়িচালকরা পাহাড়ে গেলে হয়রান করা হচ্ছে। সে কারণেই এদিন বিক্ষোভ দেখিয়ে আরও ২৪ ঘণ্টা সময় দেওয়া হয়েছে। আন্দোলনকারীদের হুঁশিয়ারি, এর পরেও কাজ না হলে সমস্ত গাড়ির পারমিট এবং চাবি প্রশাসনের কাছে জমা দেওয়া হবে।

পর্যটন ব্যবসায়ীদের পক্ষে জয়ন্ত মজুমদার এবং গাড়িচালক সংগঠনের প্রতিনিধি উদয় সাহা জানালেন, পাহাড়ে গাড়ি চলাচলে এখনও যে সমস্যা হচ্ছে সেটা মহকুমা শাসককে জানিয়েছেন। পাশাপাশি, মহকুমা শাসকের হাত দিয়ে জেলা প্রশাসনকে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়েছে। আশা করা যায় প্রশাসন দ্রুত ব্যবস্থা নেবে। বিষয়টি নিয়ে দার্জিলিংয়ের জেলা শাসক মণীশ মিশ্র বললেন, 'দ্রুত সমস্যা মিটে যাবে।'

গত ২৯ নভেম্বর এনজেপি স্টেশনের বাইরে পাহাড়ের এক গাড়িচালককে মারধর করা হয় বলে অভিযোগ ওঠে। এই ঘটনার পর থেকে পাহাড় ও সমতলের গাড়িচালকদের মধ্যে চাপানউতোর তৈরি হয়।

সমস্যা সমাধানে প্রশাসনের হস্তক্ষেপ চেয়ে গত ১ ডিসেম্বর চিঠি দেয় সমতলের পর্যটন ব্যবসায়ী ও গাড়ি মালিক ও চালকদের ন'টি সংগঠন। ৫ ডিসেম্বরের মধ্যে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য প্রশাসনকে অনুরোধ জানায় তারা। কিন্তু ৯ ডিসেম্বরের পরও প্রশাসন কোনও পদক্ষেপ না করায় হতাশ পর্যটন ও গাড়ি মালিক ও চালকরা। বাধ্য হয়েই ফের প্রশাসনকে সময়সীমা দেওয়া হয়েছে বলে জানান আন্দোলনকারীরা। এখন দেখার এই সমস্যা মেটাতে প্রশাসন কত তাড়াতাড়ি ব্যবস্থা নেয়।

রাস্তা সংস্কারের দাবিতে অবরোধ

শিলিগুড়ি, ৯ ডিসেম্বর : মাটিগাড়া-২ পঞ্চায়েতের পতিরামজোতে বেহাল রাস্তা সংস্কারের দাবিতে পথ অবরোধ করলেন এলাকাবাসী। মঙ্গলবার সকাল থেকে রাস্তার মধ্যে বাঁশ ফেলে প্রতিবাদে শামিল হন স্থানীয়রা। অবশেষে বিকাল চারটা নাগাদ মাটিগাড়া ব্লক প্রশাসনের আধিকারিকরা এসে রাস্তা সংস্কারের আশ্বাস দিলে অবরোধ উঠে যায়।

স্থানীয়দের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে চৌরঙ্গি মোড় থেকে শুঁটকি হাটি পর্যন্ত রাস্তায় চলাচল করা যায় না। রাস্তার বেহাল অবস্থার কারণে মাঝেমধ্যেই দুর্ঘটনা ঘটছে। প্রায় সময় টোটো উলটে যায়। প্রশাসনকে একাধিকবার জানিয়েও আশ্বাস ছাড়া আর কিছু মেলেনি বলে অভিযোগ বাসিন্দাদের। কোনও উপায় না পেয়ে বাধ্য হয়ে অবরোধে শামিল হতে হয়েছে বলে জানান আন্দোলনকারীরা।

এদিনের আন্দোলনে শামিল স্থানীয় আশা সরকার বলেন, 'বেশ কয়েক বছর ধরে রাস্তাটা চলার অনুপযোগী। প্রশাসন থেকে শুধু প্রতিশ্রুতিই দেওয়া হচ্ছে।' আরেক বাসিন্দা রুমা মণ্ডলের কথায়, 'জীবনের ঝুঁকি নিয়ে চলাচল করতে হয়। প্রশাসন কেন যে সংস্কারের কোনও ব্যবস্থা নিচ্ছে না জানি না।' রাস্তা সংস্কার না হলে আগামীতে বৃহত্তর আন্দোলনের হুঁশিয়ারি দিয়েছেন এলাকাবাসী।

এদিনের অবরোধ ও রাস্তা সংস্কার নিয়ে মাটিগাড়া-২ পঞ্চায়েতের প্রধান দীপালি ঘোষের বক্তব্য, 'ইতিমধ্যে প্রশাসনিক স্তরে ওই রাস্তার সংস্কার নিয়ে আলোচনা করেছি। আশা রাখছি খুব দ্রুত রাস্তার কাজ শুরু হবে।'

৫ বাগান বন্ধ, ৬টিতে অচলাবস্থা

বীরপাড়া, ৯ ডিসেম্বর : শীতকালে চা বলয়ে যেন ঝুপ করে সন্ধ্যা নেমে আসে। আদুরে রোদমাখা বিকেলগুলিও হয় বড্ড মায়াবী। গোধূলিতে মহিলা শ্রমিকদের দল বেঁধে কাজ থেকে ফেরার ছবি চা বাগানের বহু চেনা। কিন্তু শ্রমিক অসন্তোষ, বকেয়া মজুরি সহ নানা কারণে আলিপুরদুয়ার জেলার বেশ কিছু বাগানে কর্মব্যস্ততায় ছেদ পড়েছে। কবে পরিস্থিতি স্বাভাবিক হবে সেই প্রশ্নের উত্তর সময়ের গর্ভে। এমন পরিস্থিতিতে মঙ্গলবার কোচবিহারের জনসভা থেকে তৃণমূল সুপ্রিমো তথা মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করলেন, রাজ্য সরকার অনেকগুলি বন্ধ চা বাগান খুলে দিয়েছে। যেন মমতা বোঝাতে চাইলেন, পশ্চিমবঙ্গ সরকার চা শ্রমিকদের 'বন্ধু'। যদিও বাস্তব হল, মাদারিহাটেই আধডজন চা বাগানে অচলাবস্থা। ওই ব্লকের রামঝোরা বাগান ২০২৩ সালের ৩১ অক্টোবর এবং লঙ্কাপাড়া ২০১৫-র এপ্রিল থেকে বন্ধ। মধু, চিনচুলা, দলসিংপাড়া- ৩টি বাগান বন্ধ কালচিনিতে। এই বাগানগুলির শ্রমিকরা কেমন আছেন? কীভাবে তাঁদের পেট চলছে? তাঁর খোঁজ কয়জন রাখেন।

রামঝোরার শ্রমিক মহাকাল ওরাওঁ বললেন, 'আমরা বারবার অ্যাসিস্ট্যান্ট লেবার কমিশনার (এএলসি)-এর অফিস, বিডিও অফিসে গিয়েছি। লাভ হয়নি। এদিকে, বাগান খোলার জন্য মিটিং ডাকা হলেও লাভ হচ্ছে না। আমাদের কথা কেউ ভাবে না।' বন্ধ মধু চা বাগানের শ্রমিক সুশীলা খাড়িয়ার বক্তব্য, 'কয়েক বছর ধরে বাগানে সমস্যা। মাঝে দু'-এক বছরের জন্য বাগান খুললেও ফের বন্ধ হয়েছে। সে কারণে আমাদের চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে।'

অন্যদিকে, এদিন মমতা যখন চা শ্রমিকদের পাশে থাকার বার্তা

আলিপুরদুয়ার

দিচ্ছিলেন, সেই সময় বকেয়া মজুরি আদায়ের দাবিতে ধর্নায় বসেছিলেন বীরপাড়া চা বাগানের শ্রমিকরা। তাঁদের অভিযোগ, বিজেপি, তৃণমূল কোনও দলই চা শ্রমিকদের পাশে নেই। বাগানে সাংসদ, বিধায়কদের দেখা পাওয়া যাচ্ছে না। আফসারা খাতুন নামে এক শ্রমিকের আক্ষেপ, 'মুখ্যমন্ত্রী একজন মহিলা হলেও চা বাগানের মহিলা শ্রমিকদের দুঃখ বোঝেন না।'

আফসারার কথায়, 'নেতা, মন্ত্রী, বিধায়ক, সাংসদরা আমাদের পাশে নেই। ভোটের সময় ওঁরা আসেন। এখন কেউ আসছেন না। কেন বসে আছি জিজ্ঞেসও করছেন না। ২০২৬ সালে ভোটের আগে ওরা নিশ্চয়ই আসবেন। তবে এবার আমরা ভোটে অংশ নেব কি না তা ভাবতে হবে।' ফোনে যোগাযোগ করা হলে সাংসদ মনোজ অবশ্য বলেছেন, 'আমরা চা শ্রমিকদের পাশে রয়েছি। গেট মিটিং হলেই আমি অংশ নিই।'

তৃণমূল বিধায়ক জয়প্রকাশের বক্তব্য, 'খালি হাতে শ্রমিকদের কাছে যাব কী করে? চা শ্রমিকদের সাম্প্রতিক সমস্যার কথা শ্রমমন্ত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রীকে লিখিতভাবে জানিয়েছি। তাঁদের সাড়া পেলে চা শ্রমিকদের কাছে যাব।'

শিলিগুড়িতে তৃণমূলের ঢিলেঢালা সংগঠন

কাজ শুধু এসআইআর

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ৯ ডিসেম্বর : তৃণমূল কংগ্রেস যেন কর্মসূচিহীন। অনেক নেতা-নেত্রীও ঘরে বসে রয়েছেন। শুধুমাত্র ভোটার তালিকায় বিশেষ নিবিড় সংশোধনীর (এসআইআর) কাজ ছাড়া কারও আর দেখা নেই। অথচ সামনেই বিধানসভা ভোট। ১৬ ডিসেম্বর দলের নয়া কর্মসূচি ঘোষণার কথা রয়েছে। অথচ শিলিগুড়িতে দল যেভাবে চলছে, তাতে আগামী কর্মসূচিতে নেতা-কর্মী জড়ো করতে কালঘাম ছুটবে বলে মনে করছে তৃণমূলের একটি অংশ। অনেকেই বলছেন, বিধানসভা ভোটের আগে শিলিগুড়িতে দলের এত অগোছাল ভাব আগে কোনওদিন দেখা যায়নি। দলের জেলা চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল অবশ্য বলেছেন, 'সবাই এসআইআর নিয়েই ব্যস্ত। দলের সমস্ত কর্মসূচিও পালন করা হচ্ছে। আগামীদিনে নতুন কোনও কর্মসূচি এলে নিশ্চয়ই সেগুলি পালিত হবে।'

চিন্তায় নেতৃত্ব

- শিলিগুড়িতে অনেকদিন ধরেই তৃণমূল কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি নেই
- বহু পুরোনো নেতা-কর্মী পার্টির কাজকর্ম থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছেন
- শীর্ষস্থানীয় কয়েকজনই সমস্ত বিষয়ে ছড়ি ঘোরাচ্ছেন বলে অভিযোগ

শিলিগুড়িতে অনেকদিন ধরেই তৃণমূল কংগ্রেসের পূর্ণাঙ্গ জেলা কমিটি নেই। জেলা চেয়ারম্যান, ৯ সদস্যের কোর কমিটি ছাড়া ব্লক সভাপতির পদ থেকে সরিয়ে দুজন নেতাকে জেলার সম্পাদক পদ দেওয়া হয়েছে। অথচ জেলায় কোনও পূর্ণাঙ্গ কমিটি নেই। ব্লক সভাপতিদের নাম ঘোষণা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু ব্লকের পূর্ণাঙ্গ কমিটিই তৈরি হয়নি। ফলে কার্যত 'শীতঘুমে' চলে গিয়েছেন দলের বেশিরভাগ নেতা-নেত্রী।

এর মধ্যেই এসআইআর নিয়ে গত এক-দেড় মাস ধরে ব্যস্ত এখানকার নেতৃত্ব। জেলা কমিটি না থাকায় এই কাজে জেলার সমস্ত স্তরের নেতা-নেত্রীকে যুক্ত করা যায়নি। ফলে বহু পুরোনো নেতা-কর্মী পার্টির কাজকর্ম থেকে নিজেদের গুটিয়ে নিয়েছেন। জেলা কমিটির দীর্ঘদিনের পদাধিকারী ফুলেশ্বরীর বাসিন্দা এক নেতার কথায়, 'আগে পার্টিতে একটা সম্মান ছিল। জেলা কমিটি ছিল, নিয়মিত বৈঠক হত। কিন্তু সেসব তো এক-দেড় বছর ধরে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। এখন শীর্ষস্থানীয় কয়েকজনই সমস্ত বিষয়ে ছড়ি ঘোরাচ্ছেন। তাই আমরা পার্টির কাজকর্মে যাই না।' একই বক্তব্য শোনা গিয়েছে মাটিগাড়ার এক নেত্রীর মুখে। তিনি বলেন, 'জনপ্রতিনিধি হিসাবে মানুষের কাজগুলি করছি। কিন্তু দলের কোনও কর্মসূচি নেই। এখানে দলের কমিটিও নেই। কাজেই দলীয় বিষয়ে কিছু বলতে পারব না।'

এসআইআর-এর কাজ শেষ হলেই পুরোদমে ভোটের কাজে নেমে পড়তে হবে বলে তৃণমূলের রাজনৈতিক পরামর্শদাতা সংস্থা ইতিমধ্যেই প্রতিটি জেলায় জানিয়েছে। বিধানসভা ভোটকে সামনে রেখে ১৬ ডিসেম্বর দলের নয়া কর্মসূচি ঘোষণা হওয়ার কথা রয়েছে। প্রতিটি বিধানসভা এলাকায় দলের পাঁচজন নেতা-নেত্রীকে বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হবে বলে জেলায় খবর। কিন্তু জেলা কমিটি না থাকায় অনেকেই পার্টির সঙ্গে যোগাযোগই রাখছেন না বলে অভিযোগ। ফলে কাদের নিয়ে দলীয় কর্মসূচি হবে, ভোটের আগে কারাই বা ময়দানে নামবেন, তা নিয়েই চিন্তায় তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা নেতৃত্ব।

হাসপাতালে চিতাবাঘ

শিলিগুড়ি, ৯ ডিসেম্বর : কুকুর-বিড়াল নয়, হাসপাতাল চত্বরে ঘুরে বেড়াচ্ছে চিতাবাঘ। ভাবুন একবার। সেখানকার রোগী, চিকিৎসক, নার্স, চিকিৎসাকর্মীদের তাহলে কী অবস্থা হবে! মঙ্গলবার রাতে তাকদা গ্রামীণ হাসপাতালে এমনই ঘটনা ঘটেছে। ৮টা নাগাদ হাসপাতাল চত্বরে একটি চিতাবাঘকে প্রথম ঘুরে বেড়াতে দেখেন এক নার্স। সেটা নিয়ে হাসপাতালজুড়ে হুলুস্থুল কাণ্ড বেধে যায়। যদিও কিছুটা পায়চারি করে হাসপাতাল ছেড়ে নিজের গন্তব্যে চলে গিয়েছে বুনোটি। ওই হাসপাতালে বেশ কয়েকজন রোগী চিকিৎসাধীন রয়েছেন। চিতাবাঘের খবর পেয়ে সকলেই ভীত হয়ে পড়েন। সেটি হাসপাতাল চত্বর ছাড়ার পরেই সমস্ত গেট বন্ধ করে দেওয়া হয়। এর আগে কোনওদিন এমন ঘটনা ঘটেনি বলে জানাচ্ছেন স্থানীয়রা। হাসপাতালের তরফে বিষয়টি বন দপ্তর এবং জেলা স্বাস্থ্যকর্তাদের জানানো হয়েছে।

এদিকে, চিতাবাঘের শাবকের দেহ উদ্ধারের ঘটনায় উত্তেজনা ছড়াল কার্সিয়াং রেঞ্জ এলাকায়। সোমবার সকালে চিতাবাঘের শাবকটিকে মৃত পড়ে থাকতে দেখে বন দপ্তরকে খবর দেন গিদ্দা পাহাড় এলাকার বাসিন্দারা। শাবকটির দেহ উদ্ধার করেন বনকর্মীরা। রেঞ্জ অফিসার মনোজকুমার ছেত্রী বলেন, 'আনুমানিক একমাস বয়সের একটি মাদি চিতাবাঘের শাবকের দেহ উদ্ধার করা হয়। প্রাথমিক অনুমান যে পাহাড়ের ঢালে খাবারের সন্ধানে এসে কোনওভাবে পিছলে পড়ে গিয়ে মৃত্যু হয়েছে।'

বিনা হেলমেটের চালককে সতর্ক করছেন ট্রাফিক পুলিশকর্মী। মঙ্গলবার শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাসে। ছবি : অমর সরকার

স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে গ্রেপ্তার স্বামী

চোপড়া, ৯ ডিসেম্বর : স্ত্রীকে খুনের অভিযোগে স্বামীকে গ্রেপ্তার করল পুলিশ। চোপড়া থানার হাপতিয়াগছ গ্রাম পঞ্চায়েতের জিরোপানি এলাকায় এই ঘটনায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, বছর কয়েক আগে বিহারের বাসিন্দা রাজেশ টুডুর সঙ্গে বাবলি সোরেনের বিয়ে হয়। রাজেশ শ্বশুরবাড়িতে ঘরজামাই হিসাবে থাকলেও বাবলির সঙ্গে তেমন বনিবনা ছিল না। পারিবারিক কলহ লেগেই থাকত। মৃতার বাপের বাড়ি সূত্রে জানা গিয়েছে, সোমবার বিকালে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বচসা হয়। সেসময়ে বাবলিকে বেধড়ক মারধর করা হয় বলে অভিযোগ। বাবলি জ্ঞান হারিয়ে বিছানায় পড়ে যান। অভিযোগ, তখন বিষয়টিকে গুরুত্ব দেননি রাজেশ। বরং রাজেশ শুয়ে পড়েন। এদিকে, বাবলি স্থানীয় একটি চা কারখানায় কাজ করতেন। অন্যদিনের মতো রাতে কারখানায় ডিউটিতে যাওয়ার কথা ছিল। কিন্তু তাঁর সাড়াশব্দ না পেয়ে খোঁজ নিতে গিয়ে দেখা যায়, তিনি বিছানায় পড়ে আছেন। তাঁকে উদ্ধার করে দলুয়া স্বাস্থ্যকেন্দ্রে পাঠানো হলেও বাঁচানো যায়নি। মৃতদেহ উদ্ধার করে ইসলামপুর মহকুমা হাসপাতালে পাঠিয়েছে পুলিশ।

মৃতার দাদা সিপুন সোরেন বলছেন, 'বোনজামাই সারাক্ষণ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় থাকত। মারধর করে বোনকে মেরে ফেলেছে।' রাজেশ টুডুকে চোপড়া থানার পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। ধৃতকে এদিন ইসলামপুর মহকুমা আদালতে তোলা হলে বিচারক ৬ দিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রাথমিক তদন্তে পুলিশ জানতে পারে, মারধরের ঘটনায় ঘুষি লেগে সম্ভবত মৃত্যু হয়েছে বাবলির। চোপড়া থানার পুলিশ সূত্রে জানানো হয়েছে, ময়নাতদন্তের রিপোর্ট হাতে পেলেই মৃত্যুর কারণ পরিষ্কার হবে। এই ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে চোপড়া থানার পুলিশ।

মমতার নজরে রাজবংশী ভোট

শিবশংকর সূত্রধর

কোচবিহার, ৯ ডিসেম্বর : গত বিধানসভা ভোটে কোচবিহার জেলায় নয়টির মধ্যে ছয়টি আসনেই তৃণমূল কংগ্রেস হেরেছিল। মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় আগে নিজে বারবার উন্নয়নের ফিরিস্তি দিলেও সেই ভোটে ছয়টি বিধানসভা এলাকার ভোটাররা তৃণমূলের উপর ভরসা রাখেননি। এখানে রাজবংশী ভোট যে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তা তৃণমূল সুপ্রিমো বেশ ভালোভাবেই টের পেয়েছেন। মঙ্গলবার কোচবিহারের রাসমেলা মাঠের জনসভায় শুরু থেকে শেষপর্যন্ত রাজবংশীদের মন পেতে মমতা মরিয়া চেষ্টা চালান। যা অনেকটাই তাৎপর্যপূর্ণ বলে রাজনৈতিক মহল মনে করছে।

এদিন মঞ্চেই মনীষী পঞ্চানন বর্মার আবক্ষ মূর্তি রাখা হয়েছিল। সভা শুরুর আগে সেখানে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা জানানোর পাশাপাশি মনীষীর মূর্তি ছুঁয়ে মমতা শপথ করে বলেন, 'পঞ্চানন বর্মার পায়ে হাত দিয়ে শপথ করে বলছি, আমরা বাংলাকে রক্ষা করব।' নানা ধর্ম ও জনজাতির উল্লেখ করার পাশাপাশি রাজবংশী প্রসঙ্গেও মুখ্যমন্ত্রী বলেছেন, 'রাজবংশীরা আমার গলার মালা।' মঙ্গলবার রাসমেলা মাঠে জনসভার মঞ্চে প্রবেশের আগে মমতাকে ভাওয়াইয়া গান ও বৈরাতি নৃত্যের মাধ্যমে স্বাগত জানানো হয়। যা রাজবংশী জনজাতির অন্যতম একটি সংস্কৃতি। এদিন নজিরবিহীনভাবে মঞ্চের নীচে বসে থাকা কিছু কর্মীকেও হলুদ গামছা দিয়ে বরণ করে নেওয়া হয়। সেই হলুদ গামছা রাজবংশী জনজাতির একটি পবিত্র সামগ্রী। সেই গামছা দিয়ে তৃণমূলের জেলা সভাপতি অভিজিৎ দে ভৌমিক মুখ্যমন্ত্রীকেও বরণ করে নেন। মুখ্যমন্ত্রীর প্রায় ৫০ মিনিটের বক্তব্যে বারবার রাজবংশীদের কথা উঠে এসেছে। ফলে বিধানসভা নির্বাচনের আগে রাজবংশী ভোটব্যাংক পেতে তৃণমূল যে মরিয়া প্রচেষ্টা চালাচ্ছে তা এদিনের সভা থেকেই স্পষ্ট।

'আলাদা রাজ্য নয়'

- পঞ্চানন বর্মার নামে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি, তাঁর বাসস্থান সংস্কার, রাজবংশী বিদ্যালয় তৈরির ফিরিস্তি
- রাজ্যভাগ বা কোচবিহারকে আলাদা রাজ্য তৈরির বিষয়কে তৃণমূল সমর্থন করে না বলে বুঝিয়ে দিয়েছেন
- প্রথম থেকেই পৃথক কোচবিহার রাজ্যের দাবি করে আসা বংশীবদন বর্মন নিজের দাবিতে অটল

পঞ্চানন বর্মার নামে বিশ্ববিদ্যালয় তৈরি, তাঁর বাসস্থান সংস্কার, রাজবংশী বিদ্যালয় তৈরির ফিরিস্তি মুখ্যমন্ত্রী তুলে ধরেন। সভার শেষের দিকে তিনি কর্মী-সমর্থকদের উদ্দেশ্যে প্রশ্ন ছুড়ে দেন, 'বাংলাকে ভাগ করতে দেবেন?' জবাব আসে, 'না।' ফের মমতা বলেন, 'কোচবিহারকে ভাগ করতে দেবেন?' এবারও জবাব আসে, 'না।'

বধূর মৃত্যুতে ধৃত শ্বশুর, দেওর

শিলিগুড়ি, ৯ ডিসেম্বর : গৃহবধূর রহস্য মৃত্যুর দুই মাস পর মহিলার শ্বশুর ও দেওরকে গ্রেপ্তার করল এনজেপি থানার পুলিশ। গত ১১ অক্টোবর মাথাভাঙ্গায় শ্বশুরবাড়ি থেকে ঝুলন্ত দেহ উদ্ধার হয়েছিল ফুলবাড়ির মমতাপাড়ার বাসিন্দা সম্পা রায়ের। ঘটনায় সম্পার বাবার বাড়ির তরফে শ্বশুরবাড়ির কয়েকজনের বিরুদ্ধে এনজেপি থানায় খুনের অভিযোগ দায়ের করা হয়। যদিও ঘটনার পরই সম্পার দেহ উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে নিয়ে আসার পর শ্বশুরবাড়ির লোকজন গা-ঢাকা দিয়েছিল। তবে বিশেষ সূত্রে খবর পেয়ে সোমবার রাতে মাথাভাঙ্গা থেকে শ্বশুর উকিল বর্মন ও দেওর বাপি বর্মনকে গ্রেপ্তার করে এনজেপি থানার পুলিশ। পলাতক স্বামী ও শাশুড়ির খোঁজ চলছে বলে পুলিশের বক্তব্য। এদিকে, ধৃতদের মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক অভিযুক্তদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন। সম্পার বাবা সুনীল রায় বলেন, 'আমার মেয়ের বিয়ের পর থেকে শ্বশুরবাড়িতে টাকার দাবিতে অত্যাচার করা হত। মেয়েকে পরিকল্পনা করে খুন করা হয়েছে।'

বন্ধ এসকালেটার

শিলিগুড়ি, ৯ ডিসেম্বর : অমৃত ভরত প্রকল্পে এনজেপি স্টেশনকে বিশ্বমানের করা হচ্ছে বলে দাবি রেলের। অথচ দীর্ঘদিন ধরে বন্ধ হয়ে পড়ে আছে সেই স্টেশনে প্রবেশ পথের এসকালেটারটি। ফলে ভোগান্তির শিকার হচ্ছেন যাত্রীরা। দেশ-বিদেশের বহু পর্যটক এই স্টেশন দিয়ে যাতায়াত করেন। এসকালেটার বন্ধ থাকায় মালপত্র নিয়ে বিপাকে পড়ছেন তাঁরাও।

দীর্ঘদিন ধরেই এনজেপি স্টেশনে ঢোকার মুখে চলমান সিঁড়ি বন্ধ হয়ে রয়েছে। মালপত্র নিয়ে স্টেশন থেকে বের হতে অনেকেই চলমান সিঁড়িকে পছন্দ করেন। কিন্তু সেটি বন্ধ থাকায় সমস্যা হচ্ছে বলে জানালেন অনেক যাত্রীই। কলকাতা থেকে আসা এক যাত্রী তানিশা নন্দী বলেন, 'আমার পায়ে সমস্যা রয়েছে। সিঁড়ি দিয়ে উঠতে সমস্যা হয়, চলমান সিঁড়ি বন্ধ থাকায় অনেকেই সমস্যায় পড়ছেন। বিকল্প কোনও ব্যবস্থা করলে ভালো হত।' নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের এডিআরএম অজয় সিং বলেন, 'স্টেশনের কাজ দ্রুতগতিতে চলছে, চলমান সিঁড়িটি খুব তাড়াতাড়ি চালুর ব্যবস্থা করা হবে।'

গবেষণার ভাবনা

শিলিগুড়ি, ৯ ডিসেম্বর : ১৭ ডিসেম্বর দিল্লিতে পরম্পরাগত ওষুধের (ট্র্যাডিশনাল মেডিসিন) ওপর বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার দ্বিতীয় গ্লোবাল সামিট হবে। যেখানে ১০০টিরও বেশি দেশের প্রতিনিধিরা অংশগ্রহণ করবেন। সেই উপলক্ষ্যে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি আঞ্চলিক হোমিওপ্যাথি গবেষণা সংস্থানের সাংবাদিক বৈঠকের আয়োজন করা হয়। সংস্থানের অফিসার ইনচার্জ ডাঃ রঞ্জিত সোনি উত্তরবঙ্গ মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতাল এবং উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে একত্রে গবেষণা করার আগ্রহ প্রকাশ করেন। রঞ্জিত বলেন, 'মেডিকেল কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কাজ করলে আমরা যেমন চিকিৎসা সম্পর্কিত নানান তথ্য পাব, তেমনি বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগের গবেষণাকেও চিকিৎসার কাজে লাগানো যাবে।'

পাঠকের লেন্সে 8597258697 picforubs@gmail.com

হেমন্তে।। নিউইয়র্কে সেন্ট্রাল পার্কে ছবিটি তুলেছেন আলিপুরদুয়ারের ভাস্কর ঘোষ।

পথ দুর্ঘটনায় শ্রমিকের মৃত্যু

নকশালবাড়ি, ৯ ডিসেম্বর : নকশালবাড়িতে পথ দুর্ঘটনায় মৃত্যু হল রসিদ মিয়াঁ (৪৮) নামে এক শ্রমিকের। মঙ্গলবার ভোরে নকশালবাড়ি দুই নম্বর এশিয়ান হাইওয়ের কোয়ার্টার মোড় এলাকায় তাঁদের গাড়িটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে। ঘটনায় একটি শিশু সহ সাতজন জখম হয়েছেন। দুর্ঘটনার পর থেকেই গাড়িচালক পলাতক।

স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, রসিদ কোচবিহারের ঘোকসাডাঙ্গার বাসিন্দা। বাকি আহতরাও কোচবিহারের বাসিন্দা। তিনটি পরিবারের সদস্যরা নেপালে ইটভাটায় কাজ করতে যাচ্ছিলেন। এদিন ভারত-নেপাল সীমান্তের পানিট্যাঙ্কির কাছাকাছি কোয়ার্টার মোড়ে রাস্তার ধারে গাড়িটিকে পড়ে থাকতে দেখেন স্থানীয়রা। অনুমান করা হচ্ছে, গাড়িটি কোনও লরির পেছনে ধাক্কা মেরে নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার ধারে নীচু জায়গায় পড়ে যায়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় নকশালবাড়ি থানার পুলিশ। আহতদের উদ্ধার করে নকশালবাড়ি গ্রামীণ হাসপাতালে পাঠানো হয়। পরে সকলকে উত্তরবঙ্গ মেডিকেলে রেফার করা হয়। আহতদের মধ্যে দুজন মহিলা এবং একটি চার বছরের শিশু রয়েছে। আহত মহিলারা হলেন আসমা বিবি (৪০) এবং ইউনিস বিবি (৪০)।

উদ্যান সংস্কার

খড়িবাড়ি, ৯ ডিসেম্বর : দীর্ঘদিন ধরে বেহাল অবস্থায় পড়ে থাকা বাতাসি শিশু উদ্যানের সংস্কার কাজ শুরু হল। 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পে আড়াই লক্ষ টাকা বরাদ্দ হওয়ায় মঙ্গলবার থেকে উদ্যানটির সংস্কার কাজ শুরু করেছে খড়িবাড়ি ব্লক প্রশাসন। ২০১৬ সালে বাতাসি পিএসএ ক্লাব মাঠের পাশে প্রায় ৭ লক্ষ টাকা খরচ করে শিশু উদ্যানটি গড়ে তোলা হয়েছিল। সংস্কার কাজের সূচনা করেন শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের কর্মাধ্যক্ষ কিশোরীমোহন সিংহ, খড়িবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি রত্না রায় সিংহ, রানিগঞ্জ পানিশালি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান সান্ত্বনা সিংহ প্রমুখ।

প্রশিক্ষণ

বাগডোগরা, ৯ ডিসেম্বর : যে সব ব্যক্তি মানসিক অবসাদে ভুগছেন তাঁদের পরিবারের সদস্যদের প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়। মঙ্গলবার ওয়েস্ট বেঙ্গল ভলান্টারি হেলথ অ্যাসোসিয়েশনের উদ্যোগে এবং মেনোনাইট সেন্ট্রাল কমিটির সহায়তায় সেবায়নের প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। মাটিগাড়া ব্লকের বিভিন্ন ব্লক মিলিয়ে ৩৩ জনকে প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে।

বুলুর ওয়াররুমে সিপিএম নেতা

একটা হাতে লাল, আরেকটায় নীল বল

মালবাজার, ৯ ডিসেম্বর : কথায় বলে বরের ঘরের মাসি, মেয়ের ঘরের পিসি। আর রাঙ্গামাটির বাপন ঘোষ হলেন সিপিএমের সংগঠনের মাথা, আবার তৃণমূলের মন্ত্রীর খাস লোক। একদিকে তিনি সিপিএমের পঞ্চায়েত যৌথ কর্মচারী সমিতির নেতা। আবার তিনিই মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইকের ওয়াররুম সামলান। মন্ত্রীর অফিস সাজানোর দায়িত্ব তাঁর ওপরেই। রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের কর্মী বাপনকে নিয়ে এখন জলঘোলা তৃণমূলের অন্দরে।

প্রশাসনিক বা সরকারি অনুষ্ঠান হোক, কিংবা পঞ্চায়েতের কোনও কর্মসূচি, রাঙ্গামাটিতে সমস্ত আয়োজনের দায়িত্ব বর্তায় বাপনের কাঁধে। বাপন মাল ব্লকের রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের চতুর্থ শ্রেণির কর্মী। এককথায় বাপনের চোখ দিয়েই নিজের এলাকাকে দেখেন পঞ্চায়েত প্রধান অশোক চিকবড়াইক। পঞ্চায়েত অফিসে বাপনের কাজের প্রশংসাও শোনা যায়। কিন্তু বিতর্ক তৈরি হয়েছে তাঁর রাজনৈতিক পরিচয় নিয়ে। সম্প্রতি জনপ্রিয় হওয়া বাংলা ব্যান্ডের একটা গানের মতোই যেন বাপনের একটা হাতে লাল, আরেকটায় নীল বল।

বাপনের অবশ্য সাফ কথা, 'পঞ্চায়েতকর্মী হিসেবে প্রধানের নির্দেশ মানতে আমি বাধ্য। আমাকে কোনও দায়িত্ব দিলে সেটা পূরণ করা আমার কর্তব্য।'

পশ্চিমবঙ্গ পঞ্চায়েত যৌথ কর্মচারী সমিতির গুরুত্বপূর্ণ পদে রয়েছেন বাপন। সম্প্রতি সিপিএমের রাজ্য কোঅর্ডিনেশন কমিটির মাল মহকুমার বার্ষিক সম্মেলনেও দেখা গিয়েছে তাঁকে। বাপন সবসময় নিজেকে বাম ভাবধারার অনুগামী বলে পরিচয় দেন। অথচ সেই বাপনকে মাস খানেক আগে দেখা গিয়েছে তৃণমূলের ওয়াররুমে। সেখানে তৃণমূলের মন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে অফিস গোছানোর কাজ করছিলেন। প্রশ্ন উঠছে সেখানেই। উপরন্তু, বাপন বাম ঘরানার হলেও তাঁর ঘনঘন যাতায়াত রয়েছে মন্ত্রীর দলীয় অফিসে। এমনকি মন্ত্রী বুলুর উদ্যোগে আয়োজিত বিরসা মুন্ডা নৈশকালীন ফুটবলের আয়োজক কমিটির বড় দায়িত্বে রয়েছেন এই 'বামপন্থী' বাপনই। গতবছর তো তিনিই ছিলেন এই কমিটির কোষাধ্যক্ষ। এখন তৃণমূলের অন্দরেই উঠছে প্রশ্ন। তবে কি ঘাসফুল শিবিরে যোগ্য কর্মী নেই? তাই কোঅর্ডিনেশন কমিটির সদস্যকে বড় দায়িত্ব দিয়েছেন তৃণমূলের মন্ত্রী।

বুলু তো নিজেও বামফ্রন্ট থেকে দল পরিবর্তন করে এসেছেন তৃণমূলে। সে প্রসঙ্গ টেনেও জল্পনা চলছে। কেউ কেউ বলছেন, বামফ্রন্টের প্রতি এখনও কিছুটা 'দুর্বল' মন্ত্রী।

মোবাইল কানে বাপন ঘোষ। পাশে মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইক।

পঞ্চায়েত যৌথ কর্মচারী সমিতির জলপাইগুড়ি জেলা সম্পাদক নীলাম্বর মিশ্র মনে করছেন, 'বাপন যদি ব্যক্তিগতভাবে কোথাও যান, তবে সেটা তার সম্পূর্ণ নিজস্ব বিষয়।' আর রাঙ্গামাটি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান অশোক চিকবড়াইক দাবি করেছেন, 'বাপনকে দিয়ে দলীয় কোনও কাজ করানো হয় না। তিনি পঞ্চায়েতের কাজ করেন।'

তবে এসবের মধ্যেই স্থানীয় রাজনীতিতে তৃণমূলের সঙ্গে সিপিএমের যোগসাজশের জল্পনা জোরালো হয়েছে। বিজেপির টাউন মণ্ডল সভাপতি নবীন সাহার প্রশ্ন, 'যে কমরেডরা বিজেমূল বলে কটাক্ষ করতেন তারা আজ চুপ কেন?' তাঁর দাবি, 'তৃণমূলের দৌলতেই সিপিএমের নেতারা ফুলেফেঁপে উঠেছে মালবাজারে।' তবে এই বিষয়ে মন্ত্রী বুলু চিকবড়াইকের সঙ্গে যোগাযোগ করার চেষ্টা করলেও তাঁর প্রতিক্রিয়া জানা যায়নি।

বেহাল দশা মুন্সী প্রেমচাঁদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের

বেঞ্চের অভাবে মেঝেতে পড়ুয়ারা

আঁধারে পাঠশালা

অমর সরকার

শিলিগুড়ি, ৯ ডিসেম্বর : নেই সীমানা প্রাচীর। স্কুলের চারপাশে নোংরা জল। স্কুল মাঠে পড়ে রয়েছে খালি মদের বোতল। স্কুলগেটের সামনে আবর্জনার স্তূপ, যেন মিনি ডাম্পিং গ্রাউন্ড। হাত ধোয়ার জন্য জল থাকলেও, পানীয় জলের কোনও ব্যবস্থা নেই। স্কুলে পর্যাপ্ত ঘর আছে, কিন্তু বেঞ্চের অভাবে মেঝেতে বসে পঠনপাঠন সারতে হচ্ছে পড়ুয়াদের। এমন দশায় মুন্সী প্রেমচাঁদ প্রাথমিক বিদ্যালয়।

এলাকার শিশুদের শিক্ষিত করে তোলার প্রথম পাঠ দিতে ২০০৮ সালে রামনগর মজদুর কলোনিতে তৈরি হয়েছিল মুন্সী প্রেমচাঁদ প্রাথমিক বিদ্যালয়। কিন্তু স্কুলটির বর্তমান যা হাল, তাতে প্রশ্ন ওঠে প্রশাসনিক উদ্যোগ ও সদিচ্ছা নিয়ে। যেভাবে স্কুলের চারিদিকে জল জমে রয়েছে, তাতে মনে হয় স্কুলটি তৈরি হয়েছে পচা ডোবার মধ্যে। মাঠে জমা জল পাড়িয়েই স্কুলে প্রবেশ করতে হয়। নিকাশিনালা তৈরি করে জল বের করে দেওয়ার ব্যবস্থা করা যেতে পারে। কিন্তু স্কুল কর্তৃপক্ষের সেদিকে কোনও নজর নেই বলে অভিযোগ। মাঠের চারিদিকে মদের বোতল সহ বিভিন্ন নেশার সামগ্রী পড়ে থাকায় স্পষ্ট, এখানে প্রত্যেকদিনই বসে নেশার আসর। এমন অস্বাস্থ্যকর পরিবেশের মধ্যেই পড়াশোনা করতে হচ্ছে স্থানীয় খুদেদের। স্কুল কর্তৃপক্ষের বক্তব্য, সীমানা প্রাচীর না থাকায় অনায়াসে সন্ধ্যার পর অনেকেই ঢুকছে এবং নেশার আসর বসাচ্ছে। অনেকবার না করা সত্ত্বেও পরিস্থিতির বদল ঘটেনি। স্কুলে চুরির মতো ঘটনাও ঘটেছে। স্কুলের সহকারী শিক্ষক মণিরুল ইসলাম বলেন, 'স্কুলের প্রধান সমস্যা মাঠটি এবং তার মূলে রয়েছে সীমানা প্রাচীর না থাকা।' বেঞ্চের অভাবের কথা অস্বীকার করে তাঁর দাবি, 'ছোট বাচ্চারা বেঞ্চে বসতে পারে না। তাই তাদের মেঝেতে বসানো হয়।' কিন্তু খোঁজ নিয়ে জানা গিয়েছে, স্কুলে আটটি ঘর থাকলেও বেঞ্চ রয়েছে মাত্র তিনটি ঘরে। পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত পঠনপাঠন হওয়া স্কুলটিতে পড়ুয়ার সংখ্যা ৩৯৪। শিক্ষক মাত্র ছয়জন।

মুন্সী প্রেমচাঁদ প্রাথমিক বিদ্যালয়ের প্রবেশপথে আবর্জনা।

অব্যবস্থা

- মাত্র ছয়জন শিক্ষক সামাল দিচ্ছেন ৩৯৪ জন পড়ুয়াকে
- আটটি শ্রেণিকক্ষের মধ্যে বেঞ্চ রয়েছে মাত্র তিনটি ঘরে
- হাত ধোয়ার জল থাকলেও, স্কুলে নেই পানীয় জলের কোনও ব্যবস্থা
- নেই নিকাশিনালার কোনও ব্যবস্থা, স্কুলের চারদিকে জমে নোংরা জল

স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা ক্ষমা পাল দেবের বক্তব্য, 'ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা কম নেই। কিন্তু তুলনায় শিক্ষক কম। মাঠ ঠিক করার জন্য অনেকবার আবেদন করা হলেও, কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। মাঠে জল জমে থাকায় কোনও খেলার আয়োজন করতে পারি না।' এ বিষয়ে জানতে রাজগঞ্জ সার্কেলের অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক শুভ্রজ্যোতি বর্মনকে ফোন করা হলে তিনি কোনও মন্তব্য না করে সংযোগ বিচ্ছিন্ন করেন। ফলে তাঁর প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

শোভাযাত্রা

শিলিগুড়ি, ৯ ডিসেম্বর : হকার্স কর্নার ব্যবসায়ী সমিতির নির্বাচনে জয়লাভের পর মঙ্গলবার শোভাযাত্রা করে ব্যবসায়ীদের ধন্যবাদ জানালেন প্রদীপ রায়ের নেতৃত্বে থাকা নতুন কমিটির সদস্যরা। পরপর দুইবার ভোটে জিতে ছয় বছর ধরে প্রদীপ রায়ের নেতৃত্বে থাকা কমিটিই ছিল হকার্স কর্নার ব্যবসায়ী সমিতির দায়িত্বে। ফের নির্বাচনের মধ্যে দিয়ে জিতে তিন বছরের জন্য কমিটি গঠন করলেন তাঁরা। এদিন প্রদীপ বলেন, 'ব্যবসায়ীরা আমাদের আরও একবার কাজ করার সুযোগ করে দিলেন। এই জয় ব্যবসায়ীদেরও জয়। মঙ্গলবার ঢাকঢোল পিটিয়ে ব্যবসায়ীদের মিষ্টিমুখ করিয়ে শুভেচ্ছা জানান জয়ী প্রার্থীরা।'

ডাইনোসরের ছবি নজর কাড়বে বিজ্ঞানকেন্দ্রে

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৯ ডিসেম্বর : কয়েক লক্ষ বছর আগে ডাইনোসর যুগ কেমন ছিল, তা নিয়ে মানুষের কৌতূহলের অন্ত নেই। ডাইনোসর নিয়ে স্পিলবার্গের সিনেমায় কল্পবিজ্ঞান আর অ্যাডভেঞ্চারের মিশেল ছোট থেকে বড়, সকলেরই নজর কেড়েছে। এবার সেই জুরাসিক যুগের রোমাঞ্চ অ্যানিমেটেড থ্রি-ডাইমেনশন ছবিতে দেখা যাবে উত্তরবঙ্গ বিজ্ঞানকেন্দ্রে বসেই। চলতি মাস থেকেই এই সুযোগ পাওয়া যাবে। আগামী ১৬ ডিসেম্বর থেকে বিজ্ঞানকেন্দ্রে এই থ্রিডি অ্যানিমেশন সিনেমা দেখানো শুরু হবে শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেবের হাত ধরে। তবে এবারই প্রথম নয়, এর আগেও বিজ্ঞানকেন্দ্রে ডাইনোসরের সিনেমা দেখানো হয়েছিল।

'রিটার্ন টু দ্য লস্ট ওয়ার্ল্ড' নামে এই সিনেমাটি স্থানীয়দের কাছে তো বটেই, শিলিগুড়িতে আসা পর্যটকদের কাছেও জনপ্রিয় হবে বলে আশা করছে বিজ্ঞানকেন্দ্র কর্তৃপক্ষ। বিশেষত খুদেদের কাছে কল্পবিজ্ঞানকে আকর্ষণীয় করতে এই সিনেমা বেশ সহায়ক হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

প্রতিবছর বিজ্ঞান সংক্রান্ত নতুন নতুন মডেল ও সিনেমা দেখানো হয় বিজ্ঞানকেন্দ্রে। যার আকর্ষণ স্থানীয়দের পাশাপাশি দেশ, বিদেশের পর্যটকদের কাছেও থাকে।

অনেক বিদেশি পর্যটক বিজ্ঞানকেন্দ্রে এসে বিভিন্ন জিনিস ঘুরে দেখতে ভালোবাসেন। তাই বিজ্ঞানপ্রেমীদের চাহিদার কথা মাথায় রেখেই চলতি বছর এই থ্রিডি সিনেমা বাছাই করা হয়েছে বলে কেন্দ্রের প্রোজেক্ট কোঅর্ডিনেটর ঋতব্রত বিশ্বাস জানান। তাঁর সংযোজন, 'এক বছর আগে লস্ট ওয়ার্ল্ড নামে থ্রিডি সিনেমাটি দেখানো হয়েছিল। যা বিজ্ঞানকেন্দ্রে ঘুরতে আসা মানুষের মধ্যে ভালো সাড়া ফেলেছিল। তাই এবার আমরা পার্ট টু হিসেবে এই মুভিটি বেছে নিয়েছি। আশা করছি, পার্ট ওয়ানের মতো পার্ট টু-ও বিজ্ঞানপ্রেমীদের মধ্যে সাড়া ফেলবে।'

উদ্বোধনে শিলিগুড়ি পুরনিগম পরিচালিত অবৈতনিক কোচিং সেন্টার 'আলোর দিশারী'-র পড়ুয়ারা বিজ্ঞানকেন্দ্রে উপস্থিত থাকবে। সেন্টারের এডুকেশন অফিসার বিশ্বজিৎ কুণ্ডু বলেন, 'সাধারণ মানুষের কাছে বিজ্ঞানকেন্দ্রের আকর্ষণ আরও বাড়ানোর জন্য আমরা সবসময় নতুনত্ব আনার চেষ্টা করি।'

মোদির কুশপুতুল

সংসদে 'বন্দে মাতরম' নিয়ে বক্তৃতা দিতে গিয়ে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে 'বঙ্কিমদা' বলে সম্বোধন করায় মঙ্গলবার চুঁচুড়ায় বন্দে মাতরম ভবনের সামনে প্রধানমন্ত্রীর কুশপুতুল দাহ করল তৃণমূল।

ফোনে হুমকি

জেল থেকে ফোন করে হুমকি দিচ্ছেন সন্দেশখালির শেখ শাহজাহান। তাঁর অনুগামীও হুমকি দিচ্ছেন বলে অভিযোগ সরবেরিয়ার মণ্ডল পরিবারের। থানায় অভিযোগ দায়ের করেছেন তাঁরা।

বহুতলের দাবি

বহুতল আবাসনে বুথের দাবিতে ফের দরবার করল বিজেপি। মঙ্গলবার বিজেপির রাজ্য নেতা রাহুল সিনহা সিও'র সঙ্গে দেখা করে আবাসন নিয়ে কমিশনের সিদ্ধান্ত পুনর্বিবেচনার দাবি জানান।

দেহ উদ্ধার

মৃত বাবার পচাগলা দেহ আগলে তিনদিন ধরে বন্ধ ঘরে বসেছিলেন তাঁর মেয়ে। কসবার এক আবাসন থেকে মৃতদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ঘটনার তদন্ত চলছে।

দেখি তো কেমন লাগে আমায়... মঙ্গলবার কলকাতার নিউ মার্কেটে দেবার্চন চট্টোপাধ্যায়ের তোলা ছবি।

নবান্নের বিশেষ নজরে গৌড়বঙ্গের তিন জেলা

সংখ্যালঘু উন্নয়নে বরাদ্দ বৃদ্ধি

কলকাতা, ৯ ডিসেম্বর : মুর্শিদাবাদে বিদ্রোহী তৃণমূল বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের উদ্যোগে বাবরি মসজিদ তৈরিকে কেন্দ্র করে সংখ্যালঘু ভোট আগামী বিধানসভা নির্বাচনে কোনদিকে যাবে, তা নিয়ে জল্পনা তৈরি হয়েছে। ঠিক এই সময়েই সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধির প্রস্তুতি শুরু করল নবান্ন।

উত্তরবঙ্গের ৮ জেলার মধ্যে মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বসবাস সবচেয়ে বেশি। তাই এইসব এলাকায় সংখ্যালঘু ভোট ধরে রাখতে বিশেষ পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে।

চলতি আর্থিক বছরে (২০২৫-২০২৬) সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের জন্য ৫৬০২.২৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল। আগামী আর্থিক বছরে তা অনেকটাই বৃদ্ধি করা হবে। এই তিন জেলায় মূলত নস্য শেখ সম্প্রদায়ের বসবাস। তাই নস্য শেখ উন্নয়ন কর্তৃপক্ষের বরাদ্দ বৃদ্ধির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। চলতি আর্থিক বছরে নস্য শেখ উন্নয়ন বোর্ডের জন্য ২ কোটি টাকা বরাদ্দ ছিল। আগামী আর্থিক বছরের জন্য যে ভোট অন অ্যাকাউন্ট পেশ হবে, সেখানে এই উন্নয়ন বোর্ডের ব্যয় বরাদ্দ বৃদ্ধির সম্ভাবনা রয়েছে।

মঙ্গলবারই সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের প্রধান সচিব পিবি সেলিম ও দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিককে নিয়ে বৈঠকে বসেন অর্থ দপ্তরের কর্তারা। চলতি আর্থিক বছরে ব্যয় বরাদ্দের খরচ এখনও পর্যন্ত কতটা হয়েছে, তা নিয়ে ওই বৈঠকে পর্যালোচনা হয়।

মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় কোন কোন উন্নয়নমূলক কাজ আটকে রয়েছে এবং তার জন্য কত পরিমাণ আর্থিক সাহায্যের প্রয়োজন, তা নিয়ে চলতি সপ্তাহেই রিপোর্ট দেওয়ার জন্য সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা দপ্তরের প্রধান সচিবকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। সেইমতো পরিকল্পনাও তৈরি করতে বলা হয়েছে। ইতিমধ্যেই নস্য শেখ সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে এই বোর্ডকে আরও কার্যকর করার জন্য দাবি উঠেছে। বোর্ডের বৈঠকেও এই নিয়ে আলোচনা হয়েছে।

রাজনৈতিক মহল মনে করছে, সংখ্যালঘু ভোট যাতে কোনওভাবেই বিভাজিত না হয়, তার জন্য এই বোর্ডকে আরও কার্যকর করে তুলতে কাজে লাগানো হবে। কারণ, ইতিমধ্যেই নস্য শেখ উন্নয়ন সোসাইটির পক্ষ থেকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিঠি দেওয়া হয়েছে। ওই চিঠির প্রতিলিপি ইটাহারের বিধায়ক তথা ওয়েস্ট বেঙ্গল মাইনরিটি ডেভেলপমেন্ট অ্যান্ড ফিন্যান্স কর্পোরেশনের চেয়ারম্যান মোতাহার হোসেনকে চিঠি দিয়ে জানানো হয়েছে।

মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুরের ২৭টি বিধানসভা কেন্দ্রের মধ্যে ২০টি নস্য শেখ জনজাতি অধ্যুষিত। উত্তরবঙ্গে ৫৬ লক্ষ জনজাতি সম্প্রদায়ের মানুষ বসবাস করেন। তাই এই এলাকার উন্নয়নে নজর দিক রাজ্য।

নস্য শেখ উন্নয়ন বোর্ডের এগজিকিউটিভ সদস্য মহম্মদ সারওয়ার্দি বলেন, 'নস্য শেখ উন্নয়ন বোর্ডের এই তিন জেলার প্রতিনিধিদের গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। এই এলাকার উন্নয়নের জন্য রাজ্য সরকার যদি সদিচ্ছা না দেখায়, তাহলে সমস্যা হবে। কারণ, উত্তর দিনাজপুরে ৫১ শতাংশ, মালদায় ৩৫ শতাংশ ও দক্ষিণ দিনাজপুরে ২৯ শতাংশ নস্য শেখ সম্প্রদায়ের মানুষের বসবাস। এই পরিস্থিতিতে সরকার যদি নস্য শেখ উন্নয়ন বোর্ডকে গুরুত্ব দেয়, তাহলে তৃণমূলেরই লাভ হবে।'

উদ্যোগ

- ■ মালদা, উত্তর ও দক্ষিণ দিনাজপুর জেলায় সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের বসবাস সবচেয়ে বেশি
- ■ এইসব এলাকায় সংখ্যালঘু ভোট ধরে রাখতে বিশেষ পরিকল্পনা
- ■ চলতি আর্থিক বছরে সংখ্যালঘু বিষয়ক ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের জন্য ৫৬০২.২৯ কোটি টাকা বরাদ্দ করা হয়েছিল
- ■ আগামী আর্থিক বছরে তা অনেকটাই বৃদ্ধি করা হবে

আমার সমর্থনে সরকার, দাবি হুমায়ুনের

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ৯ ডিসেম্বর : ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীরের প্রস্তাবিত বাবরি মসজিদ নির্মাণের জন্য অনুদান বাক্সে শুধু নগদ টাকা নয়, জমা পড়েছে রাশি রাশি সোনাও। একাধিক বিদেশি মুদ্রাও জমা পড়েছে বাক্সে। মিলেছে ডলার, রিয়েল, রিঙ্গিত। বিশেষ যন্ত্রের মাধ্যমে টাকা গণনার কাজ তিনদিন ধরে চললেও এখনও তা শেষ হয়নি। গণনাকারীদের থেকে প্রাপ্ত শেষ তথ্য অনুযায়ী নগদ টাকার অঙ্ক ৩ কোটি ছাড়িয়েছে। সোনার গয়নার বাজারমূল্য কয়েক লক্ষ। এরই মধ্যে মঙ্গলবার হুমায়ুনের হুঁশিয়ারি, '২৬-এ যেই সরকার গড়ুক আমাকে সঙ্গে নিতেই হবে। তৃণমূল বা বিজেপি কেউই সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। সরকার গড়তে হলে আমার দলের সমর্থন লাগবেই।' শীঘ্রই নিজের নিরাপত্তা বাড়ানোর দাবিতে আদালতের দ্বারস্থ হওয়ার কথাও জানিয়েছেন তিনি।

অনুদান হিসেবে জমা পড়ছে ইট, বালি, পাথরও। হুমায়ুন প্রস্তাবিত মসজিদ প্রতিষ্ঠায় ইট দান করার জন্য বেলডাঙা, রেজিনগরে ইটভাটাগুলিতে ২ লক্ষ টাকার বেশি ইট বিক্রি হয়েছে। ইটভাটার মালিকদের কথায়, আচমকাই অতিরিক্ত চাহিদার কারণে ইটের জোগান দিতে হিমসিম খাচ্ছেন তাঁরা। অনুদানে আসা সোনার গয়না পরিমাপের কাজ এখনও বাকি রয়েছে। হুমায়ুনের ঘনিষ্ঠ মহল জানিয়েছে, অনুদানের টাকা ও গয়না সংরক্ষণের জন্য একটি আলাদা ঘরের ব্যবস্থা করা হবে। সেখানে সিসিটিভি সহ সব রকমের নিরাপত্তার ব্যবস্থা করা হবে। আগামী বিধানসভা নির্বাচনে হুমায়ুন প্রস্তাবিত নতুন দল কত ভোট পেতে পারে, তার একটি পরিসংখ্যান এদিন তুলে ধরেন তিনি। বলেন, 'আমার অনুমান, কোনও দল ১৪৮টি আসনে পৌঁছোতে পারবে না। ১৩৫টি আসনে লড়ে এমন পরিমাণে আসন জিতব দেখবেন যে, মুখ্যমন্ত্রীর গদিতে যিনি শপথ নিতে যাবেন তাঁকে হুমায়ুনের দলের বিধায়কদের সমর্থনের প্রয়োজন হবে।'

এক লক্ষ মানুষের জমায়েত করে ২২ ডিসেম্বর নতুন দল উদ্বোধন করবেন বলে হুঁশিয়ারিও দিলেন বিধায়ক। তাঁর দাবি, 'কেন্দ্রীয় সরকার আমাকে নিরাপত্তা দেওয়ার জন্য লোক পাঠিয়েছিল। শাসকদলকে কিছু বলার সুযোগ দিতে চাই না বলে ওই নিরাপত্তা গ্রহণ করিনি।'

অভিযোগ শুভেন্দুর

ভোটব্যাংক বাঁচাতে শংসাপত্র বিলি

কলকাতা, ৯ ডিসেম্বর : খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশের পর শুনানি শুরুর মুখে তপশিলি জাতি, উপজাতি ও ওবিসিদের জাতিগত শংসাপত্র বিলি করতে রাজ্যব্যাপী শিবির করার সরকারি বিজ্ঞপ্তিতে সিঁদুরে মেঘ দেখছে বিজেপি। সম্প্রতি এসসি, এসটি ও ওবিসির শংসাপত্র পেতে জমে থাকা আবেদনের দ্রুত ফয়সলা করতে জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে রাজ্য সরকার। বিজেপির আশঙ্কা, এসআইআর-এ যে লক্ষ লক্ষ ভুয়ো ভোটারের নাম বাদ পড়তে চলেছে, তাদেরকে বাঁচাতেই এই উদ্যোগ। বিষয়টি নিয়ে কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করে সতর্ক করেছেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী।

রাজ্যে এসআইআর-এর ফর্ম জমা শেষ হবে ১১ ডিসেম্বর। ১৬ ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে। এরপরই হবে সন্দেহজনক ভোটারদের তথ্য যাচাইয়ের জন্যে শুনানি। এখনও পর্যন্ত মনে করা হচ্ছে, ভোটার তালিকায় ম্যাপিং এবং নো-ম্যাপিংয়ের সূত্রে শুনানিতে ডাক পেতে পারেন কয়েক লক্ষ মানুষ। সর্বশেষ পাওয়া তথ্য অনুযায়ী সংখ্যাটা এখনই ২৯ লক্ষ ছাড়িয়ে গিয়েছে। কমিশনের বিশেষ সফটওয়্যারে তথ্য যাচাইয়ের প্রক্রিয়া সম্পূর্ণ হলে সেটা আরও বাড়বে বলেই মনে করে কমিশন। বিজেপির দাবি, এই ভুয়ো ভোটারের সংখ্যা ১ কোটি ছাড়াবে। এই আবহে রাজ্য সরকার 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পে জরুরি ভিত্তিতে ব্লকে ব্লকে এসসি, এসটি, ওবিসি শংসাপত্র পেতে জমে থাকা আবেদনের দ্রুত নিষ্পত্তি করতে জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে। সরকারি এই বিজ্ঞপ্তিতেই সিঁদুরে মেঘ দেখছে বিজেপি। এই প্রসঙ্গে এদিন মুর্শিদাবাদের কান্দির বিডিওর একটি বিজ্ঞপ্তি সমাজমাধ্যমে পোস্ট করেছেন শুভেন্দু। কান্দির গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে ৮ থেকে ১২ ডিসেম্বর এই শিবির করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

শুভেন্দু ও বিজেপির অভিযোগ, ভোটার তালিকা থেকে লক্ষ লক্ষ মানুষ বাদ যাবে এটা বুঝেই মরিয়া চেষ্টা শুরু করেছে রাজ্য সরকার। কমিশনের কাছে শুভেন্দুর দাবি, ২৪ জুন ২০২৫-এর পরে (এসআইআর ঘোষণার দিন) ইস্যু হওয়া প্রতিটি এ ধরনের জাতিগত শংসাপত্র যেন নিবিড়ভাবে খতিয়ে দেখে কমিশন। আবেদনকারী প্রকৃতই তপশিলি জাতি, উপজাতি বা ওবিসিভুক্ত কি না তা খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রকের সাহায্য নিক কমিশন।

- ■ রাজ্যে এসআইআর-এর ফর্ম জমা শেষ হবে ১১ ডিসেম্বর
- ■ ১৬ ডিসেম্বর খসড়া ভোটার তালিকা প্রকাশিত হবে
- ■ এরপর হবে সন্দেহজনক ভোটারদের তথ্য যাচাইয়ের জন্যে শুনানি
- ■ এই আবহে রাজ্য 'আমাদের পাড়া, আমাদের সমাধান' প্রকল্পে ব্লকে ব্লকে এসসি, এসটি, ওবিসি শংসাপত্র পেতে জমে থাকা আবেদনের দ্রুত নিষ্পত্তি করতে জেলা প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে
- ■ সরকারি এই বিজ্ঞপ্তিতেই সিঁদুরে মেঘ দেখছে বিজেপি

যদিও রাজ্য প্রশাসনের তরফে শুভেন্দু ও বিজেপির দাবিকে 'অমূলক আশঙ্কা' বলে মনে করা হচ্ছে। রাজ্য এসসি, এসটি, ওবিসি দপ্তরের এক আধিকারিকের মতে, 'রাজ্য সরকারের এই উদ্যোগের সঙ্গে এসআইআর-এর কোনও সম্পর্ক নেই। তাছাড়া আইনগতভাবে এ ধরনের শংসাপত্র বিলিতে কারও আপত্তি থাকার কথা নয়। এটি বৈধ না অবৈধ সেটাই প্রধান বিচার্য বিষয় হওয়া উচিত।'

দুই বিএলও'কে শোকজ, নথি যাচাইয়ে জোর

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ৯ ডিসেম্বর : বারুইপুর পূর্বের ৯৪ নম্বর বুথের দুই বিএলও, ইআরও এবং এইআরও-কে শোকজ করল নির্বাচন কমিশন। ৪৮ ঘণ্টার মধ্যে জবাব চেয়েছে কমিশন। ওই বুথের প্রথম বিএলও ছিলেন সোমা সেন। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল, তিনি তৃণমূলের স্থানীয় পদাধিকারী। তাঁকে সরিয়ে দিয়েছিল কমিশন। কিন্তু অভিযোগ, তারপরেও ওই বিএলও কাজ করে যান। পরে নতুন বিএলও হিসেবে যোগ দেন অঙ্গনওয়াড়ি কর্মী দেবী হালদার। তবে কমিশনের নির্দেশ কার্যত অমান্য করেই ইআরও দেবত্তম দত্ত চৌধুরী অভিযুক্ত পুরোনো বিএলওকে কাজ চালিয়ে যেতে দিয়েছেন। এর প্রেক্ষিতেই তাঁদের শোকজ করল কমিশন।

পশ্চিমবঙ্গ সহ ১২ রাজ্যের সিইও ও ভোটার তালিকার কাজে যুক্ত আধিকারিকদের সঙ্গে এদিন ভার্চুয়াল বৈঠক করেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমার ও কমিশনের অন্য আধিকারিক। সেই বৈঠকেই ভুয়ো ভোটারদের এভাবেই সতর্ক করা হয়েছে। এদিকে রাজ্যের পাঁচটি ডিভিশনের জন্য বিশেষ দায়িত্বপ্রাপ্ত ৫ রোল অবজার্ভারের সঙ্গে বুধবার বৈঠক করবেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনি আধিকারিক মনোজ আগরওয়াল।

তাৎপর্যপূর্ণভাবে এদিনই ভোটার নথির ক্ষেত্রে কেন্দ্রীয় ফৌজদারি আইনের ৩৩৭ ধারা উল্লেখ করে ফের সতর্ক করা হয় সংশ্লিষ্ট আধিকারিকদের। নথি যাচাইয়ের ক্ষেত্রে সর্বোচ্চ সতর্কতা অবলম্বন করতে বলা হয়েছে বিএলও এবং ইআরওদের। কমিশনের এই নির্দেশিকায় আতশকাচের নীচে এপিক কার্ড, আধার কার্ড, জন্ম, মৃত্যু, বিবাহের শংসাপত্র সহ সমস্ত নথি। কমিশনের সাফ কথা কমিশনের ডেপুটেশনে থাকা সরকারি কোনও আধিকারিক যদি উদ্দেশ্যপ্রণোদিতভাবে এই ভুল করেন, তাহলে আইন অনুযায়ী শাস্তি পেতেই হবে। এই প্রসঙ্গে বিএনএসের নির্দিষ্ট ধারা উল্লেখ করে কমিশন শাস্তির রূপরেখা কী হতে পারে, তাও জানিয়ে দিয়েছে।

কমল গরমের ছুটি, ক্ষোভ শিক্ষকদের

কলকাতা, ৯ ডিসেম্বর : গরমের ছুটি ১১ থেকে কমিয়ে ৬ দিন ধার্য করল মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। মঙ্গলবার নির্দেশিকা দিয়ে পর্ষদ জানিয়েছে, আগামী শিক্ষাবর্ষে রাজ্যজুড়ে পর্ষদ অনুমোদিত স্কুলগুলিতে গরমের ছুটি চলবে ১১ মে (সোমবার) থেকে ১৬ মে (শনিবার) পর্যন্ত। অবশ্য পুজোর ছুটির জন্য টানা ২৫ দিন বন্ধ থাকবে স্কুল। পর্ষদের এই নয়া নির্দেশিকায় ক্ষোভ বেড়েছে শিক্ষকমহলে। তাঁদের কথায়, পশ্চিমবঙ্গের মতো গ্রীষ্মপ্রধান রাজ্যে গরমের ছুটি কমিয়ে দেওয়া একটা অবাস্তব সিদ্ধান্ত। গত কয়েক বছর ধরে অত্যধিক গরম পড়ে গেলে ছুটি বাড়িয়ে কখনও ২৫ দিন, কখনও ৩০ দিন, কখনও বা দেড়মাস করা হচ্ছে। শিক্ষকদের একাংশের প্রশ্ন, পরবর্তী সময়ে হঠাৎ করে অপরিকল্পিতভাবে গরমের ছুটি না দিয়ে প্রথমেই কেন নির্দিষ্ট দিন ধার্য করা হয় না?

শিক্ষানুরাগী ঐক্যমঞ্চের সাধারণ সম্পাদক কিঙ্কর অধিকারী বলেন, 'আগে যেমন সারা বছরে স্কুলে ৮৫ দিনের ছুটি দেওয়া হত, সেই ছুটি ফিরিয়ে দিলে বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ আঞ্চলিক পরিস্থিতি অনুযায়ী নির্দিষ্ট ছুটি ব্যবহার করতে পারে। তাহলে পঠনপাঠনও ব্যাহত হয় না। রবীন্দ্র জয়ন্তীর দিনও ছুটি দেওয়া হয়েছে। আগে যেভাবে এই দিনটি মর্যাদার সঙ্গে পালিত হত, তা এখন পালন করতে দেওয়া হচ্ছে না কেন?' অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেস-এর তরফে চন্দন মাইতিরও বক্তব্য, 'পুজোর ছুটি কমিয়ে গরমের ছুটি বাড়ানো উচিত। দক্ষিণবঙ্গে যে সময় গরম পড়ে, উত্তরবঙ্গে সেইসময় যথেষ্ট ঠান্ডা থাকে। তবুও পর্ষদের নির্দেশিকা মানার জন্য সেখানকার স্কুলগুলিকে ছুটি দিতে হয়। যাতে গরমের ছুটির নামে প্রহসন চালিয়ে বিশেষ ছুটি বছরের মাঝে আবার দেওয়া যায়, তাই ইচ্ছাকৃতভাবে পর্ষদ এরকম নির্দেশিকা জারি করেছে।'

অবিলম্বে রবীন্দ্র জয়ন্তীর ছুটি বাতিলের দাবিতেও সরব হয়েছেন শিক্ষকরা। অল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের চন্দন গড়াইয়ের মত, 'গরমের ছুটির এই দিনসংখ্যা নির্ধারণ সম্পূর্ণ অবাস্তব।' শিক্ষকদের একাংশের অভিযোগ, এই 'অযৌক্তিক' ছুটির কারণেই দিনের পর দিন সরকারি স্কুলে ভর্তি সংখ্যা কমছে। পঠনপাঠন ব্যাহত হওয়ায় শিক্ষার্থীরা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হতে পারছেন না। বেসরকারি স্কুলের দিকে ঝোঁক যাতে তাঁদের না বাড়ে, সেদিকে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়, শিক্ষামন্ত্রী ব্রাত্য বসু সহ পর্ষদকে নজর দিতে অনুরোধ করেছেন শিক্ষকরা।

চিন্তিত হাইকোর্ট

কলকাতা, ৯ ডিসেম্বর : এসএসসির নতুন নিয়োগ প্রক্রিয়ার সমস্ত তথ্য তৈরি করে রাখতে বলল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি অমৃতা সিনহা মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত মামলার শুনানিতে বলেন, 'আদালতের রায় নিয়ে বিস্তর চর্চা হয়। তাই কমিশন সম্পূর্ণ তথ্য তৈরি রাখুক। তার ওপর ভিত্তি করেই রায় দেবে আদালত। যাতে আগামীদিনে স্বচ্ছ ধারণা দেওয়া যায়।' এই নিয়োগের ভবিষ্যৎ নিয়েও চিন্তিত কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি মন্তব্য করেন, 'আদালতকে এই বিষয়টি ভাবিয়ে তুলছে যে, সময় এগিয়ে আসছে। ৩১ ডিসেম্বর সুপ্রিম কোর্ট সময় বেঁধে দিয়েছে। কী হবে তা কে জানে?' এদিকে গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি-র পুনর্নিয়োগের আবেদনের সময়সীমা ১২ ডিসেম্বর অবধি বাড়িয়েছে স্কুল সার্ভিস কমিশন। তবে কমেনি ওয়েবসাইটের সমস্যা। এসএসসি জানিয়েছে, সার্ভারের সমস্যায় চাকরিপ্রার্থীদের আবেদন করতে অসুবিধা হচ্ছে বলে সময়সীমা বাড়ানোর সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে।

হাওড়া ডিভিসনে নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ

সংযোজনী

হাওড়া ডিভিসনে বর্ধমান-খানা শাখায় খানা স্টেশনে নন-ইন্টারলকিং কাজের জন্য ট্রেন চলাচলে নিয়ন্ত্রণ সংক্রান্ত পূর্বে প্রকাশিত উপরোক্ত শীর্ষাঙ্কিত বিজ্ঞাপনের পরিপ্রেক্ষিতে জানানো হচ্ছে যে উক্ত নন-ইন্টারলকিং কাজটি সম্প্রসারিত হওয়ার কারণে নিম্নলিখিত ট্রেনগুলিও নিম্নরূপে নিয়ন্ত্রিত হবেঃ

• **আপ মেল/এক্সপ্রেস ট্রেনের পথ পরিবর্তন (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.১২.২০২৫):** **১৩০১৭** হাওড়া-আজিমগঞ্জ গণদেবতা এক্সপ্রেস ও **১৩০২৭** হাওড়া-আজিমগঞ্জ কবিগুরু এক্সপ্রেস পথ পরিবর্তন করে ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ হয়ে চলবে এবং নবদ্বীপধাম, কাটোয়া, সালার, খাগড়াঘাট রোড ও লালবাগ কোর্ট রোড স্টেশনেও থামবে। **১৩১৭৫** শিয়ালদহ-শিলচর কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস, **১৩০৫৩** হাওড়া-রাধিকাপুর কুলিক এক্সপ্রেস, **১৩১৬১** কলকাতা-বালুরঘাট তেভাগা এক্সপ্রেস, **১২৩৪৫** হাওড়া-গুয়াহাটি সরাইঘাট এক্সপ্রেস ও **১৩১৪৭** শিয়ালদহ-বামনহাট উত্তরবঙ্গ এক্সপ্রেস পথ পরিবর্তন করে ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আজিমগঞ্জ হয়ে চলবে এবং ব্যান্ডেল, নবদ্বীপধাম, কাটোয়া, সালার, খাগড়াঘাট রোড, লালবাগ কোর্ট রোড, আজিমগঞ্জ ও জঙ্গীপুর রোড স্টেশনেও থামবে। **১৩০১৫** হাওড়া-জামালপুর কবিগুরু এক্সপ্রেস ও **১৩১৮৭** শিয়ালদহ-রামপুরহাট মা তারা এক্সপ্রেস পথ পরিবর্তন করে ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আহমদপুর হয়ে চলবে এবং নবদ্বীপধাম, কাটোয়া ও আহমদপুর স্টেশনেও থামবে। **১২৩৪৭** হাওড়া-রামপুরহাট শহীদ এক্সপ্রেস পথ পরিবর্তন করে ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আহমদপুর হয়ে চলবে এবং ব্যান্ডেল, নবদ্বীপধাম, কাটোয়া ও আহমদপুর স্টেশনেও থামবে। **২২৩২১** হাওড়া-সিউড়ি হুল এক্সপ্রেস পথ পরিবর্তন করে ব্যান্ডেল-কাটোয়া-আহমদপুর হয়ে চলবে এবং নবদ্বীপধাম, কাটোয়া, আহমদপুর ও সাঁইথিয়া স্টেশনেও থামবে। • **ডাউন মেল/এক্সপ্রেস ট্রেনের পথ পরিবর্তন (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.১২.২০২৫):** **১৩০১৮** আজিমগঞ্জ-হাওড়া গণদেবতা এক্সপ্রেস পথ পরিবর্তন করে আজিমগঞ্জ-কাটোয়া-ব্যান্ডেল হয়ে চলবে এবং লালবাগ কোর্ট রোড, খাগড়াঘাট রোড, সালার, কাটোয়া ও নবদ্বীপধাম স্টেশনেও থামবে। **১২৩৬৪** হলদিবাড়ি-কলকাতা ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস, **১৩১৫৪** মালদা টাউন-শিয়ালদহ গৌড় এক্সপ্রেস, **১৩০৫৪** রাধিকাপুর-হাওড়া কুলিক এক্সপ্রেস, **১৩১৬২** বালুরঘাট-কলকাতা তেভাগা এক্সপ্রেস ও **১২৩৪৪** হলদিবাড়ি-শিয়ালদহ দার্জিলিং মেল পথ পরিবর্তন করে আজিমগঞ্জ-কাটোয়া-ব্যান্ডেল হয়ে চলবে এবং জঙ্গীপুর রোড, আজিমগঞ্জ, লালবাগ কোর্ট রোড, খাগড়াঘাট রোড, সালার, কাটোয়া, নবদ্বীপধাম ও ব্যান্ডেল স্টেশনেও থামবে। **১৩০১৬** জামালপুর-হাওড়া কবিগুরু এক্সপ্রেস ও **১৩১৮৮** রামপুরহাট-শিয়ালদহ মা তারা এক্সপ্রেস পথ পরিবর্তন করে আহমদপুর-কাটোয়া-ব্যান্ডেল হয়ে চলবে এবং আহমদপুর, কাটোয়া, ও নবদ্বীপধাম স্টেশনেও থামবে। **১২৩৪৮** রামপুরহাট-হাওড়া শহীদ এক্সপ্রেস পথ পরিবর্তন করে আহমদপুর-কাটোয়া-ব্যান্ডেল হয়ে চলবে এবং আহমদপুর, কাটোয়া, নবদ্বীপধাম ও ব্যান্ডেল স্টেশনেও থামবে। **২২৩২২** সিউড়ি-হাওড়া হুল এক্সপ্রেস পথ পরিবর্তন করে আহমদপুর-কাটোয়া-ব্যান্ডেল হয়ে চলবে এবং সাঁইথিয়া, আহমদপুর, কাটোয়া ও নবদ্বীপধাম স্টেশনেও থামবে। • **আপ মেল/এক্সপ্রেস ট্রেন বাতিল:** **১৩১৭৯** শিয়ালদহ-সিউড়ি মেমু এক্সপ্রেস **(যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.১২.২০২৫)** বাতিল থাকবে। • **ডাউন মেল/এক্সপ্রেস ট্রেন বাতিল:** **১৩১৮০** সিউড়ি-শিয়ালদহ মেমু এক্সপ্রেস **(যাত্রা শুরুর তারিখ ১১.১২.২০২৫)** বাতিল থাকবে। • **মেমু ট্রেন বাতিল: বর্ধমান-আসানসোল (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.১২.২০২৫):** ৬৩৫০৫, ৬৩৫০৭, ৬৩৫১৫, ৬৩৫১৭, ৬৩৫২১, ৬৩৫২৩, ৬৩৫৪৯। **আসানসোল-বর্ধমান (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.১২.২০২৫):** ৬৩৫০৬, ৬৩৫০৮, ৬৩৫১৬, ৬৩৫১৮, ৬৩৫২২, ৬৩৫২৪। **অন্ডাল-বর্ধমান (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.১২.২০২৫):** ৬৩৫৫০। **আসানসোল-অন্ডাল (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.১২.২০২৫):** ৬৩৫৫২। **শিয়ালদহ-গোড্ডা (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.১২.২০২৫):** ৬৩১৪১। **গোড্ডা-শিয়ালদহ (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.১২.২০২৫):** ৬৩১৪২। **বর্ধমান-রামপুরহাট (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.১২.২০২৫):** ৬৩০১১। **রামপুরহাট-বর্ধমান (যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.১২.২০২৫):** ৬৩০১২। • **ট্রেনের সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু এবং সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ:** **৬৩৫০৯** বর্ধমান-ঝাঝা মেমু **(যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.১২.২০২৫)** ও **৬৩৫১৯** বর্ধমান-বোকারো স্টীল সিটি মেমু **(যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.১২.২০২৫)** **আসানসোল** থেকে সংক্ষিপ্ত যাত্রা শুরু করবে। **৬৩৫১০** ঝাঝা-বর্ধমান মেমু **(যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.১২.২০২৫)** ও **৬৩৫২০** বোকারো স্টীল সিটি-বর্ধমান মেমু **(যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.১২.২০২৫)** **আসানসোলে** সংক্ষিপ্ত যাত্রা শেষ করবে। বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ **১৩৪২৭** হাওড়া-সাহেবগঞ্জ ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস **(যাত্রা শুরুর তারিখ ১০.১২.২০২৫)** বর্ধমান ও রামপুরহাটের মধ্যে সকল স্টেশনে থামবে। **বিশেষ দ্রষ্টব্যঃ** স্পেশাল বা দেরিতে চলা ট্রেন এবং ব্লক চলাকালীন নতুনভাবে চালু হওয়া ট্রেন/পার্সেল ট্রেন/টিওডি, যদি থাকে, তাহলে তা পথিমধ্যে উপযুক্তভাবে নিয়ন্ত্রণ/পথ পরিবর্তন করা হবে। যাত্রীদের স্টেশনের পাবলিক অ্যাড্রেস সিস্টেম অনুসরণ করার জন্য অনুরোধ করা হচ্ছে। অসুবিধার জন্য দুঃখিত।

ডিভিসনাল রেলওয়ে ম্যানেজার, হাওড়া

পূর্ব রেলওয়ে

আমাদের অনুসরণ করুন: @EasternRailway @easternrailwayheadquarter

অংশ নিতে পারবেন না ডিএলএড'রা

কলকাতা, ৯ ডিসেম্বর : প্রাথমিকের চলতি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নিতে পারবেন না ২০২৩-২৫ শিক্ষাবর্ষের ডিএলএড প্রশিক্ষণরত পরীক্ষার্থীরা। বৃহস্পতিবার তাঁদের আবেদন খারিজ করে দিল কলকাতা হাইকোর্ট। বিচারপতি বিভাস পট্টনায়ক নির্দেশ দেন, পর্ষদের নিয়ম অনুযায়ী ডিএলএড উত্তীর্ণ হলে তবেই নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়া যাবে। এক্ষেত্রে আবেদনকারীরা টেট উত্তীর্ণ হলেও তাঁদের ডিএলএড সম্পূর্ণ হয়নি।

আবেদনকারীদের অভিযোগ, চলতি বছর জুন মাসে শিক্ষাবর্ষ শেষ হওয়ার কথা থাকলেও তা হয়নি। ফলে চূড়ান্ত ফলাফল প্রকাশিত না হওয়ায় আবেদন জানাতে পারছেন না তাঁরা। তাই দ্রুত ফলাফল প্রকাশের নির্দেশ দিয়ে চলতি নিয়োগ প্রক্রিয়ায় অংশ নেওয়ার সুযোগ করে দিক আদালত। যদিও বিচারপতি মামলাটি খারিজ করেছেন। তবে সময়ের মধ্যে ফলাফল প্রকাশের নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

জমি জটে থমকে চার চেকপোস্ট

নিউজ ব্যুরো

৯ ডিসেম্বর : উত্তরবঙ্গের আন্তর্জাতিক সীমান্তে বাণিজ্য, নিরাপত্তা ও যাতায়াতের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চারটি সমন্বিত চেকপোস্ট ঘোজাডাঙা, ফুলবাড়ি, হিলি ও মহাদিপুর। কিন্তু বছর পেরিয়ে গেলেও সেই প্রকল্পের বাস্তবায়ন আজও থমকে শুধুমাত্র জমি জটিলতায়। লোকসভায় প্রকাশিত কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তথ্যে উঠে এল, ২০১৮ সালে অনুমোদন মিললেও ২০২৩ সালের শেষ পর্যন্ত জমি অধিগ্রহণের সবুজসংকেত দেয়নি পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

ফলে উত্তরবঙ্গের আন্তর্জাতিক সীমান্তে পরিকল্পিত আধুনিক পরিকাঠামো, বাণিজ্যের সম্প্রসারণ ও সীমান্ত নিরাপত্তা ব্যবস্থার উন্নয়ন সবই থমকে।

গোয়ালপোখরের ডাক্তারি পড়ুয়ার মামলায় মন্তব্য বিচারপতির

'সিস্টেমেই লুকিয়ে গলদ'

কলকাতা, ৯ ডিসেম্বর : 'সিস্টেমেই গলদ রয়েছে। সিস্টেম চাইলেও কোনও অদৃশ্য হাত বারবার দরিদ্রদের বিরুদ্ধে কাজ করছে। এরা সিস্টেমের মধ্যেই রয়েছে।' ইসলামপুর থেকে চিকিৎসক হতে আসা এক পড়ুয়ার মামলায় এমনটাই মন্তব্য করলেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি বিশ্বজিৎ বসু।

উত্তর দিনাজপুরের গোয়ালপোখরের বাসিন্দা নাহিদ আলম চলতি বছর নিটে বসে বজবজে জগন্নাথ গুপ্ত ইনস্টিটিউট অফ মেডিকেল সায়েন্স অ্যান্ড হসপিটালে ভর্তির সুযোগ পান। রাজ্যের অনুমোদিত বেসরকারি কলেজটিতে ভর্তি ও পড়াশোনার জন্য ২৫ লক্ষ টাকা ধার্য ছিল। কিন্তু বজবজে গিয়ে তিনি জানতে পারেন টাকা জমা দিতে হবে এসএসকেএম-এ। সেখানে গিয়ে তিনি জানতে পারেন যে পড়াশোনার ফি বাবদ ধার্য ২৫ লক্ষ টাকা তাঁকে একলপ্তে ড্রাফটে দিতে হবে। কিন্তু নাহিদের পরিবারের কাছে পুরো টাকার সংস্থান না থাকায় তাঁরা চেকে ১০ লক্ষ টাকা দিয়ে আসনটি সংরক্ষণ করে রাখতে চান। ইসলামপুর থেকে আরও কয়েক কিলোমিটার দূরে নাহিদের বাড়ি। দরিদ্র কৃষক পরিবারের নাহিদ চিকিৎসক হওয়ার স্বপ্ন নিয়ে এসেছেন। এই প্রসঙ্গেই বিচারপতি বলেন, 'কৃষক পরিবারের সন্তানের স্বপ্ন এভাবে নষ্ট হতে দেওয়া যায় না।'

নাহিদের অভিযোগ, এককালীন ওই টাকা দিতে না পারায় তাঁকে ভর্তি নেওয়া হয়নি। তারপরই আদালতের দ্বারস্থ হয়েছেন তিনি। তাঁর আইনজীবী

সুপ্রতীক রায় বলেন, 'ইসলামপুর থেকেও আরও অনেক ভিতরে ওর বাড়ি। কলকাতায় আসতে প্রচুর সময় লাগে। বিষয়টি মানবিক দিক থেকে বিবেচনা করা হোক।' বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'সিস্টেমে সাহায্যের আশ্বাস থাকলেও কয়েকজনের জন্য সেটা সম্ভব হয় না। কৃষক পরিবারের সন্তানের চিকিৎসক হতে বাধা কোথায়? আগামী দিনে এই ছাত্র দেশের নাম করা চিকিৎসক হতে পারেন।' বৃহস্পতিবার ড্রাফটের কাগজপত্র সহ যাবতীয় নথি আদালতে নিয়ে আসার নির্দেশ দিয়েছেন বিচারপতি। ওইদিনই নির্দেশ দেবেন তিনি। এই বিষয়ে নাহিদ উত্তরবঙ্গ সংবাদকে বলেন, 'ছোট থেকে অত্যন্ত কষ্ট করে বড় হয়েছি। এখনও সেভাবেই দিন কাটে। পুরো টাকা জোগাড় করে উঠতে পারিনি। মাত্র ১৫ লক্ষ টাকা এখনও পর্যন্ত জোগাড় হয়েছে।'

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২০১ সংখ্যা, বুধবার, ২৩ অগ্রহায়ণ ১৪৩২

সংঘাতের নয়া ফ্রন্ট

কেন্দ্র-রাজ্যের সমন্বয় শব্দটি অনেকদিন থেকে কার্যত অর্থহীন হয়ে গিয়েছে। অথচ যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোয় এই সমন্বয় অত্যন্ত জরুরি। সংবিধানে সেই সমন্বয়ের খুঁটিনাটি লিপিবদ্ধ আছে। কিন্তু সমন্বয়ের বদলে কেন্দ্র-রাজ্যের সম্পর্ককে ক্রমশ বিষিয়ে দেওয়া হচ্ছে। এই বিষিয়ে দেওয়ায় আছে সংকীর্ণ দলীয় তাগিদ। যে তাগিদের পিছনে সামগ্রিকভাবে দেশের স্বার্থ থাকছে না, থাকছে দলের ক্ষমতাসীন হওয়ার লোভ এবং পারস্পরিক বৈরিতা।

বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের সঙ্গে কেন্দ্রীয় সরকারের সম্পর্কে এখন সমন্বয় শব্দটি প্রায় খুঁজে পাওয়া যাবে না। এই সংঘাত বামফ্রন্ট সরকার বনাম কেন্দ্র ছিল। কিন্তু একদিকে তৃণমূল জমানা, অন্যদিকে নয়াদিল্লিতে বিজেপি রাজত্বে প্রতি ইঙ্গিতে সেই দ্বন্দ্ব চরমাকার নিয়েছে। একের পর এক সরকারি প্রকল্পকে কেন্দ্র করে, কেন্দ্রের বিভিন্ন পদক্ষেপকে কেন্দ্র করে, নানাবিধ দুর্নীতি-অনিয়মের অভিযোগে এবং নানা ছুতোয়-নাতায় সংঘাত তীব্র থেকে তীব্রতর হয়েছে।

পরিস্থিতি এমন হয়েছে যে, রাজ্যের শাসকদলের প্রতিনিধিরা তো বটেই, বাংলার মন্ত্রীদের এড়িয়ে চলেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীরা। চাইলেও দেখা করার সময় দেওয়া হয় না। ডেপুটেশন দিতে গেলে কেন্দ্রের নির্দেশে দিল্লির পুলিশ এরাজ্যের জনপ্রতিনিধিদের তুলে নিয়ে যায় থানায়। এই পরিবেশ কেন্দ্র-রাজ্যের মধ্যে কোনওভাবে সুস্থ সম্পর্কের পরিচায়ক নয়। এই আবহে নতুন সংঘাতের পথ খুলে দিলেন বাংলার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সংঘাত সীমান্তে। তবে বিদেশি শত্রুর সঙ্গে নয়, পুলিশ ও বিএসএফের মধ্যে।

কোচবিহারে প্রশাসনিক সভার মঞ্চ থেকে সীমান্তে ছোবল না দিলেও কার্যত ফোঁস করার নির্দেশ দিয়েছেন পুলিশকে। বিএসএফ শব্দটি উচ্চারণ করেননি বটে। কিন্তু তাঁর ভাষণের ছত্রে ছত্রে নিশানা ছিল এই আধা সামরিক বাহিনীই, যারা সীমান্ত সুরক্ষার কাজে দিনরাত মোতায়েন থাকে। সীমান্ত থেকে দেশের মধ্যে কতটা এলাকা বিএসএফের এক্তিয়ারে পড়ে, তা নিয়ে কেন্দ্র-রাজ্য বিবাদ নতুন নয়। সেই বিবাদে নতুন করে ঘি ঢাললেন মুখ্যমন্ত্রী।

নির্দিষ্ট করে তিনি পুলিশকে সীমান্তে কারও মাতব্বরি বা হস্তক্ষেপ না মানার জন্য নির্দেশ দিলেন। ভয় (পড়ুন বিএসএফকে) না পেয়ে ‘প্রো-অ্যাক্টিভ’ হতে বললেন পুলিশকে। এই নির্দেশের অর্থ কেন্দ্র ও রাজ্যের অধীন দুই সুরক্ষা বাহিনীর মধ্যে সন্দেহের, বৈরিতার বাতাবরণ তৈরি করে দেওয়া। যদিও তিনি যে যে অভিযোগের কারণে বিএসএফের কার্যকলাপ কার্যত ঠেকানোর নির্দেশ দিয়েছেন, তার মধ্যে কিছু ক্ষেত্রে যৌক্তিকতা আছে।

যেমন, গত কয়েক মাস ধরে কিছু লোককে ধরে বাংলাদেশে পুশব্যাক করার প্রক্রিয়া চলছে বিএসএফের মাধ্যমে। যদিও আইনি পুশব্যাক-এর নিয়ম না মেনেই চলছে এই প্রক্রিয়া। অনেক ক্ষেত্রে বাংলাদেশের সীমান্ত সুরক্ষায় নিযুক্ত বিজিবি’র হাতে তুলে না দিয়ে রাতের অন্ধকারে কিছু লোককে কাঁটাতারের বেড়ার ওপারে ঠেলে দিচ্ছে বিএসএফ। আবার উত্তর ২৪ পরগনার হাকিমপুরে যে পদ্ধতিতে প্রায় রোজ কিছু লোককে ওপারে চলে যেতে দেওয়া হচ্ছে, তা রহস্যজনক। কেন না, ওই পদ্ধতির কোনও আইনি সংস্থান নেই।

বিএসএফ নিঃসন্দেহে এই প্রক্রিয়া চালাচ্ছে কেন্দ্রের নির্দেশে। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণ ও তত্ত্বাবধানে এরকম আধা সামরিক বাহিনীগুলি কাজ করে থাকে। ফলে এরকম পুশব্যাক একদিকে যেমন আইন লঙ্ঘন করছে, তেমনই অন্যদিকে এই পদক্ষেপ পুরোপুরি মানবতা বিরোধী। আদালতের নির্দেশ ছাড়া পুশব্যাক-এর কোনও বৈধতা থাকার কথা নয়।

অবশ্যই যে কোনও নিয়ম বহির্ভূত কার্যকলাপের প্রতিবাদ করা উচিত। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সেই প্রতিবাদটিই করছেন। কিন্তু যে পদ্ধতিতে করছেন, তা দেশের শত্রুর সঙ্গে আচরণের শামিল। সীমান্ত সুরক্ষায় নিযুক্ত একটি কেন্দ্রীয় বাহিনীর সঙ্গে রাজ্য পুলিশকে দ্বন্দ্বে জড়িয়ে দেওয়ার এই বার্তা কেন্দ্র-রাজ্য সমন্বয়ের পরোয়া করে না। বরং তিক্ততা কয়েকগুণ বাড়িয়ে দেয়। সংঘাতের যে নতুন ফ্রন্ট মমতা খুলে দিলেন, তাতে দেশের দুই বাহিনীর তিক্ততা সীমান্তে জটিলতা তৈরি করবে।

অমৃতধারা

নিজকর্মের ফল প্রাপ্তির জন্য অধৈর্য হওয়া অর্থাৎ অপরিপক্ক ফল খাওয়ার চেষ্টায় নিয়োজিত হওয়া। সুযোগ যদি বা একটি হারাও, তাতে ভারাক্রান্ত হয়ে রোদন না করে দৃষ্টি স্বচ্ছ রাখ, যাতে পরবর্তী সুযোগ হাতছাড়া না হয়। যে বিনীতভাবে সর্বপরিস্থিতিতে মানিয়ে নিতে পারে সে মহৎগুণের অধিকারী। কুটিল মনোভাবাপন্ন ব্যক্তি কখনও সত্যিকারের শান্তি পায় না। সৎব্যক্তি নিজেকে নিয়ে সন্তুষ্ট যেমন থাকে, অন্যেরাও তার সংস্পর্শে সন্তুষ্ট থাকে। চরিত্রবান হওয়াই যেকোনও কঠিন সামাজিক, রাষ্ট্রীয় বা আন্তঃরাষ্ট্রীয় সমস্যার একমাত্র সমাধান। চরিত্র যেখানে নেই সেখানে যথার্থ কোনও সম্মানও নেই। কাজে যার যথার্থ নিষ্ঠা আছে, তার কথায়, চিন্তায়, কর্মে আত্মবিশ্বাস ফুটে উঠবে। ঈশ্বর ও সময় এই দুই-ই শ্রেষ্ঠ উপশমকারী।

- ব্রহ্মকুমারী

উড়ান, অর্থনীতি ও ‘বন্দে মাতরম’!

বিমান পরিষেবা বিপর্যস্ত, অর্থনীতি ধুঁকছে। অন্যদিকে, সরকার হঠাৎ করেই ‘বন্দে মাতরম’ নিয়ে ব্যস্ত হয়েছে।

শুভময় মুখোপাধ্যায়

ম্যাজিশিয়ান যখন মঞ্চে খেলা দেখান, তখন তাঁর বাম হাতের কারসাজিতে আমরা মুগ্ধ হয়ে থাকি, আর সেই ফাঁকেই ডান হাত দিয়ে তিনি আসল কাজটা সেরে ফেলেন। রাজনীতির ময়দানে এই ‘জাদুবিদ্যা’ বা ‘আর্ট অফ ডিসট্র্যাকশন’-এর জুড়ি মেলা ভার। বর্তমান ভারতের পরিস্থিতি যেন সেই জাদুকরের মঞ্চের মতোই। একদিকে দেশের অর্থনীতি ধুঁকছে, টাকার দাম সর্বকালের তলানিতে, বিমান পরিষেবা ভেঙে পড়েছে, লালকেল্লার মতো সুরক্ষিত অঞ্চলে বিস্ফোরণ ঘটছে- আর অন্যদিকে, সরকার হঠাৎ করেই ১৫০ বছরের পুরোনো একটি গান, ‘বন্দে মাতরম’ নিয়ে সংসদ তোলপাড় করছে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং- সকলেই এখন ‘বন্দে মাতরম’-এর ইতিহাস এবং তার প্রতি অবিচার নিয়ে সরব। প্রশ্নটা গানের মাহাত্ম্য নিয়ে নয়, প্রশ্নটা হল-এখনই কেন? যখন দেশের মানুষ বিমানবন্দরে আটকে হাহাকার করছেন, যখন মুদ্রাস্ফীতির জাঁতাকলে মধ্যবিত্ত পিষ্ট, তখন হঠাৎ করে এই ‘জাতীয়তাবাদ’-এর হাইপ কি কেবলই কাকতালীয়, নাকি জ্বলন্ত সমস্যাগুলো থেকে নজর ঘোরানোর এক সুপরিকল্পিত চিত্রনাট্য?

আকাশের বুকে অরাজকতা

ডিসেম্বর মাসের শুরু থেকেই ভারতের আকাশপথ যেন নরকে পরিণত হয়েছে। দেশের বৃহত্তম বিমান সংস্থা ‘ইন্ডিগো’ গত কয়েকদিনে ৪,০০০-এর বেশি ফ্লাইট বাতিল করেছে। দিল্লি, মুম্বই, বেঙ্গালুরু- দেশের প্রতিটি বড় বিমানবন্দরে যাত্রীদের হাহাকার, কান্না আর ক্ষোভের ছবি দেখা যাচ্ছে। পাইলটদের ডিউটি সময় নিয়ে নতুন নিয়ম এবং ব্যবস্থাপনার চূড়ান্ত ব্যর্থতায় হাজার হাজার মানুষ উৎসবের মরশুমে মাঝপথে আটকে।

সরকার কী করছে? ডিজিসিএ কেবল শোকজ নোটিশ পাঠিয়েই খালাস। যাত্রীদের ক্ষতিপূরণের কোনও সুরাহা নেই, টিকিটের দাম আকাশছোঁয়া। অথচ, এই চরম অব্যবস্থা নিয়ে সংসদে প্রধানমন্ত্রীর কোনও স্বতঃপ্রণোদিত বিবৃতি শোনা গেল না। যে ‘উড়ান’ প্রকল্পের গর্ব সরকার করে, সেই ডানা ভাঙা পাখি নিয়ে আলোচনা না করে, সংসদ ব্যস্ত হয়ে পড়ল ১৯০৫ সালে কে কী গান গেয়েছিল, তা নিয়ে। সাধারণ মানুষ যখন বাড়ি ফিরতে পারছেন না, তখন তাদের শোনানো হচ্ছে ইতিহাসের পাঠ।

টাকার পতন ও ডলারের দাপট

অর্থনীতির চাকা যে উলটো পথে ঘুরছে, তার বড় প্রমাণ টাকার দামে ধস। ডলারের বিপরীতে টাকার দাম ৯০-এর কোঠা ছুঁইছুঁই। এর ফলে কী হচ্ছে? বিদেশ থেকে আমদানি করা তেল, ভোজ্য তেল, ইলেক্ট্রনিক্স- সবকিছুর দাম বাড়ছে। মধ্যবিত্তের পকেটে টান পড়ছে।

তার ওপর দোসর হয়েছে আমেরিকার নতুন কর নীতি। ডোনাল্ড ট্রাম্পের নেতৃত্বাধীন মার্কিন প্রশাসন ভারতের টেক্সটাইল, গয়না, সমুদ্রজাত খাবার এবং অন্যান্য রপ্তানি দ্রব্যের ওপর প্রায় ৫০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়েছে। এর জেরে ভারতের রপ্তানি বাণিজ্যে ধস নামার আশঙ্কা। লক্ষ লক্ষ মানুষ যাঁরা এই সব ছোট ও মাঝারি শিল্পে কাজ করেন, তাঁদের

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং- সকলেই এখন ‘বন্দে মাতরম’-এর ইতিহাস এবং তার প্রতি অবিচার নিয়ে সরব। প্রশ্নটা গানের মাহাত্ম্য নিয়ে নয়, প্রশ্নটা হল- এখনই কেন? যখন দেশের মানুষ বিমানবন্দরে আটকে হাহাকার করছেন, যখন মুদ্রাস্ফীতির জাঁতাকলে মধ্যবিত্ত পিষ্ট, তখন হঠাৎ করে এই ‘জাতীয়তাবাদ’-এর হাইপ কি কেবলই কাকতালীয়, নাকি জ্বলন্ত সমস্যাগুলো থেকে নজর ঘোরানোর এক সুপরিকল্পিত চিত্রনাট্য?

চাকরি নিয়ে টানাটানি। অথচ, সরকার এই ‘অর্থনৈতিক যুদ্ধ’ মোকাবিলার কোনও রোডম্যাপ দিচ্ছে না। উলটে, মানুষকে ব্যস্ত রাখা হচ্ছে আবেগতাড়িত ইস্যুতে। টাকা যখন দুর্বল হয়, তখন কি কেবল স্লোগান দিয়ে পেট ভরে?

সুরক্ষার ফাটল ঢাকতে আবেগের প্রলেপ?

জাতীয়তাবাদের সবচেয়ে বড় স্তম্ভ হল জাতীয় নিরাপত্তা। অথচ খোদ রাজধানী দিল্লির বুকে, লালকেল্লার মতো অতি সুরক্ষিত এলাকায় নভেম্বরে ঘটে যাওয়া বিস্ফোরণটি এখনও এক রহস্য। এই ঘটনা আমাদের গোয়েন্দা ব্যর্থতাকে নগ্ন করে দিয়েছে। যখন দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বা প্রতিরক্ষামন্ত্রীর এই নিরাপত্তা ব্যর্থতা নিয়ে জবাবদিহি করার কথা, তখন তারা ব্যস্ত ‘বন্দে মাতরম’ বিতর্কে বিরোধীদের কোণঠাসা করতে। লালকেল্লার ঘটনা যদি জনসাধারণের স্মৃতিতে গেঁথে যায়, তবে সরকারের ‘মজবুত ভারত’-এর ভাবমূর্তি ক্ষুণ্ণ হবে। তাই কি তড়িঘড়ি ‘বন্দে মাতরম’-এর মতো সংবেদনশীল ইস্যুকে সামনে এনে আলোচনার অভিমুখ ঘুরিয়ে দেওয়া হল? নিরাপত্তা যখন প্রশ্নের মুখে, তখন দেশপ্রেমের গান গেয়ে সেই ছিদ্র ঢাকার চেষ্টা কি খুব বুদ্ধিমানের কাজ?

মেরুকরণের রাজনীতি ও পশ্চিমবঙ্গের নির্বাচন

রাজনীতির কারবারিরা বলছেন, এই হঠাৎ জেগে ওঠা ‘বন্দে মাতরম’ প্রীতির পেছনে রয়েছে আসন্ন নির্বাচন। সামনেই পশ্চিমবঙ্গের বিধানসভা ভোট। বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের বাংলা এবং ‘বন্দে মাতরম’ স্লোগান- এই আবেগকে কাজে লাগিয়ে মেরুকরণের রাজনীতিকে উসকে দেওয়াই কি লক্ষ্য?

সংসদে দাঁড়িয়ে প্রধানমন্ত্রী অভিযোগ করেছেন, কংগ্রেস তোষণের রাজনীতির জন্য ‘বন্দে মাতরম’-কে খণ্ডিত করেছে। প্রতিরক্ষামন্ত্রী রাজনাথ সিং বলেছেন, যারা অখণ্ড ভারতকে ভয় পেত, তারাই এই গানের বিরোধিতা করেছিল। হঠাৎ করে ইতিহাস খুঁড়ে এই ‘পাপ’ ও ‘পুণ্য’-এর বিচার কেন? কারণ, উন্নয়ন বা কর্মসংস্থানের নিরিখে ভোট চাওয়া কঠিন হয়ে পড়ছে। তাই ফের সেই চেনা ছক-আবেগ, ধর্ম, এবং উগ্র জাতীয়তাবাদ।

আফিমের নেশা আর কতদিন?

কার্ল মার্কস বলেছিলেন, ধর্ম হল আফিমের মতো। আজকের ভারতে উগ্র জাতীয়তাবাদ সেই নতুন আফিম। যখনই দেশে কোনও বড় সংকট দেখা দেয়- হোক তা বেকারত্ব, মুদ্রাস্ফীতি বা প্রশাসনিক ব্যর্থতা- সরকার তখনই জনগণের হাতে ধরিয়ে দেয় কোনও না কোনও আবেগের ঝুমঝুমি। কখনও তা পাকিস্তান, কখনও মন্দির-মসজিদ, আবার কখনও বা ‘বন্দে মাতরম’।

‘বন্দে মাতরম’ আমাদের গর্ব, আমাদের স্বাধীনতার মন্ত্র। কিন্তু যখন সেই মন্ত্রকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে দেশের জ্বলন্ত সমস্যাগুলোকে আড়াল করা হয়, তখন তা আর দেশপ্রেম থাকে না, হয়ে দাঁড়ায় রাজনৈতিক ভণ্ডামি। বিমান যখন ওড়ে না, টাকা যখন ডোবে, সীমান্তে বা রাজধানীর বুকে যখন বিস্ফোরণ ঘটে-তখন কেবল গান গেয়ে সমস্যার সমাধান হবে না।

জনগণকে আজ প্রশ্ন করতে হবে- আমরা কি কেবল আবেগের ফানুস দেখব, নাকি রুটিরুজি আর সুরক্ষার জবাব চাইব? জাদুকরের ডান হাতের দিকে তাকিয়ে থেকে বাম হাতের ব্যর্থতাগুলো ভুলে গেলে, আখেরে ক্ষতি কিন্তু এই দেশেরই।

(লেখক রাজনৈতিক বিশ্লেষক)

আজ

১৮৭০

আজকের দিনে জন্ম স্বনামধন্য ইতিহাসবিদ স্যর যদুনাথ সরকারের।

১৯৯৮

আজকের দিনে প্রয়াত হন স্বাধীনতা সংগ্রামী কিরণময় সেন।

আলোচিত

মোদিজিকে যেমন সাপোর্ট করার লোক আছে, তেমনই মুসলমানদের মানসম্মান রক্ষার লোকও আছে ভারতে। ’২৬-এর ভোটে তৃণমূল বা বিজেপি- কেউ সংখ্যাগরিষ্ঠতা পাবে না। সরকার গড়তে হলে আমাকেই দরকার হবে। মুখ্যমন্ত্রী যিনিই হোন, আমাকে নিয়েই সরকার গড়তে হবে।

- হুমায়ুন কবীর

ভাইরাল/১

পুরোহিত মন্ত্রোচ্চারণ করে চলেছেন। বিয়ের পিঁড়িতে বসা পাত্রের সেদিকে কান নেই। তিনি তখন হাতে ধরা মোবাইল ফোনে বিরাট কোহলির ব্যাটিং দেখতে ব্যস্ত। ভিডিও দেখে একজনের মন্তব্য, ‘বিয়ে তো হবেই, বিরাটের ব্যাটিং মিস না হলেই হল।’

ভাইরাল/২

আমেরিকার গ্যাটলিনবার্গে ক্রিসমাস প্যারেড চলছে। চারপাশে লোকজন। হঠাৎই হেলতেদুলতে এক ভালুক সেখানে এসে হাজির। পাশেই থাকা গ্রেট স্মোকি মাউন্টেনস ন্যাশনাল পার্ক থেকে ভালুকটি সেখানে চলে এসেছিল বলে মনে করা হচ্ছে। প্রাণীটি অবশ্য কারও কোনও ক্ষতি করেনি।

জনমন

জনমত

আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবসে আমাদের আশা

১০ ডিসেম্বর আন্তর্জাতিক মানবাধিকার দিবস। এই দিনটি বিশ্বব্যাপী সকল মানুষের অন্তর্নিহিত অধিকার এবং মর্যাদা সম্পর্কে সচেতনতা বাড়ানোর জন্য উৎসর্গীকৃত, যা জাতি, ধর্ম, লিঙ্গ বা অন্য কোনও ভেদাভেদ ছাড়াই প্রযোজ্য।

আমরা প্রায়ই পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে মানবাধিকার লঙ্ঘনের কথা শুনে থাকি। মানুষ হিসাবে খেয়েপরে বেঁচে থাকা, স্বাধীনভাবে চলাফেরা, কথা বলা, মতামত প্রকাশ ইত্যাদি সবই সেই অধিকারের প্রাথমিক শর্ত। কিন্তু আজ সোমালিয়া, লিবিয়া, মায়ানমার, মধ্যপ্রাচ্যের বেশ কিছু দেশ, পাকিস্তান, এমনকি গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের আকরভূমি ভারতের বিরুদ্ধেও এই মানবাধিকার লঙ্ঘনের অভিযোগ প্রায়ই শোনা যায়। মানবাধিকার কী, কীভাবে এই অধিকার অর্জন করা যায়- এইসব বিষয়ের ওপর সঠিক জ্ঞানার্জন না হলে অধিকার হরণের ঘটনা ক্রমশ বাড়বেই।

মানুষের অধিকার দুই ধরনের- একটি সাপেক্ষ এবং অপরটি নিরপেক্ষ। নিরপেক্ষ অধিকার আর জন্মগত অধিকার প্রায় সমার্থক। এই অধিকারের আওতায় পড়ে সুস্থভাবে বাঁচা ও বাড়ার অধিকার, আশ্রয়, মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা ইত্যাদি। কিন্তু দেখা যায়, এইসব অধিকারে মানুষের চিরকালের বঞ্চনা। অন্যদিকে, সাপেক্ষ অধিকার অর্জন করতে হয়।

মানব উন্নয়ন তথা মানবাধিকারের প্রশ্নে ভারতের স্থান ১৩৪তম। এটা নিশ্চয়ই আশাব্যঞ্জক নয়। অর্থাৎ ভারতের কোটি কোটি মানুষ যে আজও মানুষের প্রাথমিক অধিকার থেকে বঞ্চিত সেটা নিশ্চয়ই শত্রুপক্ষের কালিমা লেপনের চেষ্টা বলে এড়িয়ে গেলে চলবে না। কারণ, মনে রাখতে হবে, মানুষের জীবনের মানের উন্নয়নের মধ্যেই নিহিত আছে মানবাধিকারের প্রশ্নের সঠিক সমাধান।

মানুষের মানবাধিকার রক্ষা করতে হলে আইনের শাসন প্রতিষ্ঠা এবং তার সঠিক প্রয়োগ, বৈষম্য দূরীকরণ, শিক্ষা ও সচেতনতা বৃদ্ধি এবং শক্তিশালী জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলতে হবে। যেখানে সরকার ও নাগরিক সমাজ উভয়ই দায়িত্বশীল ভূমিকা পালন করবে, যাতে জীবন, স্বাধীনতা, সমতা এবং মৌলিক অধিকারগুলি সকলের জন্য নিশ্চিত হয়।

চারদিকে মানবাধিকার লঙ্ঘনের এতসব অভিযোগ সত্ত্বেও আমাদের আশাবাদী হতে হবে। একদিন মানুষে মানুষে সমান অধিকারের বোধ জাগ্রত হবে। কোনও মানুষের জন্য কোনও মানুষের দুঃখ ঘটবে না। কারও ক্রন্দন আকাশ-বাতাসকে ভারী করে তুলবে না। মানবাধিকার দিবসে এই আশাই আমাদের ভবিষ্যতের পাথেয় হোক।

কিরণ মজুমদার (সিন্টু)
১ নম্বর ডাবগ্রাম কলোনি, শিলিগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com,
Website : http://www.uttarbangasambad.in

অস্তিত্ব রক্ষায় হাতিয়ার বিদেশি ভাষা

কাজের বাজারে পুঁথিগত বিদ্যা যথেষ্ট নয়। বিদেশি ভাষায় দক্ষ প্রার্থীরা অন্যদের চেয়ে কয়েক যোজন এগিয়ে।

সৌরদীপ্ত সিংহ

সকালে ক্লাসে যাওয়ার পথে বিড়বিড় করছি- ‘bonjour’, ‘liberté’, ‘d’accord’। হাতে আমার স্নাতকোত্তরের নোটখাতা, আর মাথার ভেতরে ঘুরপাক খাচ্ছে হাজার মাইল দূরের এক অচেনা দেশের ভাষা। দৃশ্যটি খুব সাধারণ মনে হতে পারে, কিন্তু এই দুই পৃথিবীর মাঝখানে দাঁড়িয়ে আমি প্রতিদিন নতুন করে বুঝতে শিখছি। অনেকেই ভ্রূ কুঁচকে প্রশ্ন করেন, ‘পড়াশোনার এত চাপের মধ্যে আবার বিদেশি ভাষা? এত কষ্ট করে কী হবে?’ আমি তখন উত্তর দিই না, শুধু ভাবি, হয়তো এই নতুন ভাষাই একদিন জট পাকানো কেরিয়ারের রাস্তায় নতুন কোনও দরজা খুলে দেবে।

বর্তমান চাকরির বাজারের দিকে তাকালে একটি রূঢ় বাস্তবতা চোখে পড়ে। প্রথাগত স্নাতকোত্তর বা উচ্চতর ডিগ্রি এখন আর নিরাপদ ভবিষ্যতের নিশ্চয়তা দিতে পারছে না। কর্মসংস্থানের তীব্র সংকট এবং প্রতিযোগিতার বাজারে শুধু পুঁথিগত বিদ্যা যথেষ্ট নয়। নিয়োগদাতারা এখন খোঁজেন ‘অতিরিক্ত দক্ষতা’ বা ‘ভ্যালু এডিশন’। ঠিক এই জায়গাটিতেই বহুভাষাবিদ বা বিদেশি ভাষায় দক্ষ প্রার্থীরা অন্যদের চেয়ে কয়েক যোজন এগিয়ে থাকছেন।

বিশ্বায়নের ফলে বাণিজ্যের সীমানা বিলুপ্ত হয়েছে। একটি স্থানীয় কোম্পানিও আজ আন্তর্জাতিক ক্লায়েন্টদের সঙ্গে কাজ করছে। আউটসোর্সিং, পর্যটন, আন্তর্জাতিক এনজিও, বিদেশি দূতাবাস, অনলাইন শিক্ষা কিংবা বহুজাতিক সংস্থার মতো ক্ষেত্রগুলিতে ইংরেজি ছাড়াও ফরাসি, স্প্যানিশ, ম্যান্ডারিন

- এআই

বা জার্মান ভাষার চাহিদা আকাশচুম্বী। সুতরাং, ভাষা এখন আর শুধু ভাববিনিময়ের মাধ্যম নয়, এটি এখন সরাসরি ‘অর্থনৈতিক পুঁজি’।

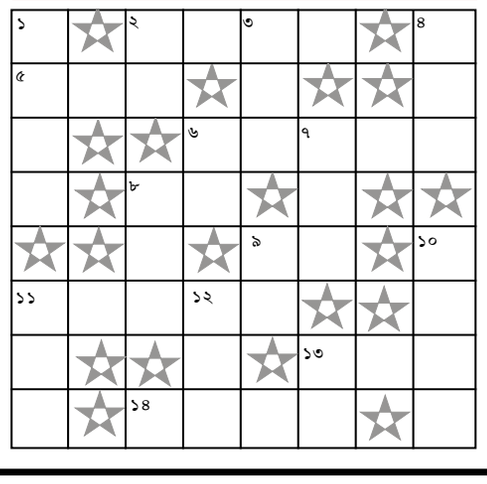

ভাষার প্রভাব কেবল অর্থনীতির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, এর একটি গভীর মনস্তাত্ত্বিক ও দার্শনিক দিকও রয়েছে। ভাষাবিজ্ঞানীরা বলেন, প্রতিটি ভাষাই একটি ভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি বহন করে। যখন কেউ একটি নতুন ভাষা শেখে, সে আসলে নতুন একটি সংস্কৃতির লেন্স দিয়ে পৃথিবীকে দেখতে শেখে। উদাহরণস্বরূপ, ফরাসি বা জার্মান ভাষার শব্দভাণ্ডার ও বাক্যগঠন যে ধরনের চিন্তাশৈলী দাবি করে, তা একজন শিক্ষার্থীর চিন্তার জগৎকে প্রসারিত করে। এটি মস্তিষ্কের নমনীয়তা বাড়ায় এবং সমস্যা সমাধানের দক্ষতা তীক্ষ্ণ করে।

অনেকের মনে একটি অমূলক আশঙ্কা কাজ করে যে, বিদেশি ভাষার চর্চা হয়তো নিজের মাতৃভাষা বা সংস্কৃতিকে গ্রাস করে ফেলবে। কিন্তু বাস্তবতা তার বিপরীত। রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে আধুনিক যুগের চিন্তাবিদ, সবাই দেখিয়েছেন যে, অন্য ভাষার সাহিত্যের সঙ্গে পরিচিত হলে নিজের ভাষার শক্তি ও দুর্বলতাগুলি আরও স্পষ্টভাবে ধরা দেয়। তুলনামূলক সাহিত্য বা সংস্কৃতির পাঠ নিজের শেকড়কে দুর্বল করে না, বরং বিশ্বমঞ্চে নিজের সংস্কৃতিকে আরও জোরালোভাবে উপস্থাপন করতে শেখায়। এটি আত্মপরিচয় বিসর্জন দেওয়া নয়, বরং আত্মপরিচয়কে বৈশ্বিক প্রেক্ষাপটে বিস্তৃত করা।

বর্তমান সময়ের অনিশ্চয়তা ও প্রতিযোগিতাকে জয় করতে হলে তরুণ প্রজন্মকে ‘বিশ্বনাগরিক’ হয়ে উঠতে হবে। আর সেই বিশ্বনাগরিক হয়ে ওঠার পাসপোর্টের নামই হল বিদেশি ভাষা। ডিগ্রির ফাইলের পাশে ভাষাগত দক্ষতার সনদটিই হয়তো আগামীদিনে তরুণদের জন্য সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত উন্মোচন করবে। তাই বিদেশি ভাষা শেখার বিষয়টিকে এখন আর পাঠ্যবইয়ের বাইরের কিছু ভাবার সুযোগ নেই, এটি এখন সময়ের সবচেয়ে বড় দাবি।

(লেখক স্নাতকোত্তর স্তরের পড়ুয়া। শিলিগুড়ির বাসিন্দা।)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩১৪

পাশাপাশি : ২। পড়ুয়ারা যেখানে একসঙ্গে থাকে ৫। তরল ধাতু ৬। যার পেট চালানোর সম্বল নেই ৮। যা এখনও হয়নি তবে হবে ৯। সাধারণ জনতা অথবা ফলের নাম ১১। ভীষণ অত্যাচারী এবং নিষ্ঠুর ইতিহাসের শাসক ১৩। মুসলমান পণ্ডিত এবং কোরান বিশেষজ্ঞ ১৪। সমান জায়গা।

উপর-নীচ : ১। অসমর্থ ২। ঘরের ওপরে থাকে ৩। বনজঙ্গল ৪। প্রদীপ জ্বালাতে লাগে ৬। আকন্দ ফলের যে অংশ হাওয়ায় ওড়ে ৭। যে ঘরে পুরুষদের ঢোকা বারণ ৮। হঠাৎ আসা বান ৯। অন্তরাল ১০। বোকামি বা ঝঞ্ঝাট ১১। সুতো জড়িয়ে রাখার কাঠের বস্তু ১২। নিষিদ্ধ বস্তু ১৩। ভেড়ার লোম দিয়ে তৈরি সুতো।

সমাধান ■ ৪৩১৩

পাশাপাশি : ১। কালপাদ ৩। তাড়না ৫। সাজসাজরব ৬। দাদরা ৭। রায়তা ৯। কুলপুরোহিত ১২। নিকষ ১৩। নীলাচল।

উপর-নীচ: ১।জাতবেদা ২।দরাজ ৩।তাবিজ ৪।নায়েব ৫। সারা ৭। রাত ৮। তালগোল ৯। কুটনি ১০। পুরুষ ১১। হিমানী।

বিন্দুবিসর্গ

বঙ্গের পরিস্থিতি কি আলাদা, অদ্ভুত?

বিএলও প্রশ্নে কমিশনকে সুপ্রিম নোটিশ

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর : পশ্চিমবঙ্গ সহ ১২টি রাজ্য ও কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন বা এসআইআর প্রক্রিয়ায় বিএলও-দের ওপর অতিরিক্ত কাজের চাপ নিয়ে আগেই বিতর্ক বেধেছিল। এবার বিএলও-দের সুরক্ষা নিয়েও গভীর উদ্বেগ প্রকাশ করল সুপ্রিম কোর্ট। একইসঙ্গে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা পর্যন্ত রাজ্য পুলিশকে নির্বাচন কমিশনের হাতে রাখার আর্জি জানিয়ে যে মামলা হয়েছে, তাতে নির্বাচন কমিশনের কৈফিয়ত চেয়ে একটি নোটিশ জারি করেছে শীর্ষ আদালত।

বিচারপতি বাগচী বলেন, 'যতক্ষণ পর্যন্ত না নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে ততক্ষণ পুলিশ ভারতের নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ারে আসে না। আপনি রাজ্যের কাছে অনুরোধ করুন। সেক্ষেত্রে যদি কোনও অভিযোগ থাকে, তাহলে আমাদের কাছে আসবেন। আমরা যথাযথ নির্দেশ দেব।' তিনি বলেন, 'সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের ওপর ভিত্তি করে রিট পিটিশনটি দাখিল করা হয়েছে। একটিই মাত্র এফআইআর হওয়ার ঘটনা সামনে এসেছে। শুধুমাত্র পশ্চিমবঙ্গের পরিস্থিতিই কি আলাদা ও অদ্ভুত? অন্য ১২টি রাজ্যে কি কোনও বাধা নেই? সমস্ত রাজ্যের পুলিশকেই কি কমিশনের নিয়ন্ত্রণে আনতে হবে?'

এসআইআর প্রক্রিয়া শেষ হওয়া পর্যন্ত পশ্চিমবঙ্গে কেন্দ্রীয় আধা সেনা মোতায়েন চেয়ে যে আবেদন করা হয়েছে, তাতে রাজ্য সরকারকেও নোটিশ পাঠিয়েছে প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত ও বিচারপতি জয়মাল্য বাগচীর বেঞ্চ।

সনাতন সংসদ নামে একটি সংস্থা পশ্চিমবঙ্গের বিএলও-দের পরিস্থিতি নিয়ে মামলা করেছে। তাদের আইনজীবী ভি গিরি অভিযোগ করেন, এসআইআরের কাজ করতে গিয়ে বিএলও-রা হিংসার শিকার হচ্ছেন। রাজ্য সরকার যেহেতু এসআইআরের বিরোধিতা করেছে তাই আধাসেনা মোতায়েন করা জরুরি। বিএলও-দের সুরক্ষা দেওয়া প্রয়োজন। বিচারপতি বাগচী অবশ্য বলেন, 'আবেদনকারী বক্তব্যে একটি মাত্র এফআইআরের উল্লেখ ছাড়া আর কিছুই বলা নেই। এখানে যা আর কিছু বলা আছে সেগুলি অতীতের দৃষ্টান্ত। তার পুরোটাই হচ্ছে, হবে বলে ধরে নেওয়া হয়েছে।'

কমিশনের উদ্দেশে প্রধান বিচারপতির পর্যবেক্ষণ, 'আমরা নোটিশ জারি করে আপনাদের বক্তব্য জানতে চাইছি। আপনারা আমাদের খোলাখুলি জানান, কোন কোন রাজ্যে আপনাদের সমস্যা হচ্ছে। বিএলও-রা যদি নিরাপত্তা না পান, স্বাধীন ভাবে কাজ করতে না পারেন, তাহলে তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে বিবেচিত হবে।'

নির্বাচন কমিশনের তরফে হাজির ছিলেন আইনজীবী রাকেশ দ্বিবেদী। তিনি বলেন, 'রাজ্য সরকারের উচিত, আমাদের সঙ্গে সহযোগিতা করা ও সুরক্ষা দেওয়া। কিন্তু রাজ্য সরকার যদি তা করতে আপত্তি জানায়, তাহলে স্থানীয় পুলিশকে আমাদের এক্তিয়ারে নেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। আমরা যদি স্থানীয় পুলিশকে বিশ্বাস করতে না পারি, তাহলে আমাদের কেন্দ্রীয় বাহিনী নিতেই হবে।'

উত্তরে বিচারপতি বাগচীর সাফ কথা, 'বিএলও-দের কাজকর্মে কী বাধা তৈরি হয়েছে, সেটা আমাদের জানান। আমরা আপনাদের বিষয়টি সহানুভূতির সঙ্গে দেখছি। কিন্তু এই বিষয়টি একতরফা ভাবে হয়েছে কিনা সেটা আমাদের খুঁজে দেখতে হবে।'

এদিন সুপ্রিম কোর্ট সাফ জানিয়ে দিয়েছে, নৈরাজ্য কোনও অবস্থাতেই বরদাস্ত করা হবে না। প্রধান বিচারপতি সূর্য কান্ত বলেছেন, 'আমাদের আপনারা খোলাখুলি জানান, কোন কোন রাজ্যে আপনাদের সমস্যা হচ্ছে। বিএলও-রা যদি নিরাপত্তা না পান তাঁরা যদি স্বাধীনভাবে কাজ করতে না পারেন তাহলে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে বিবেচিত হবে।'

> আমাদের আপনারা খোলাখুলি জানান, কোন কোন রাজ্যে আপনাদের সমস্যা হচ্ছে। বিএলও-রা যদি নিরাপত্তা না পান, তাঁরা যদি স্বাধীনভাবে কাজ করতে না পারেন তাহলে তা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ইস্যু হিসেবে বিবেচিত হবে
>
> **সূর্য কান্ত** প্রধান বিচারপতি

> যতক্ষণ পর্যন্ত না নির্বাচন প্রক্রিয়া শুরু হচ্ছে, ততক্ষণ পুলিশ ভারতের নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ারে আসে না। আপনি রাজ্যের কাছে অনুরোধ করুন। সেক্ষেত্রে যদি কোনও অভিযোগ থাকে, তাহলে আমাদের কাছে আসবেন। আমরা যথাযথ নির্দেশ দেব
>
> **জয়মাল্য বাগচী** বিচারপতি

ভোট চুরি দেশদ্রোহিতা : রাহুল

নির্বাচনি সংস্কার নিয়ে আলোচনায় কেন্দ্রকে নিশানা লোকসভায়

নবনীতা মণ্ডল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর : নির্বাচনি সংস্কার নিয়ে আলোচনায় লোকসভায় দাঁড়িয়ে বিজেপি-আরএসএসকে ভোট চুরির অস্ত্রে কুপোকাত করার চেষ্টা চালালেন বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি। তাঁর সাফ কথা, ভোট চুরি সবথেকে বড় দেশদ্রোহিতা। বিজেপি অবশ্য তাঁর যাবতীয় অভিযোগ নস্যাৎ করে দিয়েছে। দলের সাংসদ নিশিকান্ত দুবে বলেন, 'কংগ্রেস দেশের সংবিধানকে কলুষিত করেছে। ইন্দিরা গান্ধি ভোট চুরি করে রায়বেরেলিতে জিতেছিলেন। আমরা আরএসএস থেকে এসেছি বলে গর্বিত।' দলেরই সাংসদ সম্বিত পাত্র দাবি করেন, বিরোধী দলনেতা সংসদের মঞ্চে কোনও তথ্য নয়, কেবল অভিযোগ তুলে যাচ্ছেন।

এদিন রাহুলের বক্তব্যে আরএসএসের কথা উঠতেই রে-রে করে ওঠে ট্রেজারি বেঞ্চ। আসনে ছিলেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা, কিরেন রিজিজুরা। রাহুলের বক্তব্যে আপত্তি তুলে রিজিজু বলেন, 'উনি বিরোধী দলনেতা। নির্বাচনি সংস্কার নিয়ে ওঁর কথা শুনতেই আমরা এখানে রয়েছি। কিন্তু উনি সংসদের সঙ্গে সম্পর্কহীন কিছু বিষয় নিয়ে কথা বলছেন।'

মুখ্য নির্বাচন কমিশনার (সিইসি) নিয়োগ পদ্ধতি নিয়েও কেন্দ্রকে আক্রমণ করেন রাহুল গান্ধি। তাঁর প্রশ্ন, 'নিয়োগ কমিটি থেকে প্রধান বিচারপতিকে সরানো হল কেন? আমরা কি প্রধান বিচারপতিকে বিশ্বাস করি না? এর নেপথ্যে কী উদ্দেশ্য ছিল?' এদিন নিজের বক্তব্যের শুরুতে রাহুল গান্ধি বলেন, 'ভারতের গণতন্ত্রের ভিত্তি ভোট। এই দেশ ১৪০ কোটির বেশি মানুষের এক বিশাল বস্ত্র আর সেই বস্ত্র বোনা হয়েছে ভোটের সুতোয়, আর সেই ভিত্তিকেই ধ্বংস করা হচ্ছে।' তাঁর তোপ, 'ভোট চুরি হল ভারতের ভাবনাকে ধ্বংস করার সবচেয়ে বড় দেশবিরোধী কাজ। ভারতের সব নাগরিক সমান এই ভাবনাতেই আরএসএস অস্বস্তিতে। তারা সমতার নয়, শ্রেণিবিভাজনের ওপর বিশ্বাস করে।' মহাত্মা গান্ধির হত্যার পরই আরএসএস দেশের প্রতিষ্ঠানগুলিকে দখলের 'প্রোজেক্ট' শুরু করে বলেও অভিযোগ করেন রাহুল।

তিনি দাবি করেন, হরিয়ানায় ভোট চুরি নিশ্চিত করেছে নির্বাচন কমিশনই। এমনকি ভোটার তালিকায় একই বিদেশি (ব্রাজিলীয়) মহিলার নাম ২২ বার ওঠার উদাহরণ টেনেও তিনি নির্বাচন ব্যবস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা নিয়ে গুরুতর প্রশ্ন তোলেন। ভোটের অন্তত এক মাস আগে সব রাজনৈতিক দলকে মেশিন-রিডেবল ভোটার তালিকা দেওয়া, নির্দিষ্ট সময় পরে সিসিটিভি ফুটেজ নষ্ট করার আইন বাতিল করা এবং ইভিএম-এর প্রযুক্তিগত গঠন বিশেষজ্ঞদের সামনে উন্মুক্ত করার মতো তিনটি গুরুত্বপূর্ণ সংস্কারের দাবিও তুলেছেন বিরোধী দলনেতা। তাঁর প্রশ্ন, 'ইভিএম-এর ভিতরে কী আছে, আজও আমাদের বিশেষজ্ঞরা তা দেখতে পাননি, এই গোপনীয়তা কেন?'

এদিন সংস্কার নিয়ে আলোচনা শুরু করেন কংগ্রেসের মণীশ তিওয়ারি। এসআইআর করার কোনও আইনি অধিকার নির্বাচন কমিশনের নেই বলে জানান তিনি। অপরদিকে তৃণমূলের কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের দাবি, পরিকল্পনা করে ভোটারদের নাম বাদ দেওয়ার জন্য এই প্রক্রিয়া চালানো হচ্ছে। নতুন ভোটার কীভাবে যুক্ত হবে, সে বিষয়ে এসআইআরে কোনও স্পষ্ট দিশা নেই।

তিনি বলেন, 'ভোটারদেরই যদি রাখবেন না, তাহলে ভোট করিয়ে কী হবে? আগে ভোটার ঠিক করত সরকার। এখন নির্বাচন কমিশনের মাধ্যমে মোদি সরকার ঠিক করে দিচ্ছে কারা ভোটার থাকবে।'

কল্যাণ অভিযোগ করেন, এসআইআর কাজ শুরু হওয়ার পর পশ্চিমবঙ্গে বিএলও-দের উপর এমন অমানবিক চাপ দেওয়া হয়েছে যে ২০ জন আত্মহত্যা করেছেন, সুইসাইড নোটও রয়েছে। বহু মানুষ গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়েছেন, মৃত্যুর ঘটনাও ঘটেছে, আত্মহত্যার চেষ্টাও হয়েছে। তাঁর প্রশ্ন, এই মৃত্যুর দায় নেবে কে নির্বাচন কমিশন? সপা সভাপতি অখিলেশ যাদব বলেন, নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষ হলেই নির্বাচনি সংস্কার সম্ভব। উত্তরপ্রদেশে বিএলও-দের মৃত্যু নিয়েও যোগী সরকারকে নিশানা করেন তিনি।

লোকসভায় বক্তব্য রাখছেন রাহুল গান্ধি। মঙ্গলবার।

রাহুল উবাচ

- ভোট চুরি সবথেকে বড় দেশদ্রোহিতা।
- নিয়োগ কমিটি থেকে প্রধান বিচারপতিকে সরানো হল কেন? আমরা কি প্রধান বিচারপতিকে বিশ্বাস করি না
- ইভিএম-এর ভিতরে কী আছে, আজও আমাদের বিশেষজ্ঞরা তা দেখতে পাননি, এই গোপনীয়তা কেন

সোনিয়াকে নোটিশ

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর : নির্বাচনি সংস্কার নিয়ে লোকসভায় উত্তপ্ত আলোচনার দিনই সিপিপি চেয়ারপার্সন সোনিয়া গান্ধিকে নোটিশ পাঠাল দিল্লির একটি আদালত। প্রাক্তন কংগ্রেস সভানেত্রীর বিরুদ্ধে অভিযোগ, ১৯৮৩ সালের এপ্রিলে ভারতের নাগরিক হওয়ার তিন বছর আগে ১৯৮০ সালে নয়াদিল্লি আসনের ভোটার তালিকায় নাম উঠেছিল তাঁর। প্রথমে এই ঘটনায় সোনিয়ার বিরুদ্ধে এফআইআর দায়ের করার নির্দেশ চেয়ে এসিজেএম আদালতে মামলা দায়ের হয়েছিল। কিন্তু এসিজেএম তা নাকচ করে দেওয়ায় সেটিকে চ্যালেঞ্জ করে বিশেষ বিচারক (পিসি অ্যাক্ট) বিশাল গোগনের আদালতে ফের মামলা হয়।

এদিন সেই মামলার শুনানিতে সোনিয়ার পাশাপাশি দিল্লি পুলিশের বক্তব্য জানতে চেয়ে নোটিশ জারি করেছে আদালত। আগামী বছর ৬ জানুয়ারি এই মামলার পরবর্তী শুনানি হবে। এই ঘটনায় বিজেপি নেতা সম্বিত পাত্র বলেন, '১৯৮০ সালে সোনিয়া গান্ধি দেশের নাগরিক না হয়েও কীভাবে ভোটার তালিকায় নাম তুললেন? এর অর্থ, নিশ্চয়ই কোনও নথি জাল করা হয়েছিল। আমি আশা করি, বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধি সংসদে নির্বাচনি

সংস্কার নিয়ে আলোচনার সময় এই ব্যাপারে কিছু আলোকপাত করবেন।' জবাবে প্রিয়াংকা গান্ধি ভদরা বলেন, 'এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। উনি এই দেশের নাগরিক হওয়ার পরই ভোট দিয়েছিলেন। যাঁরা এসব বলছেন তাঁদের কাছে কোনও প্রমাণ আছে? ওঁর বয়স ৮০ হতে চলেছে। আমি জানি না, কেন ওঁর বিরুদ্ধে এসব করা হচ্ছে। উনি ওঁর সারাটা জীবন এই দেশের সেবায় নিয়োজিত করে দিয়েছেন। ওঁর বয়সের কথা ভেবে ওঁকে এবার রেহাই দেওয়া হোক।'

বিজয়ী ভব...

এনডিএ-র বৈঠকে প্রধানমন্ত্রীকে সংবর্ধনা। মঙ্গলবার।

আইনের জন্য কেউ যেন হেনস্তার শিকার না হন

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর : কোনও আইন বা নিয়মের জন্য কোনও নিরপরাধ ভারতীয় যেন হেনস্তা বা অসুবিধার সম্মুখীন না হন। ওই পদক্ষেপগুলি যেন সাধারণ মানুষের উপকারে লাগে। মঙ্গলবার ইন্ডিগো কাণ্ডে এই মর্মেই বার্তা দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। এনডিএ-র সংসদীয় দলের বৈঠকে তিনি সাফ জানিয়েছেন, শুধু অর্থনীতি নয়, সমাজের সমস্ত ক্ষেত্রের জন্যই সংস্কার আনা দরকার। বেশ কিছুদিন ধরেই ইন্ডিগো বিভ্রাটে চরম ভোগান্তিতে পড়েছেন সাধারণ যাত্রীরা। এই ঘটনায় কেন্দ্রকেই কাঠগড়ায় তুলেছে বিরোধীরা।

এই প্রেক্ষাপটে এবার এনডিএ-র সাংসদদের উদ্দেশে মোদির বক্তব্য উদ্ধৃত করে সংসদ বিষয়ক মন্ত্রী কিরেন রিজিজু বলেন, প্রধানমন্ত্রী জানিয়েছেন, সরকারের কোনও নীতির জন্য যাতে সাধারণ মানুষের কোনও সমস্যা না হয়, তা নিশ্চিত করতে হবে। নিয়মনীতির প্রয়োজন। কিন্তু তা সিস্টেমকে উন্নত করার জন্য প্রয়োজন। সাধারণ মানুষের হেনস্তার জন্য নয়। আইন মানুষের কাছে বোঝা হওয়ার জন্য নয়। তাঁদের সুবিধার জন্য। সম্প্রতি ইন্ডিগো বিভ্রাটের জন্য দেশের বিমান নিয়ন্ত্রণকারী সংস্থা ডিজিসিএ-র ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশনস নামক বিধিকে দায়ী করা হয়েছিল। এই বিধি দু-দফায় কার্যকর হয়েছিল। দ্বিতীয় দফা কার্যকর হয়েছিল নভেম্বর মাসে। তাতে পাইলট-ক্রুদের বিশ্রামের সময়সীমা নির্ধারিত করা হয়েছিল। ইন্ডিগো বিভ্রাটের জেরে ফ্লাইট ডিউটি টাইম লিমিটেশনসের একটি ক্লজ তাৎক্ষণিকভাবে প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়েছে।

ইন্ডিগো কাণ্ডে বার্তা মোদির

পাকিস্তানকে ফের ঋণ আইএমএফের

ওয়াশিংটন, ৯ ডিসেম্বর : পাকিস্তানের বেহাল অর্থনীতিকে অক্সিজেন জোগাতে আন্তর্জাতিক অর্থভাণ্ডার (আইএমএফ) তাদের আরও ১২০ কোটি ডলার (ভারতীয় টাকায় যা ১০,৭৮৫ কোটি) ঋণ সহায়তা অনুমোদন করেছে। কঠিন আর্থিক পরিস্থিতিতে থাকা দেশটির 'অর্থনীতিতে উল্লেখযোগ্য উন্নতি হয়েছে' বলে এই অনুমোদন দেওয়া হয়।

আইএমএফ-এর কার্যনির্বাহী বোর্ড সম্প্রতি পাকিস্তানের তিন বছর মেয়াদি বর্ধিত তহবিল সুবিধার সপ্তম ও অষ্টম পর্যালোচনা সম্পন্ন করেছে। এর ভিত্তিতেই এই নতুন কিস্তিটি ছাড়ার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়।

আইএমএফ এক বিবৃতিতে জানিয়েছে, পাকিস্তানি কর্তৃপক্ষ অর্থনীতি স্থিতিশীল করতে এবং কাঠামোগত সংস্কারের পথে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি করেছে। এর মধ্যে রয়েছে সামগ্রিক আর্থিক স্থিতিশীলতা নিশ্চিত করা, বাজেটে কঠোর নিয়ন্ত্রণ রাখা এবং ব্যাংকিং ব্যবস্থার উন্নতিসাধন। আইএমএফ সতর্ক করে দিয়ে বলেছে, পাকিস্তানের অর্থনৈতিক পরিস্থিতি সংকটেই রয়েছে। বিশ্বজুড়ে মুদ্রাস্ফীতি বৃদ্ধি এবং ইউক্রেন যুদ্ধের কারণে খাদ্য ও জ্বালানির দাম বাড়ায় দেশটির অর্থনীতি ঝুঁকির মুখে পড়তে পারে। সংস্কার দাবি, পাকিস্তানকে তাদের এই সংস্কার প্রক্রিয়া চালিয়ে যেতে হবে এবং দুর্বল জনগোষ্ঠীকে সুরক্ষা দিতে হবে।

লুথরাদের নাইট ক্লাবে বুলডোজার

পানাজি, ৯ ডিসেম্বর : গোয়ার আঞ্জুনায় বিখ্যাত 'বার্চ বাই রোমিও লেন নাইট ক্লাব'-এ ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের পর দুই মালিক সৌরভ এবং গৌরব লুথরা মাত্র কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই দেশ ছেড়ে থাইল্যান্ডে পালিয়ে গিয়েছেন। পুলিশ সূত্রের খবর, আগুন লাগার খবর পাওয়ার পরই লুথরা ভাইরা দ্রুত ব্যাংককের উদ্দেশে রওনা দেন। তদন্ত শুরু হওয়ার আগেই তাঁরা ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে গিয়েছেন। শনিবার রাতে এই অগ্নিকাণ্ড ঘটে, যাতে ক্লাবটির ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়। গোয়া পুলিশ ভারতীয় দণ্ডবিধির ৪৩৫ (আগুন বা বিস্ফোরক দিয়ে ক্ষতিসাধন) এবং ৪২৭ (ক্ষতি ঘটানো) ধারায় মামলা রুজু করেছে।

ক্লাবমালিকদের খোঁজে তল্লাশি শুরু হলে পুলিশ জানতে পারে, তাঁরা ইতিমধ্যে দেশ ছেড়েছেন। গৌরব লুথরার থাইল্যান্ডে তোলা একটি ছবি সম্প্রতি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়েছে, যা এই পলায়নকে আরও নিশ্চিত করেছে। ছবিতে দেখা যাচ্ছে, তিনি ব্যাংককের একটি বিলাসবহুল অ্যাপার্টমেন্টে রয়েছেন। এই অগ্নিকাণ্ডের ঘটনা এমন সময় ঘটল, যখন গোয়া সরকার অবৈধ নির্মাণ এবং উপকূলীয় নিয়ম লঙ্ঘনের অভিযোগে রাজ্যের বেশ কিছু বিচসাইড স্থাপনার বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করছে। স্থানীয় পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ জানিয়েছে, বার্চ বাই রোমিও লেন নাইট ক্লাবে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটি ইচ্ছাকৃত না দুর্ঘটনা, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। এরই মধ্যে লুথরা ভাইদের মালিকানাধীন আরেক ক্লাব 'রোমিও লেন'-এর বিরুদ্ধেও গুরুতর অভিযোগ উঠেছে।

সূত্রের খবর, গোয়ার মুখ্যমন্ত্রী প্রমোদ সাওয়ান্ত অগ্নিকাণ্ডের পরেই বেআইনিভাবে চলা নাইট ক্লাবগুলির বিরুদ্ধে কড়া পদক্ষেপের নির্দেশ দিয়েছিলেন প্রশাসনকে। গোয়া কোস্টাল জোন ম্যানেজমেন্ট অথরিটি মঙ্গলবারই নির্দেশ জারি করে যে আঞ্জুনায় লুথরাদের এই ক্লাবটিকেও ভেঙে ফেলতে হবে। সেই মতো এদিন দুপুরে নাইট ক্লাবটি বুলডোজার দিয়ে গুঁড়িয়ে দেওয়া হয়। কর্তৃপক্ষের মতে, 'রোমিও লেন' ক্লাবটি উপকূলীয় অঞ্চলের নিয়ম লঙ্ঘন করে অবৈধভাবে নির্মাণ করা হয়েছে। লুথরা ভাইদের দেশ ছেড়ে পালানোর ঘটনা গোয়ার নাইট লাইফ এবং অবৈধ নির্মাণ সংক্রান্ত বিতর্কে নতুন মাত্রা যোগ করেছে। ক্লাবমালিকদের এমন দ্রুত দেশত্যাগ প্রশাসনের নজরদারি নিয়ে প্রশ্ন তুলেছে। তাঁদের বিরুদ্ধে জারি হয়েছে লুকআউট নোটিশ। পুলিশ জানিয়েছে, তাঁদের দ্রুত ভারতে ফিরিয়ে আনার প্রক্রিয়া শুরু করা হবে।

আম্বানি-পুত্রের বিরুদ্ধে মামলা

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর : ব্যাংক প্রতারণার মামলায় এবার নাম জড়াল রিলায়েন্স গোষ্ঠীর প্রধান অনিল আম্বানির পুত্র জয় আনমোল আম্বানির। রিলায়েন্স হাউজিং ফিনান্স লিমিটেড (আরএইচএফএল)-এর সঙ্গে সম্পর্কিত একটি প্রতারণা মামলায় সিবিআই তাঁর বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করেছে।

অভিযোগ, আরএইচএফএল এবং এর ডিরেক্টর জয় আনমোল এবং রবীন্দ্র শরদ সুধাকর ইউনিয়ন ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া (আগে ছিল অন্ধ্র ব্যাংক)-এর সঙ্গে প্রতারণা করেছেন। মুম্বইয়ের একটি শাখা থেকে ঋণ নিয়ে কিস্তি পরিশোধ না করায় ব্যাংকের প্রায় ২২৮ কোটি টাকার ক্ষতি হয়েছে।

সিবিআই জানিয়েছে, ব্যবসায়িক প্রয়োজনে আরএইচএফএল ঋণের ঊর্ধ্বসীমা ৪৫০ কোটি টাকা পর্যন্ত বাড়িয়েছিল, কিন্তু পরে তারা ঋণের কিস্তি দিতে ব্যর্থ হয়।

সিবিআই পদের অপব্যবহার এবং জালিয়াতির অভিযোগে তদন্ত শুরু করেছে। তদন্তকারীরা আরএইচএফএল-এর সমস্ত নথি এবং লেনদেন খতিয়ে দেখবেন এবং সংস্থার কর্তা ও ব্যাংককর্মীদের জিজ্ঞাসাবাদ করবেন।

এর পাশাপাশি ইডি সম্প্রতি অনিল আম্বানির রিলায়েন্স পাওয়ার লিমিটেডের বিরুদ্ধে টাকা তছরুপের অভিযোগে চার্জশিট জমা দিয়েছে।

প্রিয়াংকাকে পালটা জবাব অমিত শা'র

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর : 'বন্দে মাতরম' নিয়ে সংসদে আলোচনা ঘিরে মঙ্গলবার রাজ্যসভায় চরম রাজনৈতিক উত্তেজনা ছড়াল। কংগ্রেস নেত্রী প্রিয়াংকা গান্ধি লোকসভায় মন্তব্য করেছিলেন, আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখেই 'বন্দে মাতরম' নিয়ে সংসদে বিতর্ক উসকে দিয়েছে কেন্দ্র। সেই মন্তব্যের তীব্র প্রতিবাদ জানিয়ে রাজ্যসভায় মঙ্গলবার পালটা জবাব দেন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। প্রিয়াংকার দাবি খারিজ করে তিনি বলেন, 'বন্দে মাতরম-কে নির্বাচনের সঙ্গে যুক্ত করা তার ঐতিহাসিক এবং আবেগঘন গুরুত্বকে খাটো করার শামিল।' তাঁর কথায়, 'কেন বন্দে মাতরম-এর ১৫০ বছর পূর্তি উপলক্ষ্যে সংসদে আলোচনা হবে, তা নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। যাঁরা এই আলোচনার উদ্দেশ্য নিয়ে বিভ্রান্ত, তাঁদের নিজেদের আত্মসমালোচনা করা উচিত।' বন্দে মাতরমকে শুধুমাত্র বাংলা বা ভারতের গণ্ডিতে আবদ্ধ করা যায় না বলেও মন্তব্য করেন শা। তাঁর বক্তব্যের তীব্র বিরোধিতা করেন কংগ্রেস ও তৃণমূল সদস্যরা। সংসদের দু-কক্ষই সরব হন মল্লিকার্জুন খাড়গে, কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের মতো বিরোধী সাংসদরা।

স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, 'কেউ কেউ বলছেন, বাংলায় নির্বাচন আসছে বলেই এই আলোচনা। এটা বন্দে মাতরমের গৌরব খাটো করার চেষ্টা। বন্দে মাতরমের রচয়িতা বঙ্কিমচন্দ্র বাংলা থেকে এসেছেন। কিন্তু বন্দে মাতরম সারা পৃথিবীতে ভারতীয় স্বাধীনতাসংগ্রামীদের কণ্ঠে ধ্বনিত হয়েছে। আজও সীমান্তে বা অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা শহিদ জওয়ানদের মুখে থাকে বন্দে মাতরম।' এরপর জওহরলাল নেহরুর সমালোচনা করে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বলেন, বন্দে মাতরমের ৫০ বছর পূর্তিতে গানটিকে দু'টি স্তবকে সীমাবদ্ধ করা হয়েছিল। সেই থেকেই তোষণের রাজনীতির সূচনা, যা বিভাজনের দিকে নিয়ে যায়। পালটা জবাবে 'বন্দে মাতরম' ধ্বনি দিয়ে কংগ্রেস সভাপতি মল্লিকার্জুন খড়গে বলেন, 'স্বাধীনতার স্লোগান হিসেবে বন্দে মাতরমকে প্রতিষ্ঠা করেছিল কংগ্রেসই। কংগ্রেসের অধিবেশনে বন্দে মাতরম গাওয়ার প্রথা শুরু হয়। আপনারা কি সেটা করেছিলেন?' খাড়গে অভিযোগ করেন, প্রধানমন্ত্রী ও স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বারবার জওহরলাল নেহরুকে অপমান করেন। মুসলিম তোষণের অভিযোগ প্রসঙ্গে বিজেপিকে কটাক্ষ করে তিনি বলেন, 'আপনারা যখন মুসলিম লিগের সঙ্গে জোট করে বাংলায় সরকার গড়েছিলেন, তখন দেশপ্রেম কোথায় ছিল?'

তৃণমূল সাংসদ সুখেন্দুশেখর রায় বলেন, 'লোকসভা এবং রাজ্যসভায় বন্দে মাতরম নিয়ে যেভাবে চর্চা হচ্ছে তাতে বন্দে মাতরমের গরিমা নষ্ট হয়েছে।' তিনি বলেন, '৫২ সেকেন্ডে গাইতে হবে জাতীয় সংগীত, এটাই নিয়ম হয়ে উঠেছে। তার মানে এই নয় যে বন্দে মাতারামকে দ্বিখণ্ডিত করা হয়েছে।'

বন্দে মাতরম বিতর্ক

অপরদিকে লোকসভায় তৃণমূল সাংসদ কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায় বলেন, 'আজ দিল্লিতে কেউ বাংলায় কথা বললেই তাঁকে গ্রেফতার করা হচ্ছে। সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশেই সোনালি বিবিকে ফিরিয়ে আনা সম্ভব হয়েছে বলে জানান তিনি। তৃণমূল সাংসদ বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙা, রামমোহন রায়কে আক্রমণ এবং প্রধানমন্ত্রীর 'বঙ্কিমদা' মন্তব্যের প্রসঙ্গ টেনে আনেন। কল্যাণের কটাক্ষ, 'বঙ্কিমচন্দ্র যখন জন্মেছিলেন, তখন মোদির তিন প্রজন্মও জন্মায়নি, অথচ তাঁকেও 'দাদা' বলা হচ্ছে। কোনও গুজরাতি নেতাকে কি কখনও 'দাদা' বলা হয়? বল্লভভাই পটেলকে কি 'পটেলদা' বলা হয়?' তাঁর মন্তব্য, 'বিজেপি আসলে বাঙালিদের ঘৃণা করে।'

পুরোনো সংসদের সেন্ট্রাল হলে মনীষীদের ছবি হাতে প্রতিবাদ তৃণমূলের।

জাকার্তার বহুতলে আগুন, মৃত ২০

জাকার্তা, ৯ ডিসেম্বর : ইন্দোনেশিয়ার রাজধানী জাকার্তার একটি বহুতল বাণিজ্যিক ভবনে মঙ্গলবার এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডের ঘটনায় অন্তত ২০ জনের মৃত্যু হয়েছে। মর্মান্তিক দুর্ঘটনার জেরে আরও অনেকে বহুতলের ভিতরে আটকে থাকতে পারেন বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে।

পুলিশ জানিয়েছে, সাততলা ওই অফিস ভবনটিতে মুহূর্তের মধ্যে অগুন ছড়িয়ে পড়ে। চারদিকে ঘন কালো ধোঁয়ার আস্তরণে ঢেকে যায়। মধ্য জাকার্তা পুলিশের প্রধান সুস্বত্ব পূর্ণম কন্দ্রো জানিয়েছেন, মৃতদের মধ্যে ১৫ জন মহিলা এবং ৫ জন পুরুষ রয়েছেন। মৃতদের মধ্যে রয়েছেন এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলাও।

আগুনের গ্রাসে ভস্মীভূত বহুতল ভবনটি 'টেরা ড্রোন ইন্দোনেশিয়া' নামের একটি সংস্থার অফিস ছিল। স্থানীয় সূত্রে খবর, ভবনের নীচতলার একটি গুদামে থাকা ব্যাটারি থেকে আগুনের সূত্রপাত হয় এবং দ্রুত তা ওপরের তলাগুলিতে ছড়িয়ে পড়ে।

আগুন নিয়ন্ত্রণে আনা গেলেও মৃতদেহগুলি শনাক্তকরণের জন্য জাকার্তা মেট্রো পুলিশ হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে। ধ্বংসস্তূপ থেকে অন্যদের উদ্ধারের কাজ চলছে।

ভারতের চালে আরও শুল্কের হুমকি ট্রাম্পের

ওয়াশিংটন, ৯ ডিসেম্বর : ভারত-আমেরিকা বাণিজ্যচুক্তি নিয়ে চলমান আলোচনায় নতুন জট। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবার ভারত থেকে চাল আমদানির ওপর বাড়তি শুল্ক চাপানোর হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তাঁর অভিযোগ, ভারত আমেরিকায় চাল 'ডাম্পিং' (মজুত) করছে। এর ফলে মার্কিন বাজারে ভারতীয় চালের জোগান এতটাই বেড়ে গিয়েছে যে স্থানীয় কৃষকরা তার সঙ্গে পাল্লা দিতে পারছেন না। আমেরিকায় উৎপাদিত চালের বাজার ক্রমশ সংকুচিত হচ্ছে। ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন মার্কিন কৃষকরা। তাঁরা কম দামে চাল বিক্রি করতে বাধ্য হচ্ছেন।

ট্রাম্পের কথায়, 'আমেরিকার বাজারে ওদের চাল ডাম্পিং করা উচিত নয়। আমি এ ব্যাপারে অবগত। এটা করা যাবে না।' এরপরই পাশে দাঁড়ানো মার্কিন অর্থসচিব স্কট বেসেন্টের দিকে তাকিয়ে প্রেসিডেন্ট বলেন, 'ভারতকে কেন এটা করার অনুমতি দেওয়া হল? ওদের শুল্ক দিতে হবে। চাল আমদানির ওপর কি কোনও ছাড় আছে? বেসেন্ট জবাবে বলেন, 'না। আমরা ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তির বিষয়ে আলোচনা করছি।' হোয়াইট হাউসে সোমবার কৃষিসচিব ব্রুক রোলিন্স, কৃষিপ্রধান রাজ্যগুলির আইনপ্রণেতা ও কৃষকদের সঙ্গে গোলটেবিল বৈঠক করেন ট্রাম্প। তারপর মার্কিন কৃষকদের জন্য ১,২০০ কোটি ডলারের সহায়তা প্যাকেজ ঘোষণা

'ডাম্পিং'-এর অভিযোগ

করেন। এদিন লুইজিয়ানার এক কৃষক অভিযোগ করেন, ভারতীয় চাল আমেরিকার দক্ষিণাঞ্চলের কৃষকদের জন্য 'ধ্বংসাত্মক' হয়ে উঠছে। জবাবে ট্রাম্প বলেন, 'ওদের ডাম্পিং করা উচিত নয়... শুল্ক আরোপ করলে দু-মিনিটেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।'

ভারতের চাল রপ্তানির ওপর ট্রাম্পের এই নতুন শুল্ক হুমকির প্রভাব নিয়ে বিশেষজ্ঞরা মিশ্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। জিটিআরআই-এর প্রতিষ্ঠাতা অজয় শ্রীবাস্তবের মতে, ট্রাম্পের হুমকি বাণিজ্যনীতির চেয়েও মার্কিন অভ্যন্তরীণ রাজনীতির দ্বারা বেশি প্রভাবিত। এটি মূলত মার্কিন কৃষকদের উদ্দেশে দেওয়া নির্বাচনের সময়কার বার্তা। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, ভারত থেকে আমেরিকায় রপ্তানি হওয়া চালের ৮৬ শতাংশ হল প্রিমিয়াম বাসমতী চাল, যার আলাদা চাহিদা রয়েছে এবং মার্কিন বাজারে এর শুল্ক ইতিমধ্যে প্রায় ৫৩ শতাংশে পৌঁছে গিয়েছে।

ইন্ডিয়ান রাইস এক্সপোর্টার্স ফেডারেশন জানিয়েছে, ভারতীয় বাসমতী চালের সুগন্ধ, আকার ও স্বাদের কারণে এটি স্থানীয়ভাবে উৎপাদিত চালের বিকল্প নয়। এটি মূলত উপসাগরীয় এবং দক্ষিণ এশীয় জাতিগোষ্ঠীর গ্রাহকদের জন্য অপরিহার্য। জিটিআরআই আরও উল্লেখ করেছে, নতুন করে শুল্ক বাড়ানো হলেও তা ভারতীয় রপ্তানিকারকদের তেমন ক্ষতি করবে না। কারণ, আমেরিকায় ভারতের মোট চাল রপ্তানি বৈশ্বিক রপ্তানির মাত্র ৩ শতাংশ। ২০২৫ অর্থ বছরে ৩৯২ মিলিয়ন ডলার। তবে এর ফলে মার্কিন ভোক্তাদের জন্য চালের দাম অনেক বেড়ে যাবে।

প্রাপ্ত তথ্য অনুযায়ী, আগের শুল্কবৃদ্ধির (৫০ শতাংশ) ক্ষেত্রেও এর বেশিরভাগ বোঝা মার্কিন ভোক্তাদের ওপরই পড়েছে, খুচরা বাজারে দাম বেড়েছে, কিন্তু ভারতীয় রপ্তানিকারকদের আয় মোটামুটি স্থিতিশীল রয়েছে। বিশেষজ্ঞরা মনে করছেন, নতুন করে শুল্ক আরোপ করা হলেও তা ভারতীয় চাল রপ্তানিকে গুরুতরভাবে প্রভাবিত করবে না। তবে মার্কিন গ্রাহকদের ভোগান্তি বাড়াবে। ট্রাম্পের এই পদক্ষেপ ভারত-মার্কিন বাণিজ্য আলোচনার ওপর নেতিবাচক প্রভাব ফেলবে।

> ভারতকে কেন এটা করার অনুমতি দেওয়া হল? ওদের শুল্ক দিতে হবে। চাল আমদানির ওপর কি কোনও ছাড় আছে? বেসেন্ট জবাবে বলেন, 'না। আমরা ভারতের সঙ্গে বাণিজ্যচুক্তির বিষয়ে আলোচনা করছি। ওদের ডাম্পিং করা উচিত নয়... শুল্ক আরোপ করলে দু-মিনিটেই সমস্যার সমাধান হয়ে যাবে।
>
> **ডোনাল্ড ট্রাম্প**

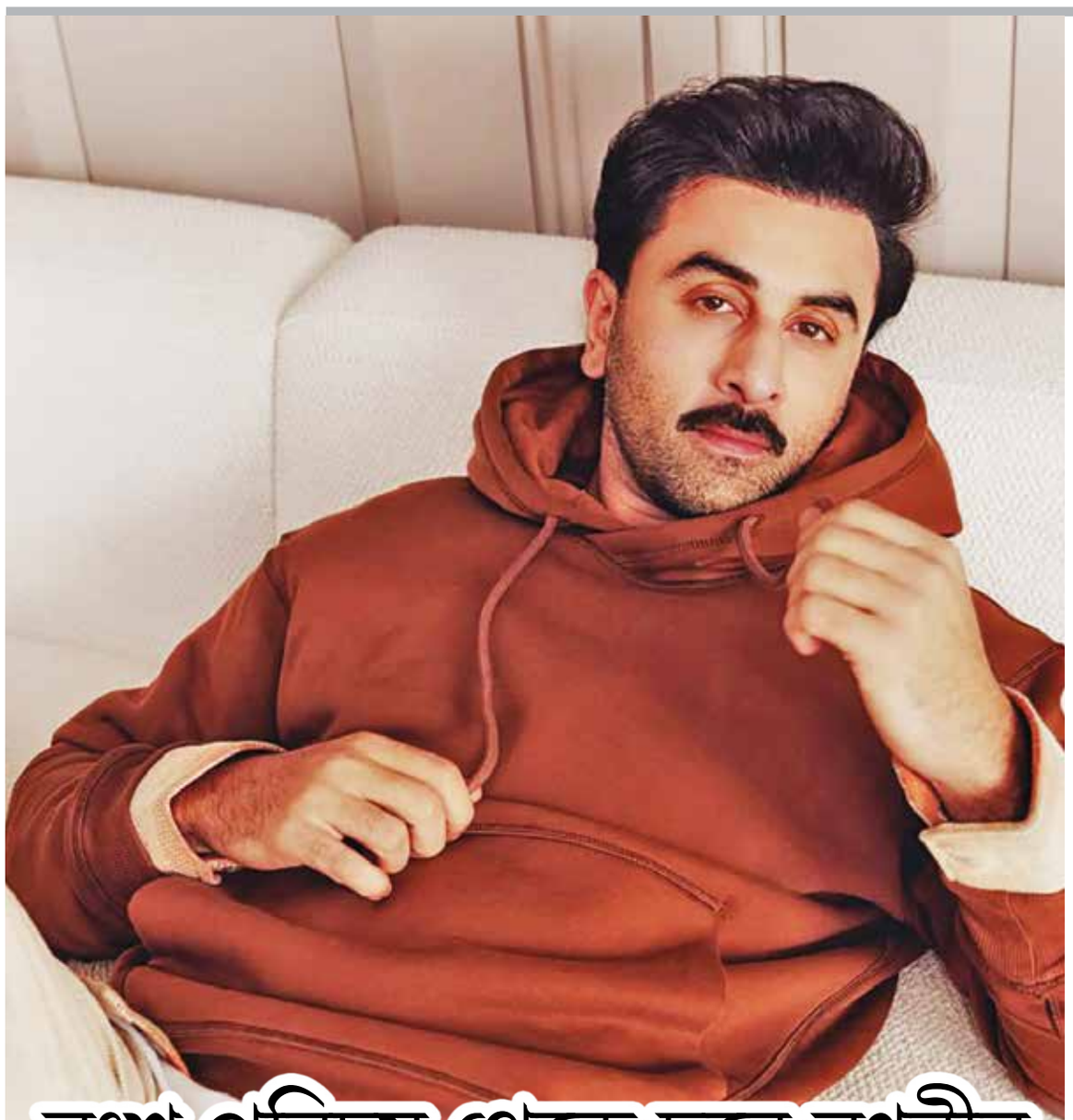

বংশ পরিচয় থেকে দূরে রণবীর

রণবীর কাপুরের মধ্যে কাপুর পরিবারের কোনও প্রভাবই নেই? পীযূষ মিশ্র যা বললেন, শুনলে চমকে উঠতে হয়। 'তামাশা' ছবিতে রণবীরের সঙ্গে কাজ করেছেন পীযূষ। সেখানে রণবীরকে দেখে অবাক হয়ে গেছেন তিনি।

আপনিও পড়ে চমকে উঠছেন তো? আসলে পীযূষ মিশ্র বলতে চেয়েছেন যে, কাপুর পরিবারের বোঝা কাঁধে নিয়ে ঘোরেন না রণবীর। তাঁর ঠাকুরদার বাবা থেকে যে রাজকীয় ঘরানা শুরু হয়েছিল, রণবীর তার উত্তরসূরি হলেও তাঁর মধ্যে কোনো অহংকার নেই। ক্যামেরা চালু হলে যেভাবে শট দিতে আসেন রণবীর, যেন একেবারে অপরিচিত কোনও অভিনেতা। সেখানে তাঁর পরিচিতিগুলোকে বয়ে আনেন না তিনি।

ক্যামেরা বন্ধ হওয়ার মুহূর্ত অবধি তিনি শুধুই রণবীর। কোনও কাপুর নন। এই ব্যাপারটা দেখেই অবাক হয়ে গিয়েছিলেন পীযূষ মিশ্র।

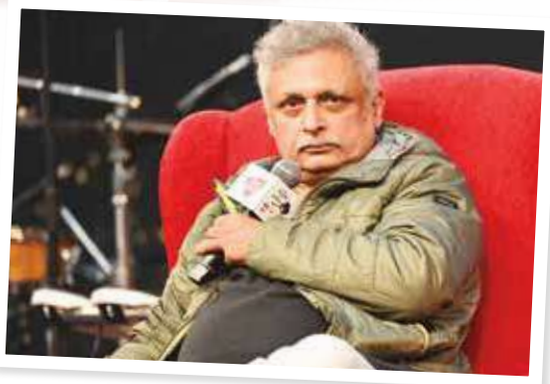

ধর্মেন্দ্র স্মরণসভায় ইশার প্রাক্তন স্বামীর নাম

ধর্মেন্দ্রর হাত ধরে ইশা আর ভরতের মিলটা হয়ে যাবে কি? লোকজন কিন্তু সেরকমই মনে করছেন। যদি তা সত্যিই হয়ে যায়, তাহলে এর চেয়ে ভালো আর কিছু হয় না।

কিন্তু আচমকা এমন কথা মনে আসছেই বা কেন? আসলে হয়েছে কি, আগামী ১১ ডিসেম্বর দিল্লিতে ধর্মেন্দ্রর যে স্মরণ সভা আয়োজন করা হয়েছে, সেই সভার দায়িত্বে আছেন হেমা মালিনী। এর আগে মুম্বইয়ে ধর্মেন্দ্রর বাসভবনে যে স্মরণ সভা হল, সেখানে হেমা কিংবা তাঁর পরিবারের কেউ উপস্থিত ছিলেন না। সানি দেওল, ববি দেওলদের পরিবারের যোগদানে সেই সভা উদযাপিত হয়েছে। দুই পরিবারের চিড়টা বেশ স্পষ্ট ধরা পড়েছিল। সেদিন হেমা তাঁর বাড়িতে বসে গীতা পড়েছিলেন। কিন্তু এইবার দিল্লির জনপথ ইন্টারন্যাশনাল সেন্টারে ধর্মেন্দ্র-স্মরণে প্রার্থনাসভার আয়োজন করা হচ্ছে। সেখানে নিমন্ত্রণপত্রে সানি, ববি বা ওই পরিবারের অন্য কারও নাম নেই। হেমার ঘনিষ্ঠ লোকজনের নামই শুধু রয়েছে। সেখানে ইশা দেওলের প্রাক্তন স্বামী ভরত তখতানির নামও রয়েছে। সেই নাম দেখেই লোকজন ভাবছে, তাহলে হয়তো দুজনের মধ্যে সমস্ত ভুল বোঝাবুঝি মিটে যাবে। নইলে হেমার প্রাক্তন জামাই এখানে আসবেন কেন!

কেউ বা আবার বলছেন, ধর্মেন্দ্রর সঙ্গে যেহেতু ভরতের খুব ভালো সম্পর্ক ছিল, তাই তাঁকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। অন্য কোনও কারণ নেই। কারণটা যে ঠিক কী, তা হয়তো খুব দ্রুত জানা যাবে।

কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে রুহ বাবা আর জ্যাক স্প্যারো

হলিউডের সীমা পার করে গেলেন কার্তিক আরিয়ান? ঘটনা তেমনই। সৌদি আরবে চলছে রেড সি ইন্টারন্যাশনাল ফিল্ম ফেস্টিভ্যাল। সেখানেই দেখা হয়ে গেল রুহ বাবা আর জ্যাক স্প্যারো-র মানে কার্তিক আরিয়ান ও হলিউডের কিংবদন্তী জনি ডেপ-এর। দুজনের কাঁধে হাত রেখে তোলা ছবি পোস্ট করেছেন কার্তিক ইনস্টায়। সঙ্গে লিখেছেন, পাইরেটস অফ দ্য রেড সি রুহ বাবা x জ্যাক স্প্যারো। কার্তিকের অনুরাগীরা উচ্ছ্বাসে ভেসে গিয়েছেন। আসছে মন্তব্য। অনেকেই বলেছেন, এবার দুজন আসছেন পর্দায়। সেটা বাড়াবাড়ি রকমের ভাবনা হলেও রুহ বাবা ছড়িয়ে পড়েছেন বলিউডে। খুশি কার্তিক। এর সঙ্গে বলেছেন, ভুলভুলাইয়ার প্রস্তাব প্রথমে পেয়ে হ্যাঁ বলেননি। পরে যখন কাজটা করলেন, তিনি মুগ্ধ হয়ে গিয়েছিলেন এবং ছবিও তাঁর কেরিয়ারের মাইলফলক হয়ে গিয়েছিল। এখন কার্তিক তু মেরি ম্যায় তেরা ম্যায় তেরা তু মেরি নিয়ে ব্যস্ত। জনি ব্যস্ত ডে ড্রিংকার নিয়ে, যার মুক্তি ২০২৬-এ।

দেবলীনা আর গৌরব সত্যিই কি একসঙ্গে

২০১৭ সালে গৌরবদের বাড়িতে লক্ষ্মীপুজোয় এসে গৌরবকে ভালো লেগে যায় তাঁর। তারপর দুজনের তিন বছরের প্রেম। ২০২০-তে বিয়ে। গৌরব চট্টোপাধ্যায় আর দেবলীনা কুমার কেউই নিজেদের সম্পর্ক নিয়ে লুকোছাপা করেননি। দেখতে দেখতে পাঁচ বছরের বিবাহবার্ষিকীও এসে গেল। যদিও মাঝে দুজনের বিচ্ছেদের গুঞ্জন দীর্ঘ হয়েছে, কিন্তু দুজনেই তাতে সায় দেননি। তাঁরা জানিয়েছেন যে, সব ঠিক চলছে।

পাঁচ বছরের বিয়ের দিনে তাঁর স্বামীকে সোশ্যাল মিডিয়ায় মেসেজ দিয়ে শুভেচ্ছা পাঠিয়েছেন দেবলীনা কুমার।

গৌরব চট্টোপাধ্যায় সেই মেসেজে লাইক করেছেন। কিন্তু দেবলীনাকে প্রত্যুত্তরে কোনও মাখো-মাখো মেসেজ উপহার পাঠাননি। তার মানে কি, যা রটে, তার কিছু বটে? অভিনেত্রী ঋতব্রতার সঙ্গে নাকি সম্পর্কে জড়িয়ে পড়েছেন গৌরব। কানাঘুষোয় তেমন খবরই শোনা যাচ্ছে। সম্প্রতি বিদেশে ঘুরে এসেছেন দেবলীনা। একা। তখনও আবার গৌরবের সঙ্গে বিচ্ছেদের কথা জোরদার হয়েছিল। তবে দুজনেই প্রতিবাদ জানিয়েছিলেন। এখন আবারও সেই একই কথা বাতাসে ভেসে বেড়াচ্ছে। আসল ঘটনাটা কি, তা অবশ্য সময়ই বলবে।

একনজরে সেরা

সাতদিনের জন্য

আর্থিক জালিয়াতির দায়ে বিক্রম ভাট ও তাঁর স্ত্রী শ্বেতাম্বরী ভাটকে উদয়পুর কোর্ট সাতদিনের পুলিশ কাস্টডিতে পাঠিয়েছে। উদয়পুরের ডা. অজয় মার্ডিয়ার কাছ থেকে ওঁরা ২০০ কোটি টাকা নিয়েও চিকিৎসকের স্ত্রীর বায়োপিক সহ বেশ কয়েকটি ছবি করেননি। যেসব ছবি করেছেন তাতে তাঁর নাম নেই—এই অভিযোগে ওঁদের বিরুদ্ধে মামলা করেছেন।

হৃদয়বান অজয়

ইদে ধামাল ২ আসছে না। ধুরন্ধর ২, যশ-এর টক্সিক মুক্তি পাচ্ছে ওই সময়েই। এজন্যই নায়ক অজয় দেবগণ ছবির টিমের সঙ্গে আলোচনা করে এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। ধুরন্ধর ছবির সাফল্য দেখে তাঁর মনে হয়েছে এর ২ নম্বর ভাগের সাফল্যের জন্য রাস্তা সাফ থাকা দরকার। ধামাল ২০২৬-এর মে মাসে আসবে।

ধুরন্ধর বিক্রি

সোমবার ১০৩ কোটি ছাড়িয়েছে ধুরন্ধর-এর ব্যবসা। নেটফ্লিক্স ছবির দুই ভাগের স্বত্ব কিনেছে ১৩০ কোটি টাকায়। অ্যানিম্যালও এই পরিমাণেই বিক্রি হয়, সলমন খানের টাইগার ৩-এর বিক্রি হয় ৯৫ কোটি টাকায়। ডিজিটাল মঞ্চে রণবীরের কোনও ছবি এত বড় ব্যবসা এই প্রথম করল। ধুরন্ধর ২ আসবে ১৯ মার্চ, ২০২৬-এ।

কাঠগড়ায় রাহুল

অভিনেতা রাহুল বোস ভারতীয় রাগবি অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি। তিনি হিমাচল প্রদেশে সরকারি রাগবি অ্যাসোসিয়েশন প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দেন জুব্বাল রাজপরিবারের দিব্যা কুমারীকে। স্থানীয় মানুষ এক সমিতি গঠন করেন কিন্তু রাহুল প্রতিশ্রুতি রাখেননি। নির্বাচনে জয়ের জন্য রাহুল মহারাষ্ট্রের বাসিন্দা হয়েও হিমাচলের বাসিন্দা হিসেবে নকল শংসাপত্র জোগাড় করেন। দিব্যা তাঁর বিরুদ্ধে মামলা করেছেন।

আরবিতে রামায়ণ

মঙ্গলবার রামায়ণের নির্মাতারা ছবির আরবি ইন্ট্রোডাকশন ভিডিও শেয়ার করছেন ইউটিউবে। এর 'টেক্সট' লেখা হয়েছে আরবিতে, কোনও সংলাপ শোনা যায়নি। রামায়ণ হিন্দি, তেলুগু, বাংলা সহ প্রায় ৪০-৫০টি ভাষায় মুক্তি পাবে। ছবির জন্য এমন এআই কারিগরি ব্যবহার করা হবে যাতে মনে হয়, কুশীলবরা ওই ভাষাতেই কথা বলছেন।

বিক্রান্ত, আন্তর্জাতিক তারকারা ভারতে

একটানা দক্ষিণ আমেরিকায় শুটিং শেষ করে হোয়াইট-এর টিম এল ভারতে। এবার ছবির শেষ অংশের শুটিং হবে বেঙ্গালুরুতে। হোয়াইট-এর গুরুত্বপূর্ণ চরিত্রে আছেন বিক্রান্ত মাসে। তাঁর সঙ্গে ছবিতে দেখা যাবে দক্ষিণ আমেরিকার জনপ্রিয় স্টার ডেরিও ইয়াজবেক বারনালকে। তিনি আবার আর এক জনপ্রিয় গ্লোবাল স্টার গেইল গার্সিয়া বারনালের ভাই। নারকোর চিত্রগ্রাহক জুয়ান কালোস গিল ছবির চিত্রগ্রহণের দায়িত্বে আছেন। ছবির উপস্থাপকের দায়িত্বে আছেন পরিচালক সিদ্ধার্থ আনন্দ, পরিচালক মন্টু বাসি।

শোনা গিয়েছে, ছবিতে কলম্বিয়ার অভ্যন্তরীণ জটিলতা কীভাবে এক ভারতীয় গুরু শ্রীশ্রী রবি শংকরের হস্তক্ষেপে শেষ হয়, তাই নিয়ে এই ছবি। শান্তির উদ্দেশে দেওয়া তাঁর উপদেশ, মানুষের ভিতরের দ্বন্দ্বের অবসানে তাঁর মানবিক উদ্যোগ, তাঁর অনুপ্রেরণামূলক নানা পদক্ষেপ, সবই ছবির বিষয়।

সুস্থ প্রেম

কঠিন হার্টের অসুখ থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরেছেন অভিনেতা প্রেম চোপড়া। মুম্বইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে ভর্তি ছিলেন তিনি। সেখানেই তাঁর অসুখের চিকিৎসা হয় এবং এখন তিনি সুস্থ। এই খবর জানিয়েছেন তাঁর জামাতা এবং অভিনেতা শরমন যোশি।

শরমন তাঁর ও প্রেম চোপড়ার একটি ছবি পোস্ট করে লিখেছেন, 'আমাদের পরিবারের তরফে জানাচ্ছি, আমার শ্বশুরমশাই প্রেম চোপড়াজি কঠিন এ্যায়োরটিক স্টেনোসিসে আক্রান্ত হয়েছিলেন। ওপেন হার্ট সার্জারি ছাড়াই টিএভিআই পদ্ধতি প্রয়োগ করে ভালভ বসানো হয়েছে। ড্যাড এখন মোটের ওপর সুস্থ এবং তিনি বাড়ি ফিরে এসেছেন।' শরমন পোস্টে ডা. নীতিন গোখলে ও ইন্টারভেনশনাল কার্ডিওলজিস্ট ডা. রবীন্দর সিং রাওকে বিশেষভাবে ধন্যবাদ দিয়েছেন। উল্লেখ্য, তাঁদের অধীনেই অভিনেতার চিকিৎসা হয়েছে। শরমন, প্রেম চোপড়ার বেশ কিছু ছবিও পোস্ট করেছেন। একটিতে অভিনেতা জিতেন্দ্রকে দেখা যাচ্ছে, তিনি চোপড়ার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছেন হাসপাতালে। উল্লেখ্য, প্রেম চোপড়া ফুসফুসে কফ জমার সমস্যা নিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন, ১৫ নভেম্বর ছাড়া পান।

ভিকির নায়িকা চর্চায় দীপিকা

ছবির নাম মহাবতার। এই ছবিতে ভিকি কৌশলের নায়িকা হচ্ছেন দীপিকা পাড়ুকোন? খবর তেমনই। গত সপ্তাহে ছবির প্রযোজক ম্যাডক ফিল্মসের স্টুডিওয় দেখা গিয়েছিল দীপসকে। তা থেকে প্রথমে অনুমান হয়, তিনি সংস্থার হরর-কমেডির কোনও ভাগে থাকবেন বোধহয়। পরে জানা গিয়েছে, তাঁর এই ম্যাডক-ভ্রমণ মহাবতার ছবির কারণে। সূত্রের খবর, গুরু পরশুরামের জীবনীভিত্তিক এই ছবিতে তাঁর বিপরীতে থাকা চরিত্রটির ওজন ও মাপ যতটা গভীর, তাতে চরিত্রের সঙ্গে মানানসই হবেন একমাত্র দীপিকাই। আলোচনা চলছে, তবে তা প্রাথমিক পর্যায়ে। দীপিকা ছাড়াও প্রথম সারির কয়েকজন নায়িকাকে নিয়েও নির্মাতারা ভাবছেন। যদি দীপিকাই নির্বাচিত হন, তাহলে ভিকির সঙ্গে এটাই হবে তাঁর প্রথম ছবি।

জমজমাট ৪৩তম উত্তরবঙ্গ বইমেলা। অঘ্রানের হিমেল সন্ধ্যায় শহরবাসীর একমাত্র গন্তব্য এখন কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়াম চত্বর। শুরুর পর স্টলের সংখ্যা বেড়েছে। দেখা যাচ্ছে, নতুনের চেয়ে পুরোনো বই কেনার ঝোঁক তুলনামূলক বেশি। তবে তা কি কেবল সস্তা বলে, নাকি রয়েছে অন্য কারণ? খোঁজ নিলেন **সপ্তর্ষি রায়চৌধুরী**

পুরোনো বইয়ে কত স্মৃতিকথা

বইমেলা

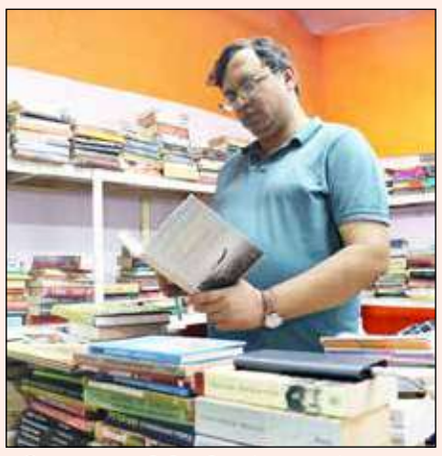

বইয়ে মগ্ন বিক্রেতা আমজেদ আলি মল্লিক ও পঙ্কজ গম্ভীর। মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে উত্তরবঙ্গ বইমেলায়।

শিলিগুড়ি, ৯ ডিসেম্বর : পাশাপাশি শুয়ে থাকে ওরা, কেউ কেউ দাঁড়িয়ে। মাখামাখি, ভাগাভাগি- একে অপরের শরীরে। ওরা অপেক্ষা করে কোনও এক প্রেমিকের, হাতে তুলে নেবে, বুকের 'ভাঁজে' মুখ রেখে শুঁকে নেবে গন্ধ অনেক, নেশাতুর চোখে তাকিয়ে থাকবে, অযথা দীর্ঘক্ষণ। এরপর শুরু হবে উন্মোচন, একের পর এক 'পৃষ্ঠা' উলটে। ভেঙে যাবে লজ্জা, কেটে যাবে ভয়। আদানপ্রদানে সার্থক হবে ওদের বই-জীবন, নিরসন হবে একাকিত্বের। ওরা কেউ কেউ সন্তান-সুনীল, শক্তি কিংবা জীবনানন্দের।

ওদের কারও পোশাক রকমারি, কেউ ভীষণ মলিন। আগেও ভালোবেসে অনেকে নিয়ে গিয়েছিল ঘরে। যদিও সে 'গাঁটছড়া' স্থায়ী হয়নি। ওদের বুকে তাই এখনও অনেক প্রেম বাকি। ওরা চায় মাতাল হতে, ততোধিক মাতাল করতে। কেবল দেরাজে সাজিয়ে 'যত্ন' চায় না, চায় 'বেপরোয়া' প্রেমিকের রাতের ঘুম কাড়তে। উত্তরবঙ্গ বইমেলায় এবার ওদের চাহিদাই বেশি, ওদের আক্ষরিক নাম- পুরোনো বই।

'উই ধরেনি তো?' সমবয়সি বন্ধুর দিকে প্রশ্ন ছুড়ে দিলেন বৃদ্ধ। উত্তর এল, না। 'তবে আবার ভাবনা কীসের, কিনে ফ্যাল!' বন্ধুর সম্মতি পেয়ে তৎক্ষণাৎ ওই ব্যক্তি হাঁটা দিলেন কাউন্টারের দিকে। উই না ধরা বইটি 'মধুসূদন রচনাবলী'। বিক্রি হল জলের দরে। মঙ্গল সন্ধ্যায় যে স্টলে দাঁড়িয়ে এই কথোপকথন শুনলাম, সেটা উত্তরবঙ্গ বইমেলার সবচেয়ে বড় স্টল। নতুন, পুরোনো হরেক বইয়ের সম্ভার; বেশিরভাগই দুষ্প্রাপ্য। আর সেখানেই ভিড় বইপোকাদের। স্টলের মালিক আমজেদ আলি মল্লিক। কলকাতার কলেজ স্ট্রিটের ফুটপাথে তাঁর ছোট্ট দোকান। তবে নভেম্বর থেকে ফেব্রুয়ারি মাস পর্যন্ত পাড়ি জমান দেশের বিভিন্ন প্রান্তের বইমেলায়।

আমজেদের স্টলে প্রায় ১০ হাজার বই। ভুবনেশ্বরের বইমেলা থেকে শিলিগুড়িতে এসেছেন। পরের গন্তব্য কোচবিহার। শিলিগুড়িতে লজ ভাড়া নিয়ে থাকছেন। স্টলে মোট পাঁচজন কর্মী। ২০০৯ সাল থেকে তিনি উত্তরবঙ্গ বইমেলায় আসছেন। এনসাইক্লোপিডিয়া, ফ্লেয়ার, ব্রিটানিকা থেকে শুরু করে রুশ দেশের এমন অনেক বইয়ের 'কালেকশন' তাঁর কাছে আছে, যা খুঁজলে আর কোথাও পাওয়া যাবে না বলে দাবি। হুগলিবাসী আমজেদ বইয়ের ব্যবসায় রয়েছেন প্রায় ৩০ বছর। পুরোনো বই সংগ্রহ করতে অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয় বলে জানালেন। কেনার পর নিজের

হাতেই 'শুশ্রূষা' করেন। এরপর বেরিয়ে পড়েন মেলায় মেলায়, পাঠকের সন্ধানে।

আমজেদের স্টলে দেখা হল পেশায় সাংবাদিক দেবাশিস সরকারের সঙ্গে। তিনি অকপটে স্বীকার করলেন, এই স্টলের বিকল্প নেই। বইপোকা দেবাশিস দরদামে ওস্তাদ! তিনি বললেন, 'এখান থেকে ২০ হাজার টাকা দামের বই ৫ হাজারে কিনেছি। ক্লাস সেভেনে পড়ার সময় একটা বই কিনতে চেয়েছিলাম। পারিনি। জানতে পেরে আমজেদ বিনামূল্যে দিয়েছে। পাঠককে কদর করতে জানে। সেটাই দরকার।'

কিন্তু পুরোনো বই কি কেবল সস্তা বলেই বিকোচ্ছে বেশি? কারণটা একেবারে অস্বীকার না করলেও শিলিগুড়ি লেকটাউনের বীণাশ্রী ঘোষের মতে, 'প্রতিটি পুরোনো বইয়ের একটা আলাদা গল্প থাকে।' তিনি দেখালেন তাঁর কেনা বইয়ের বাইরে উপহারদাতা ও প্রাপকের নাম লেখা। না থেমে বললেন, 'জানি না কত হাত ঘুরে আমি পেলাম! এই স্মৃতিগুলোই টানে।' খাপরাইল বাজারের ঈশান ছেত্রীর আবার স্বীকারোক্তি, 'এখনকার বইয়ের পৃষ্ঠা একদম ভালো না। তাই আমি পুরোনো বই কিনে পড়তেই পছন্দ করি।' আমজেদ ছাড়াও আরেকজন পুরোনো বই বিক্রেতা আছেন এই বইমেলায়, দিল্লির পঙ্কজ গম্ভীর। এটা তাঁর দ্বিতীয় বছর। তিনি নিজেকে 'পাঠক' বলতেই ভালোবাসেন। স্টলের বেশিরভাগ বই তাঁর পড়া। সেগুলোই বিক্রি করেন। আর উত্তরবঙ্গ বইমেলা তাঁর ভাষায়, 'ছুটি কাটানো।' ঘুরছেন কালিম্পং থেকে দার্জিলিং। পঙ্কজ গল্প শুনিয়ে পাঠকের আগ্রহ দ্বিগুণ করে দেন। পঙ্কজ বললেন, 'উত্তরবঙ্গের সংস্কৃতি, খাবার আমাকে টানে। তাই চলে আসি। খুব লাভ না হলেও, লোকসান হয় না।'

বইমেলা কর্তৃপক্ষের তরফে মধুসূদন সেন জানালেন, তিনি আমজেদ ও পঙ্কজকে বিলক্ষণ চেনেন। বললেন, 'আমজেদ বিক্রির নিরিখে দ্বিতীয় বা তৃতীয় হন প্রতিবার। পঙ্কজবাবুর স্টলে এমন কিছু বই আছে, যা শিলিগুড়িতে সচরাচর পাওয়া যায় না।'

রত্নভাণ্ডার

- আমজেদের স্টলে নতুন, পুরোনো হরেক বইয়ের সম্ভার; বেশিরভাগই দুষ্প্রাপ্য
- ২০০৯ সাল থেকে উত্তরবঙ্গ বইমেলায় আসছেন এই ব্যবসায়ী
- হুগলির আমজেদ ছাড়াও দিল্লি থেকে পুরোনো বই বিক্রেতা পঙ্কজ এসেছেন
- মেলা কমিটির কর্তাও জানালেন, প্রতিবছর পুরোনো বইয়ের বিক্রি ভালো হয়

বইমেলা লাইভ

ফোল্ডিং বই

বইমেলায় ঘুরতে ঘুরতে কত না অদ্ভুত জিনিস দেখা যায়। সাধারণত আমরা দুই ভাঁজের বই দেখতে অভ্যস্ত। এবারের বইমেলায় পাওয়া যাচ্ছে তিন ভাঁজে বিভক্ত বই। দেখতে একদম সাধারণ। কিন্তু হাতে নিয়ে বইটির ভাঁজ খুললে, তিন ভাঁজের এই বই দেখে তাক লাগতে বাধ্য। পাতায় পাতায় রোমাঞ্চ ও ভয়ের কথা আমরা অনেক শুনেছি। ব্রাম স্টোকারের গল্পের এই বাংলা অনুবাদে পাঠক পাতায় পাতায় তো বটেই, বইয়ের ভাঁজে ভাঁজেও রোমাঞ্চ এবং ভয়ের স্বাদ পাবেন।

বুকপকেটে সময়

আপনি বইমেলায় ইতিউতি হাঁটছেন, হঠাৎ চোখ আটকে গেল একটা গোলাকার চাকতিতে। আপনি দোকানিকে শুধোলেন, 'এটা কী বটে?' প্রশ্ন শুনে দোকানদার ওই চাকতিটির ডালা খুলে দিলেন। আর আপনি দেখলেন ওই চাকতিটি আদতে একটি 'পকেট ওয়াচ'। পুরোনো দিনে জমিদার এবং সম্ভ্রান্ত পরিবারের লোকেরা বুকপকেটে এই ঘড়ি রাখতেন। আপনি যদি চান, ট্যাঁক থেকে কিছু টাকা খসালেই সময় এবার ঠাঁই নেবে আপনার বুকপকেটে।

উড়ন্ত বল

বইমেলায় নর্থবেঙ্গল সায়েন্স সেন্টারের সায়েন্স প্যাভিলিয়নে নানান ধরনের মডেল আছে। তার মধ্যে অন্যতম এই উড়ন্ত বল। একটা নলের ওপর প্লাস্টিকের একটি বল বসানো আছে। সুইচ টিপলেই ওই নল থেকে ভীষণ জোরে বায়ু নির্গত হয়ে বলটিকে হাওয়ায় ভাসিয়ে দিচ্ছে। এই মডেল আসলে শিশু এবং কিশোরদের সহজে বার্নলির নীতি বুঝতে সাহায্য করবে। বার্নলির নীতি অনুযায়ী প্রচণ্ড বেগে যদি বাতাস বয়, তাহলে তার চাপ কমে যায়। তখন পার্শ্ববর্তী উচ্চচাপযুক্ত বায়ু বস্তুকে ভেসে থাকতে সাহায্য করে। বার্নলির নীতি মেনেই উড়োজাহাজ আকাশে ওড়ে।

ঝর্ণা কলম

ওই যে কথায় আছে, কাগজ, কলম, মন লেখে তিনজন। বইমেলায় বই কেনার পাশাপাশি বিভিন্ন কলমও নেড়েচেড়ে দেখতে পারেন। যে সে কলম না, এগুলো ফাউন্টেন পেন বা ঝর্ণা কলম। সঙ্গে পাওয়া যাচ্ছে বিভিন্ন রংয়ের কালিও। বইমেলায় বই কেনার পাশাপাশি নস্টালজিয়াকে জাগিয়ে তুলতে আপনি ঝর্ণা কলমের স্টলে ঢুঁ মারতেই পারেন।

তথ্য ও ছবি : সব্যসাচী চট্টোপাধ্যায়

কমিউনিটি হল যেন খাটাল, চলছে নেশাও

শিলিগুড়ি, ৯ ডিসেম্বর : শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের আদর্শনগরের কমিউনিটি হলটি দীর্ঘদিন ধরেই ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে পড়ে রয়েছে। আর সেটারই 'সদ্ব্যবহার' করছে স্থানীয় কিছু মানুষ। একদিকে চলছে অবাধে নেশা, অন্যদিকে বিচরণ করছে গবাদিপ্রাণীরা! সকালে উঠে অনেকেই গৃহপালিত প্রাণীকে ওই হলের ভেতরে, আশপাশে ছেড়ে আসছেন বলে অভিযোগ।

কেন কোনও পদক্ষেপ করছে না প্রশাসন? প্রশ্ন স্থানীয়দের। ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বিবেক সিংয়ের সাফাই, 'এই প্রসঙ্গ আমি আট মাস আগে বোর্ড সভায় তুলেছিলাম। তখন বলা হয়েছিল, হলটি ভেঙে ফেলা হবে। যদিও আর কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। এমনকি বোর্ড সভার পরেও আমি দুই থেকে তিনবার পুরনিগমে চিঠি দিয়েছি। তবু সমাধান অধরা।'

পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের আশ্বাস, 'আমরা খুব তাড়াতাড়ি হলের একটা দিক ভেঙে নতুন করে তৈরি শুরু করব।'

আদর্শনগরে মহানন্দার ধার সংলগ্ন মাঠ এলাকায় থাকা ওই কমিউনিটি হল বহুদিনের পুরোনো। সংশ্লিষ্ট এলাকার একটা বড় অংশের মানুষের কাছে হলটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। বিয়ের মতো নানা সামাজিক অনুষ্ঠানের জন্য কমখরচে ভাড়া নিতে পারতেন তাঁরা। যদিও সময়ের সঙ্গে ধীরে ধীরে কমিউনিটি হলটি বেহাল হতে শুরু করে। দেওয়ালে ফাটল দেখা দিয়েছে। তাই দীর্ঘদিন ধরে সংস্কারের দাবি উঠছে। অভিযোগ, এই পরিস্থিতিতেও পুরনিগম আমল দিচ্ছে না।

শেষপর্যন্ত পরিত্যক্ত ওই হল নেশাগ্রস্তদের আঁতুড়ে পরিণত হয়। যেহেতু কোনও কাজেই লাগছে না, তাই সচরাচর কেউ সেদিকে ঢুঁ মারেন না। অসামাজিক কার্যকলাপের জন্য যা আদর্শ। এলাকাবাসীর মধ্যে পৃথ্বীশ দাস বললেন, 'কমিউনিটি হলের কারণে আমরা সবসময় পাড়ার নিরাপত্তা নিয়ে চিন্তিত থাকি।' আরেক বাসিন্দা সুরেশ শা'র কথায়, 'বাইরের ছেলেরাও ভিড় করছে। বিষয়টি উদ্বেগজনক।'

আজ শহরে

- ভাবনা কালচারাল অ্যান্ড সোশ্যাল ওয়েলফেয়ার সোসাইটির তরফে বুধবার শিবমন্দির সুপ্রিয় হোটেলের হলে আবৃত্তি কর্মশালা। ব্রততী বন্দ্যোপাধ্যায় প্রশিক্ষণ দেবেন। ব্রততী কাল উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের রবীন্দ্র-ভানু মঞ্চে একক আবৃত্তি পরিবেশন করবেন। এছাড়াও উদ্যোক্তা সংস্থার অনুষ্ঠান থাকবে। রূপায়ণে সুবীর ভট্টাচার্য, জয়তী ভট্টাচার্য।

ভাঙা বাতিস্তম্ভে বিড়ম্বনা

শিলিগুড়ি, ৯ ডিসেম্বর : এয়ারভিউ মোড় সংলগ্ন মহানন্দার তীরবর্তী সৌন্দর্যায়িত এলাকায় বেহাল বাতিস্তম্ভ। অভিযোগ, অধিকাংশ বাতির মাথা ভেঙে পড়েছে। কোনওটি বাঁশের কঞ্চি, কোনওটি রড দিয়ে ঠেকনা দিয়ে রাখা হয়েছে। প্রশ্ন উঠছে, সরকারি অর্থ ব্যয়ে সৌন্দর্যায়নের মানে কী?

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকারের বক্তব্য, 'বাতিস্তম্ভ আমরা পরিবর্তন করে দেব। তাছাড়া ওখানে আরও কিছু কাজ রয়েছে। সবটাই আমরা করব।'

সৌন্দর্যায়নের পর থেকে এয়ারভিউ মোড় সংলগ্ন মহানন্দা তীরের এলাকা, শহরবাসীর কাছে বিশেষ পছন্দের। বিকেল হলেই কেউ আড্ডা মারতে চলে আসেন, আবার কেউ রাস্তা দিয়ে যাওয়ার ফাঁকে কিছুক্ষণ সময় কাটাতে পছন্দ করেন এখানে। সেখানেই এখন চিন্তা বাড়াচ্ছে রুগ্ন বাতিস্তম্ভ। জানা গিয়েছে, বাতিস্তম্ভের একাংশের ভেতরে থাকা বালব উধাও হয়ে গিয়েছে। এই ধরনের ঘটনা অবাক করছে বেড়াতে আসা শহরবাসীকে।

শিলিগুড়ির দুই বাসিন্দা বিবেক পাল ও অভিজিৎ দাস বললেন, সৌন্দর্যায়িত এলাকায় থাকা বাতিগুলোই এখন দৃষ্টিকটু হয়ে দাঁড়িয়েছে। নতুন বাতি লাগানো উচিত। তবে তার বদলে জোড়াতালি দিয়ে কাজ চালানো হচ্ছে। একই বক্তব্য শহরের আরেক বাসিন্দা পরিতোষ রায়ের। তিনি বলেন, 'এলাকা সৌন্দর্যায়নে সবই করা হয়েছে। কিন্তু বাস্তবে রক্ষণাবেক্ষণের ক্ষেত্রে কোনও উদ্যোগ নেওয়া হয়নি। যার জেরে এই পরিস্থিতি।' অন্ধকারের সুযোগে যেন জায়গাটি নেশার আখড়া না হয়ে দাঁড়ায়, তাই পুলিশি নজরদারির দাবি উঠছে।

খানাখন্দে বিপদ পথে

শিলিগুড়ি, ৯ ডিসেম্বর : বছরের পর বছর কেটে গেলেও পুরনিগমের ৪১ নম্বর ওয়ার্ডের অরুণা লামা রাস্তার বেহাল অবস্থার হাল ফেরে না। ইসকন রোড, সেবক রোডে যাওয়ার সুবিধা থাকায় রাস্তাটি ওয়ার্ডবাসীর কাছে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই রাস্তাটি টানা ছয় বছরের বেশি সময় ধরে বেহাল হয়ে রয়েছে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ। রাস্তাজুড়ে নেই কোনও পিচের প্রলেপ। এমনকি রাস্তার একাংশে বড় বড় গর্ত তৈরি হয়েছে। স্থানীয় মালতী দাস বলেন, 'রাস্তা থেকে সবসময় ধুলো ওড়ে। ঘরের দরজা-জানলা বন্ধ করে থাকতে হয়। সত্যি খারাপ পরিস্থিতি। এমনকি রাস্তার একাংশে বড় বড় গর্ত থাকায় প্রায় সময় দুর্ঘটনাও ঘটছে।'

কেউ রুমালে চোখমুখ ঢেকে পথ চলছেন, কেউ আবার ব্যবহার করছেন ওড়না। মঙ্গলবার অরুণা লামা রোডে পা রেখে এমন ছবি চাক্ষুষ করা গিয়েছে। স্থানীয় সুখেন পালের কথায়, 'সাইকেল নিয়ে যাওয়াও কষ্টকর। প্রশাসনের উচিত এই বিষয়ে নজর দেওয়া।' রজত সাহা বললেন, 'কেউ আমাদের কথা শোনেন না।' ওয়ার্ড কাউন্সিলার শিবিকা মিত্তালের অবশ্য দাবি, 'উত্তরবঙ্গ উন্নয়ন দপ্তরের আর্থিক সহযোগিতায় চলতি মাসেই রাস্তাটির সংস্কারের কাজ শুরু হবে।'

মেয়রের দ্বারস্থ হবেন ব্যবসায়ীরা

ফুটপাথের বিকল্প চাই

শিলিগুড়ি, ৯ ডিসেম্বর : ফুটপাথ দখলমুক্ত করতে শিলিগুড়ি শহরের রাস্তায় মাঝেমধ্যেই অভিযান চলে পুরনিগম ও ট্রাফিক পুলিশের। রবিবার হিলকার্ট রোডে এমনই অভিযানে ফুটপাথ দখল করে দোকান সাজানো ব্যবসায়ীদের সরে যাওয়ার নির্দেশ দিয়েছিল ট্রাফিক পুলিশ। পুলিশের নির্দেশে সোমবার থেকে দোকান বন্ধ করে রেখেছে হিলকার্ট রোড ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতি। সমিতির প্রায় দুশো সদস্য দোকান বন্ধ রেখে শুয়েবসে সময় কাটাচ্ছেন। তাঁদের বক্তব্য, পুলিশের নির্দেশ মেনে দোকান বন্ধ রেখেছেন ঠিকই, কিন্তু এখনই দোকান সরাচ্ছেন না। তাঁরা মেয়রের কাছে পুনর্বাসনের দাবি জানাবেন।

হিলকার্ট রোডের ফুটপাথে ব্যবসা নতুন নয়। কেউ ১৫ বছর, কেউ আবার ২০ বছর ধরে ব্যবসা করছেন বলে তাঁদের দাবি। প্রতিদিন দোকান থেকে হওয়া উপার্জনেই তাঁদের পরিবার চলে। পুলিশের নির্দেশ মেনে দোকান বন্ধ রেখেছেন। কিন্তু দু'দিন দোকান বন্ধ রাখায় ব্যবসায়িক ক্ষতির মুখে পড়তে হলেও তাঁরা চাইছেন সমস্যার স্থায়ী সমাধান। ওই সমাধান পুনর্বাসনের মধ্য দিয়ে পাওয়া যাবে বলে মনে করছেন তাঁরা।

ব্যবসায়ীদের বক্তব্য, তাঁরা দ্রুত মেয়র গৌতম দেবের সঙ্গে দেখা করতে চান। যদি ফুটপাথে দোকান করতে না দেওয়া হয়, তবে তাঁদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থা করা হোক, এই দাবি তাঁরা রাখবেন মেয়রের কাছে।

মঙ্গলবারও দোকান বসেনি হিলকার্ট রোডের ফুটপাথে। ছবি : সূত্রধর

ব্যবসায়ী প্রবীর রায় বললেন, 'দুইদিন ধরে দোকান বন্ধ থাকায় আমাদের চরম সমস্যায় পড়তে হচ্ছে। দোকানে শীতবস্ত্র তুলেছি। এখন যদি সেগুলি বিক্রি করতে না পারি, তাহলে আরও সমস্যায় পড়তে হবে।' চিন্তার ভাঁজ রয়েছে পিকলু দাস, পল্টন সাহা, সুমন দাশগুপ্ত, প্রবীর রায়, গোপাল ঘোষ, নীতেশ সরকার, সুনীল রায়দের কপালে। তাঁদের কেউই বুঝতে পারছেন না, আগামীতে কী হবে? হিলকার্ট রোড ক্ষুদ্র ব্যবসায়ী সমিতির সভাপতি বিশ্বদীপ দেবনাথ মঙ্গলবার বলেন, 'পুলিশ না করার পর থেকেই আমরা স্ব-ইচ্ছায় দোকান বন্ধ রেখেছি। ফুটপাথে থাকা সমস্ত দোকান বন্ধ রাখতে বলা হয়েছে। খুব শীঘ্রই আমরা মেয়র গৌতম দেবের দ্বারস্থ হব বিষয়টি নিয়ে। ফুটপাথে যদি দোকান করতে না দেওয়া হয়, সেক্ষেত্রে পুনর্বাসনের দাবি জানাব।'

হেলমেট নেই, জরিমানা তাই

ইসলামপুর, ৯ ডিসেম্বর : বেপরোয়া গতিতে বাইক চলাচলে লাগাম পরাতে মঙ্গলবার অভিযানে নামল ইসলামপুর ট্রাফিক পুলিশ। এদিন ইসলামপুর পুর বাস টার্মিনাসের সামনের ট্রাফিক পয়েন্টে দাঁড়িয়ে পুলিশকর্মীরা হেলমেটহীন বাইকচালকদের আটক করেন। অনেককেই জরিমানা করা হয়। গত সপ্তাহেও একাধিক মডিফায়েড সাইলেন্সর বাজেয়াপ্ত করা হয়েছিল। ট্রাফিক পুলিশকর্তারা জানিয়েছেন, পথচলতি মানুষের সুরক্ষার স্বার্থে আগামীতেও অভিযান চলবে।

উপভোক্তাদের শেখাতে

ইসলামপুর, ৯ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার পশ্চিমবঙ্গ সংখ্যালঘু উন্নয়ন ও বিত্ত নিগমের উদ্যোগে ইসলামপুর উর্দু অ্যাকাডেমিতে তিনদিনব্যাপী প্রশিক্ষণ শিবির শুরু হল।

টার্ম লোন, ক্ষুদ্র ঋণ প্রকল্প, সংখ্যালঘু মহিলাদের ক্ষমতায়ন কর্মসূচি সহ বিভিন্ন প্রকল্প নিয়ে উপভোক্তাদের প্রশিক্ষণ দেওয়াই উদ্দেশ্য। চোপড়া, ইসলামপুর, গোয়ালপোখর ও চাকুলিয়া ব্লক থেকে ১২০ জনকে বেছে নেওয়া হয়েছে প্রশিক্ষণের জন্য।

আবর্জনায় খাবারের খোঁজ। শালুগাড়ায় নির্মীয়মাণ ফ্লাইওভারের কাছে। মঙ্গলবার। ছবি : সায়ন চট্টোপাধ্যায়

স্বমহিমায় দাঁড়িয়ে বিদ্যুতের খুঁটি

শিলিগুড়ি, ৯ ডিসেম্বর : বাড়ি বাড়ি সংযোগের জন্য বিদ্যুতের লো-টেনশন লাইনের তারও মাটির তলা দিয়ে যাচ্ছে। এর পরেও বিদ্যুতের খুঁটি সরানো যাচ্ছে না। কারণ, বিদ্যুতের খুঁটি সরালে পথবাতি সরিয়ে ফেলতে হবে।

খুঁটি না সরানোয় সার্ভিস জংশন বক্স (এসজেবি) বসাতে সমস্যা হচ্ছে। কোথাও স্থানীয়দের বাড়ির সামনের দিকে একাংশে বসাতে হচ্ছে আবার কোথাও নিকাশিনালার ওপর বসাতে হচ্ছে। পথবাতি বসানোর জন্যে যে খুঁটি প্রয়োজন সেগুলির জন্যে প্ল্যান এস্টিমেট করে শিলিগুড়ি পুরনিগম প্রায় বছরখানেক আগে রাজ্য সরকারের কাছে পাঠিয়েছে। কিন্তু রাজ্যের তরফে এখনও কোনও উত্তর আসেনি। আর তাই সমস্ত বিদ্যুতের তার মাটির নীচ দিয়ে গেলেও পুরনিগম এখনই কংক্রিটের খুঁটি সরাতে পারছে না। আর তাতেই সমস্যা।

এই প্রসঙ্গে পুরনিগমের বিদ্যুৎ বিভাগের মেয়র পারিষদ কমল আগরওয়ালের বক্তব্য, 'বিষয়টি নিয়ে আমরা প্ল্যান এস্টিমেট করে সরকারের কাছে পাঠিয়েছি। শীঘ্রই আমাদের বৈঠকও রয়েছে।' শিলিগুড়ি পুরনিগমের কংগ্রেস কাউন্সিলার সুজয় ঘটকের বক্তব্য, 'পথবাতি বসানোর জন্য বিকল্প খুঁটি বসানোর কোনও অনুমোদন আসেনি। যে ডিস্ট্রিবিউশন বক্স বসানো হচ্ছে সেগুলি বাড়ির সামনে আড়াআড়িভাবে বসাতে হচ্ছে।

এতে সাধারণ মানুষের সমস্যা হচ্ছে। কারও বাড়ির সামনে খুঁটি থাকলে সেটা পুরনিগমে আবেদন জানিয়ে টাকা দিলেই সরানো যায়। কিন্তু ডিস্ট্রিবিউশন বক্স একবার বসে গেলে আর সরানো সম্ভব নয়।' তাঁর প্রস্তাব, পুরনিগমের বাস্তুকারদের বিষয়টি দেখার জন্যে নিয়োগ করা হোক। তাঁদের না জানিয়ে যাতে কোথাও ডিস্ট্রিবিউশন বক্স না বসে সেটা নিশ্চিত করতে হবে।

শিলিগুড়ি পুরনিগমের ১৬, ১৭, ২০ নম্বর ওয়ার্ড সহ কয়েকটি এলাকায় ভূগর্ভস্থ বিদ্যুতের কেবল পাতার কাজ শুরু হয়েছে। এই এলাকাগুলিতে বাড়ি বাড়ি সংযোগ দেওয়ার লো-টেনশন তারও মাটির তলা দিয়েই নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। এতে আর এই এলাকাগুলিতে খুঁটির কোনও প্রয়োজন নেই। কিন্তু খুঁটিগুলিতে পথবাতি বসানো রয়েছে। তাই এখনই খুঁটিগুলি সরানো যাচ্ছে না। সব মিলিয়ে হাজারেরও বেশি খুঁটি সরাতে হবে। কত দ্রুত এই সমস্যা মেটে সেদিকে অনেকেরই নজর রয়েছে।

সময়জ্ঞান নেই! জোন করে জলের জোগান

রাহুল মজুমদার

প্রতীকী ছবি। -এআই

শিলিগুড়ি, ৯ ডিসেম্বর : 'মশাই একটু জল পাই কোথায় বলতে পারেন?'

সুকুমার রায়ের 'অবাক জলপান'-এর এই উক্তিটি বোধহয় সকালে উঠে শিলিগুড়ির বহু মানুষকে আওড়াতে হচ্ছে আজকাল। পানীয় জল সংগ্রহের জন্য অনেকেই মোবাইলে অ্যালার্ম সেট করে রাখছেন। একেক দিন একেক সময়। ২৩ নম্বর ওয়ার্ডের বাসিন্দা অণিমা তরফদার বলছিলেন, 'সারাদিনে এক ঘণ্টা মেরেকেটে জল থাকে। ওই সময় অন্য কাজ করা যায় না। মাঝেমধ্যেই সময় বদলে যাচ্ছে।'

নাগরিকদের দাবি, সপ্তাহে ৭ দিন নাকি একই সময়ে পানীয় জল পরিষেবা মিলছে না শহরে। আজ সকাল ছয়টায়, তো কাল নয়টায় জল আসছে। এমন রুটিনে বিভ্রান্ত শহরবাসী। অভিযোগ, বেশ কয়েকটি এলাকায় মাত্র ৩০ মিনিট জল থাকছে। ফলে সামান্য দেরি হলেই গলা শুকিয়ে কাঠ। তবে পুর কর্তৃপক্ষের দাবি, নির্দিষ্ট সময়েই পানীয় জল সরবরাহ করা হচ্ছে। সাধারণ মানুষ বিষয়টি বুঝতে পারছেন, যুক্তি পুরনিগমের জল সরবরাহ দপ্তরের কর্তাদের।

তাহলে এর সমাধান হবে কীভাবে? শিলিগুড়ির ৪৭টি ওয়ার্ডকে বিভিন্ন জোনে ভাগ করার পরিকল্পনা করছে দপ্তর। সময়ের ওপর ভিত্তি করে এই বিভাজন হবে। প্রতিটি জোনে আলাদা আলাদা সময়ে পানীয় জল সরবরাহ করা হবে। ফলে নির্দিষ্ট জোনের অন্তর্গত সব ওয়ার্ডে মিলবে একই সময়ে। সকাল ও বিকেল, দুইবেলায় একই পদ্ধতি

ভাবনা পুরনিগমের

মেনে চলা হবে। মানুষের যেন সমস্যা মেটে, সেই লক্ষ্যে পুরনিগমের তরফে নির্দিষ্ট বরো আর ওয়ার্ডে প্রচার চালানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছে কর্তৃপক্ষ।

জল সরবরাহ বিভাগের মেয়র পারিষদ দুলাল দত্তের যুক্তি, 'জল সঠিক সময়েই আসছে। অনেকে হয়ত ঘুমোচ্ছেন কিংবা অন্য কাজে ব্যস্ত থাকছেন। যখন তাঁরা জল নিতে যাচ্ছেন, তখন হয়ত বন্ধ হওয়ার সময় হয়ে গিয়েছে। তাই অসুবিধা হচ্ছে। এই পরিস্থিতি থেকে বের হওয়ার উপায় খুঁজতে আমরা চিন্তাভাবনা করছি।'

পুরনিগমের বিভিন্ন এলাকায় পানীয় জলের সমস্যা তো রয়েইছে। কোথাও সময়মতো জল পৌঁছায় না, আবার কোথাও সুতোর আকারে ধীরে গতিতে পড়ে। কিছু কিছু জায়গায় পাইপ বসালেও জল পৌঁছাতে পারেনি পুরনিগম। কয়েকটি এলাকায় তো বছর পেরিয়েছে এমন অবস্থা।

সম্প্রতি এক নতুন সমস্যা প্রকট হয়। শহরের একাধিক এলাকায় নির্দিষ্ট সময়ে পানীয় জল পরিষেবা মিলছে না বলে অভিযোগ ওঠে। সোমবার ৮, ৯ সহ একাধিক ওয়ার্ডের বাসিন্দারা এই নিয়ে সরব হন। মঙ্গলবার একই ছবি ছিল ২৩, ৩১ ওয়ার্ডে। অভিযোগ, দুই ঘণ্টা জল দেওয়ার কথা থাকলেও ৪৫ মিনিটেই বন্ধ হচ্ছে। কিছু জায়গায় সেটি এক ঘণ্টা।

পুরনিগমের বিরোধী দলনেতা অমিত জৈনও ভুক্তভোগী। তাঁর দাবি, 'সোমবার আমার ওয়ার্ডে পানীয় জলের পরিষেবা নিয়ে সমস্যা হয়েছে।'

পৃথিবীর পাঠশালা

আইসল্যান্ডে তিমিরা মুক্ত

পরিবেশপ্রেমীদের জন্য বিরাট সুসংবাদ! আইসল্যান্ড সরকার তাদের ২০২৫ সালের তিমি শিকারের মরশুম বাতিল ঘোষণা করেছে। এর মানে হল, ফিন তিমি— পৃথিবীর দ্বিতীয় বৃহত্তম প্রাণী— এবার প্রাণে বাঁচল। আইসল্যান্ডের একমাত্র তিমি শিকার কোম্পানিও শিকার করবে না বলে জানিয়েছে। একসময় তিমি শিকার তাদের অর্থনীতির অংশ ছিল, কিন্তু এখন পরিবেশগত অগ্রাধিকার পরিবর্তন হচ্ছে। তিমি শিকার বন্ধ হওয়ায় সামুদ্রিক প্রাণীরা সুরক্ষিত হল। শিকারের সরঞ্জামগুলোর নীরবতা এখন সমুদ্রের সবচেয়ে মিষ্টি সুর।

বরফের নীচে লুকানো জঙ্গল

অ্যান্টার্কটিকার বরফের প্রায় দুই কিলোমিটার নীচে বিজ্ঞানীরা খুঁজে পেয়েছেন এক 'হারিয়ে যাওয়া জগৎ'! প্রায় ৩৪ মিলিয়ন বছর আগেকার এই ভূখণ্ডে লুকিয়ে আছে উপত্যকা, শৈলশিরা এবং যা একসময় ছিল নদী আর সম্ভবত জঙ্গল! স্যাটেলাইট রাডার ব্যবহার করে এই 'টাইম ক্যাপসুল' আবিষ্কার করা হয়েছে। বিজ্ঞানীরা বিশ্বাস করেন, এই এলাকাটি অ্যান্টার্কটিকা উষ্ণ থাকার সময়ের জলবায়ু এবং জীবন সম্পর্কে গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দেবে। বরফ ভেদ করে মাটির নমুনা সংগ্রহ করা গেলে হয়তো এই প্রাগৈতিহাসিক ইকোসিস্টেমের রহস্য উদঘাটন হবে।

মরেও মুক্তি নেই

আইওয়ার এক কয়েদির অদ্ভুত যুক্তি শুনে আদালতও হেসেছিল! যাবজ্জীবন কারাদণ্ডপ্রাপ্ত বেঞ্জামিন স্ক্রাইবার একবার অসুস্থ হয়ে মারা গিয়েও ডাক্তারদের চেষ্টায় বেঁচে ওঠেন। সুস্থ হয়েই তিনি আদালতে আবেদন করেন- 'আমার সাজা শেষ, কারণ আমি তো একবার মরে গেছি!' তিনি যুক্তি দিলেন, যাবজ্জীবন মানে জীবনের শেষ, আর যেহেতু একবার মরে গিয়ে আবার বেঁচে উঠেছেন, তাই তিনি এখন নতুন জীবন শুরু করতে পারেন! তবে আইওয়া আপিল আদালত তার এই হাস্যকর যুক্তি উড়িয়ে দিয়েছে। বিচারকরা রায় দিলেন, যাবজ্জীবন মানে কারাগারেই জীবন কাটানো, সাময়িক চিকিৎসার মৃত্যু নয়।

জেলখানা বন্ধ, নতুন ঠিকানা হোটেল

নেদারল্যান্ডসে এমন দিন এসেছে যে সেখানে অপরাধী নেই, তাই জেলখানা বন্ধ করে দিতে হচ্ছে! গত এক দশকে প্রায় ২০টিরও বেশি কারাগার বন্ধ হয়েছে। কারণ, অপরাধের হার কম, সাজার মেয়াদ ছোট এবং সরকার পুনর্বাসনের ওপর বেশি জোর দিচ্ছে। মজাটা হল ঃ বন্ধ হওয়া এই জেলখানাগুলোকে এখন নতুন কাজে লাগানো হচ্ছে— কোনওটা হয়েছে স্কুল, কোনওটা হোটেল, আর কোনওটা শরণার্থীদের থাকার জায়গা! ডাচরা প্রমাণ করল, মানুষকে শুধরে নিলে কারাগারের দরকার হয় না।

‘বিজেপি ক্ষমতায় এলে বাংলা হবে ডিটেনশন ক্যাম্প’

রাষ্ট্রপতি শাসনের চক্রান্ত : মমতা

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ৯ ডিসেম্বর : 'এসআইআর মেনে না নিলে বাংলায় রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করার পরিকল্পনা করেছিল বিজেপি। আমরা সেই পরিকল্পনা ভেস্তে দিয়েছি।' সফরের দ্বিতীয় দিনে মঙ্গলবার কোচবিহারের জনসভা থেকে কেন্দ্রকে তুলোধোনা করে এমনটাই দাবি করলেন রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। রাসমেলার মাঠ থেকে তিনি কেন্দ্রীয় সরকারের নানা 'চক্রান্তের' কথা দলের কর্মী-সমর্থকদের কাছে তুলে ধরেন। তাঁর হুঁশিয়ারি, 'বিজেপি এলে বাংলা শেষ হয়ে যাবে।' পাশাপাশি আশঙ্কা প্রকাশ করে তিনি জানান, এসআইআর-এর পর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করার পরই-একদিনের মধ্যেই ভোট ঘোষণা করা হবে। যাতে তালিকায় নামের গণ্ডগোল থাকলেও কেউ আদালতে মামলা করতে না পারেন। বিজেপির সেটাই পরিকল্পনা। 'প্রতি রাতে শুধু খসড়া তালিকা নয়, চূড়ান্ত তালিকায় নাম রয়েছে কি না তা দেখে নিতে এদিন পরামর্শ দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী।

কোচবিহার রাসমেলা মাঠে তৃণমূল মহিলা কর্মীদের ভিড়।

অন্যদিকে তাঁর অভিযোগ, 'বিএসএফ-কে দিয়ে ভোট নিয়ন্ত্রণের চেষ্টা হচ্ছে।' এনিয়ে তাঁর বার্তা, 'বিএসএফ সীমান্তে অত্যাচার চালালে মেয়েদের এগিয়ে দিন। মা-বোনেদের ক্ষমতা বড় না বিজেপির ক্ষমতা বড়, আমি দেখতে চাই। সমস্ত কেন্দ্রীয় সংস্থাকে ওরা হাতে রেখে দিয়েছে।' এছাড়া শীতলকুচিতে আনন্দ বর্মনের হত্যাকাণ্ড নিয়েও সিবিআই-কে তোপ দেগে তিনি বলেন, 'ওঁদের পরিবারেরই একজনকে গ্রেপ্তার করে রেখে দেওয়া হয়েছে। অথচ যারা গুলি চালাল তাদের কিছুই হল না।' এদিকে, একসময় রাজ্যে এসআইআর হতে দেবেন না বলে সুর চড়িয়েছিলেন মমতা। তবে ইতিমধ্যেই এসআইআর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। তবে এখন তাঁর পরামর্শ, 'এসআইআর-এ সবাই নাম তুলবেন। কেন্দ্র পরিকল্পনা করে নির্বাচনের দুই মাস আগে এটা করেছে। যদি আমরা এটা না করতে পারি তাহলে ওরা রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করবে। আর বিজেপির হাতে রাজ্যটা গেলে বাংলা শেষ হয়ে যাবে। আপনার অস্তিত্ব, সম্মান, ভাষা, ঠিকানা কিছু থাকবে না। গোটা বাংলাই ডিটেনশন ক্যাম্প হয়ে যাবে। এক কোটি লোকের নাম বাদ দিতে জীবিত বা অন্যত্র বিয়ে হয়েছে এমন নাম বাদ দেওয়া হয়েছে। হেয়ারিংয়ে সবাই সঠিক নথিপত্র দিন, কোনও সমস্যা হলে আমরা সাহায্য করব।'

> এসআইআর-এ সবাই নাম তুলবেন। কেন্দ্র পরিকল্পনা করে নির্বাচনের দু'মাস আগে এটা করেছে। যদি আমরা এটা না করতে পারি তাহলে ওরা রাজ্যে রাষ্ট্রপতি শাসন জারি করবে। আর বিজেপির হাতে রাজ্যটা গেলে বাংলা শেষ হয়ে যাবে। গোটা বাংলাই ডিটেনশন ক্যাম্প হয়ে যাবে।
>
> **মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়** মুখ্যমন্ত্রী

তবে এসআইআর হলেও রাজ্যে এনআরসি করতে দেবেন না বলে এদিন ফের হুংকার দেন মমতা। বিজেপি-কে তাঁর কটাক্ষ, 'ডাবল ইঞ্জিন সরকার উত্তরপ্রদেশে, অসমে ডিটেনশন ক্যাম্প চালু হয়েছে। দিল্লি, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশে, মধ্যপ্রদেশে বাংলাভাষীদের ওপর অত্যাচার হচ্ছে। বাংলা, কামতাপুরি, রাজবংশী ভাষা জানেন না, আর আপনারা বাংলা চেনাবেন? বাংলার মানুষের ওপর অত্যাচার করে ভোট চাইবেন?' কেন পাঁচ বছর উজ্জ্বলা যোজনায় টাকা দেননি? পাঁচ বছরে চা বাগান ঘুরেছেন?' এদিকে ভোটে পুলিশের দরকার না থাকলেও কেন্দ্র এক কোটি পুলিশ পাঠাবে বলেও তিনি কটাক্ষ করেন। তবে সবমিলিয়ে বিভিন্ন ইস্যুতে দলনেত্রীর এদিনের বার্তা নির্বাচনের আগে দলকে কতটা অক্সিজেন দেয় সেটাই এখন দেখার।

সাসপেন্ড কর্মী

কিশনগঞ্জ, ৯ ডিসেম্বর : জমির দাখিল খারিজের জন্য ঘুষ চাওয়ার অভিযোগে পুঠিয়া ব্লকের ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের কর্মী মিথিলেশ ঝা-কে সাসপেন্ড করা হল। মঙ্গলবার কিশনগঞ্জের জেলা শাসক বিশাল রাজ মিথিলেশকে সাসপেন্ড করেন। এদিন জেলা শাসক জানান, প্রথম তদন্তে অভিযুক্তের ঘুষ চাওয়ার তথ্য প্রমাণিত হয়েছে। এদিন অভিযুক্তকে সাসপেন্ড করার পর, আরও বিশেষ তদন্ত শুরু হয়েছে। বিশেষ তদন্তের পর অপরাধ বুঝে অভিযুক্তকে চাকরি থেকে বরখাস্ত করার সিদ্ধান্তও নেওয়া হতে পারে বলে জানান জেলা শাসক।

মেডিকেলের

প্রথম পাতার পর

কোনও পড়ুয়ার বেস প্রাইজ ২৫ হাজার, কারও ৫০ হাজার টাকা। তারপর ক্রেতারা দর হাঁকছিলেন। অভিযোগ, ক্রেতাদের সবাই বহিরাগত। একদল বহু বছর আগে এই কলেজ থেকে পাশ করে বেরিয়েছেন। আরেকদল এসেছেন দক্ষিণবঙ্গ থেকে।

অন্যতম উদ্যোক্তা প্রশান্ত কুমারের অবশ্য সাফাই, 'ক্রীড়া অনুষ্ঠানটি আসলে একটা আনন্দ উৎসব। এখানে টাকা লেনদেনের বিষয় নেই। তবে খেলা চালানো, মাঠ তৈরির জন্য আমরা কিছু বিজ্ঞাপনদাতা খুঁজছি। কোনও খেলোয়াড়কেই অর্থের বিনিময়ে কেনা হচ্ছে না। কলেজ কর্তৃপক্ষকে সব জানানো হয়েছে।'

আয়োজক যাই বলুন না কেন, কলেজে হস্টেলের ভেতরে মাইক বাজিয়ে বহিরাগতদের নিলামে অংশ নেওয়া নিয়ে ব্যাপক বিতর্ক শুরু করেছে। আবাসনের বাসিন্দা এক প্রবীণ অধ্যাপক চিকিৎসকের দাবি, 'সন্ধ্যা থেকে মাইক বাজে। পড়ুয়াদের নাম ধরে ধরে নিলাম হয়। মেডিকেল কলেজ পড়াশোনা, গবেষণার জন্য। সেখানে এসব কী হচ্ছে?' কলেজ কর্তৃপক্ষের ভূমিকা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন তিনি।

অখিল ভারতীয় বিদ্যার্থী পরিষদের (এবিভিপি) রাজ্য নেতা তথা উত্তরবঙ্গ মেডিকেলের অন্তিম বর্ষের ডাক্তারি পড়ুয়া সঞ্জীবন গুপ্তার বক্তব্য, 'এ ধরনের ঘটনা মেনে নেওয়া যায় না। কর্তৃপক্ষের অনুমতি না নিয়েই হস্টেলে ঢুকে কয়েকজন বহিরাগত পড়ুয়াদের নিলাম করছে। এদিকে, পদাধিকারীরা হাত গুটিয়ে বসে। আমরা এর বিরোধিতা করছি।'

আয়োজকদের দাবি, গত বছর ২৩৪ জন প্রতিযোগী অংশ নিয়েছিলেন। জনপ্রিয়তা দেখে এবার ৩০৮ জন নিচ্ছেন। সেজন্য আয়োজনে উৎসাহ পাচ্ছেন তাঁরা। এই উৎসাহ আরও কতদূর এগিয়ে দিতে পারে তাঁদের, এখন সেটাই দেখার।

অঙ্গীকার যাত্রায় অভয়ার বাবা-মা

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ৯ ডিসেম্বর : রাজ্য থেকে কেন্দ্র, মেয়ের বিচারের আশায় হন্যে হয়ে ঘুরেছেন। তবুও বিচার পাননি আরজি কর হাসপাতালে নিহত তরুণী চিকিৎসকের বাবা, মা। বিচারের দাবিতে এখন তাঁদের একমাত্র সম্বল মানুষের শক্তি। সেই শক্তি সঞ্চার করতে মঙ্গলবার শিলিগুড়িতে অঙ্গীকার যাত্রায় পা মেলালেন অভয়ার বাবা-মা। চোখের জল মুছতে মুছতে অভয়ার মা বললেন, 'প্রতি রাতে মেয়ের অদৃশ্য স্বর আন্দোলনের শক্তি জোগায়। মনে হয় মেয়ে বলছে, মা বিচার না পাওয়া পর্যন্ত থেমো না। বিচার না হলে ধর্ষকরা আরও বেশি সাহস পেয়ে যাবে।' এদিন শিলিগুড়ি থেকে নারীর মর্যাদা রক্ষায় অঙ্গীকার যাত্রা শুরু হয়। শিলিগুড়ি জংশন থেকে মিছিল করে বাঘা যতীন পার্ক পর্যন্ত হেঁটে মেয়েদের নিরাপত্তার দাবি তোলেন কয়েকশো মহিলা। মিছিল শেষে বাঘা যতীন পার্কে সমাবেশ হয়। সেখানে অভয়ার বাবা-মা বক্তব্যও রাখেন।

শিলিগুড়ির মহানন্দা ব্রিজে অঙ্গীকার যাত্রা। মঙ্গলবার।

আরজি কর কাণ্ডের পরে রাত দখল থেকে শুরু করে ভোর দখল করে নারী স্বাধীনতার বার্তা দিয়েছিল শিলিগুড়ি শহর। আরজি কর হাসপাতালে তরুণী চিকিৎসকের মৃত্যুর বিচারের দাবিতে শহরবাসী দেখেছিল অন্য এক আন্দোলন। ঘটনার প্রায় দেড় বছর পর এই শহর থেকেই সূচনা হল 'জাগো নারী জাগো বহ্নিশিখা' গ্রুপের উদ্যোগে আয়োজিত অঙ্গীকার যাত্রা। 'নাইট ইজ আওয়ার্স' (শিলিগুড়ি), 'সিটিজেনস ফর জাস্টিস', 'দামামা নাট্য গোষ্ঠী', 'হোক প্রতিবাদ মঞ্চ', 'চেতনা মহিলা ক্লাব (বাতাসি)' সহ আরও কয়েকটি সংগঠনের যৌথ উদ্যোগে এই কর্মসূচি আয়োজিত হয়। এদিন সভায় উপস্থিত সারা ভারত মহিলা সংস্কৃতি মঞ্চের সদস্য সুপ্রীতি পাল বলেন, 'বিচারের জন্য লড়াই চালিয়ে যেতে হবে। আরজি কর হাসপাতালের ঘটনায় রাস্তায় নেমে এত আন্দোলনের পরেও অভয়ার ধর্ষণ ও হত্যাকাণ্ডের বিচার পাওয়া যায়নি।' তিনি বলেন, 'আমাদের থেমে থাকলে চলবে না। ধারাবাহিক আন্দোলনের মাধ্যমেই সঠিক বিচার পাওয়ার জন্য সরকারকে বাধ্য করা হবে।' অঙ্গীকার যাত্রায় অভয়ার বাবা বলেন, 'বিচার ব্যবস্থার উপর আস্থা রেখে আদালতের দ্বারস্থ হয়েছিলাম। কিন্তু সেখানেও হতাশ হতে হয়েছে। এখন মেয়ের বিচার পেতে সাধারণ মানুষই আমাদের শক্তি।' অভয়ার মায়ের সংযোজন, 'ঘটনার পরে আরজি করে গিয়ে যে চিত্র দেখেছি, সেটা পুরোটাই সাজানো। আমার মেয়েকে যেখানে শুইয়ে রাখা হয়েছিল, তাতে সেখানে এই ঘটনা ঘটেনি বলেই মনে হয়েছে।' এই ঘটনা ধামাচাপা দেওয়ার জন্য প্রথম থেকেই চেষ্টা চলেছে বলেও তিনি মন্তব্য করেন। নারী সুরক্ষা নিশ্চিত করার দাবিতে বিভিন্ন জেলাতেও এই কর্মসূচি অনুষ্ঠিত হবে। ১৬ ডিসেম্বর কলকাতার কলেজ স্কোয়ারে সব জেলার সদস্যরা মিলিতভাবে একটি সভা করবেন।

শহরে আবার 'জাস্টিস ফর আরজি কর' বার্তা শুনে বহু সাধারণ মানুষও অঙ্গীকার যাত্রায় পা মেলান। কলেজ থেকে বাড়ি ফেরার পথে মিছিলে শামিল হয়ে শিলিগুড়ি কলেজের পড়ুয়া অনামিকা সেন বলেন, 'প্রায়শই ধর্ষণের খবর শোনা যায়। এখনও যদি আমরা চুপ করে থাকি তাহলে ধর্ষকদের মনে ভয় হবে না।' এদিন মহিলাদের পাশে দাঁড়ান পুরুষরাও। হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে 'আর কবে নারী সুরক্ষা পাবে' এই প্রশ্ন তোলেন।

নির্দেশিকা জারি করল টি বোর্ড

ন্যায্য দাম পাবে কাঁচা চা পাতা

শুভজিৎ দত্ত

নাগরাকাটা, ৯ ডিসেম্বর : ক্ষুদ্র চা চাষিদের উৎপাদিত কাঁচা পাতার ন্যায্যমূল্যের প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে টি বোর্ড কড়া অবস্থান নিচ্ছে। ক্ষুদ্র চা চাষিদের কাঁচা পাতার যাঁরা ক্রেতা সেই চা উৎপাদকরা ঠিকমতো দাম মেটাচ্ছেন না বলে চা শিল্পের নিয়ন্ত্রক কেন্দ্রের ওই সংস্থার কাছে রিপোর্ট এসেছে। এর ফলে চাষিদের জীবনে আর্থিক সংকট নেমে আসছে। পাশাপাশি, বিঘ্নিত হচ্ছে চায়ের সরবরাহ শৃঙ্খল ও বাণিজ্য। যে কারণে প্রত্যেক উৎপাদক দাম যাতে ঠিকঠাক দেন এব্যাপারে নির্দেশিকা জারি করে কী করতে হবে তা জানিয়েছে টি বোর্ড। এই উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছে সংশ্লিষ্ট মহল। অন্যদিকে, চা শিল্পের উন্নয়নে নয়া দিশার খোঁজে চিন্তন শিবিরের ডাক দেওয়া হয়েছে বোর্ডের কাছ থেকে। ১৯ ডিসেম্বর কলকাতার বেঙ্গল চেম্বার অফ কমার্স–এর উইলিয়ামসন মেগর হলে বসতে চলা ওই শিবিরে চা বিশেষজ্ঞ, চা বিজ্ঞানী থেকে শুরু করে চা উৎপাদক সহ সংশ্লিষ্ট সমস্ত মহলকে উপস্থিত থাকার আমন্ত্রণ জানানো হয়েছে। শিবিরে চা-এর মূল্য, শৃঙ্খলের বিকাশ, রপ্তানি বৃদ্ধির কৌশল নিয়ে আলোচনা হবে। পাশাপাশি ঘরোয়া বাজারে চাহিদা বৃদ্ধির সম্ভাব্য পথ নিয়েও আলোচনা হবে।

জলপাইগুড়ি জেলা ক্ষুদ্র চা চাষি সমিতির সম্পাদক বিজয়গোপাল চক্রবর্তী বলেন, 'যে নির্দেশিকাগুলি পাঠানো হয়েছে তার বাস্তব প্রয়োগ অত্যন্ত জরুরি। মনে রাখতে হবে শতকরা ৯৫ শতাংশ ক্ষুদ্র চা চাষি দালালের মাধ্যমে কাঁচা পাতা বিক্রি করেন। উৎপাদকরা ওই দালালের পরিবহণ খরচ ও অন্য আনুষঙ্গিক খরচ মিটিয়ে দিয়ে চাষির যা পাওনা তা সরাসরি তাঁদের ব্যাংক অ্যাকাউন্টে মিটিয়ে দিন। সেক্ষেত্রে দামের স্বচ্ছতা বজায় থাকবে।'

প্রত্যেক চা উৎপাদকের কাছে টি বোর্ড তাদের পাঠানো নির্দেশিকায় জানিয়েছে, এখন থেকে কাঁচা পাতা কেনার আলাদা একটি রেজিস্টার রাখতে হবে। তাতে নাম, ঠিকানা সহ কার কাছ থেকে পাতা কেনা হল, দিনে কেনা মোট পাতার পরিমাণ- এই ধরনের তথ্য নথিবদ্ধ করতে হবে। যে পাতা উৎপাদকদের কাছে আসবে তা থেকে উৎপাদনের কাজে ব্যবহারযোগ্য পাতা বা ফাইন লিফ কতটা নথিভুক্ত করতে হবে সেটাও। ফাইন লিফ কাউন্টিং ব্যালোমেট্রিক নামে একটি নির্দিষ্ট পদ্ধতিতে কাঁচা পাতার বিক্রেতার সামনে করতে হবে। রেজিস্টারে উৎপাদক ও কাঁচা পাতার জোগানদার দুজনেরই স্বাক্ষর থাকা বাধ্যতামূলক। টি বোর্ডের আধিকারিকরা ওই রেজিস্টার মাঝে মাঝেই গিয়ে খতিয়ে দেখবেন। সেটা দেখানো উৎপাদকদের কাছে বাধ্যতামূলক। অন্যথা হলে টি বোর্ড আইন অনুযায়ী পদক্ষেপ করবে।

নারী হেনস্তা

প্রথম পাতার পর

চিৎকার করে ঘটনার প্রতিবাদ করেন। আশপাশের বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে জড়ো হন। ওই ব্যক্তিকে আটকে গণপিটুনি দেওয়া হয়। ভক্তিনগর থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে ঘটনাস্থল থেকে ওই ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়।

একই রাতে চম্পাসারিতেও একই ধরনের একটি ঘটনা ঘটে। কাজ সেরে এক তরুণী টোটোয় করে বাড়ি ফিরছিলেন। তিলকচাঁদ ছেত্রী নামে এক ব্যক্তি যাত্রী হিসেবে ওই টোটোতেই ছিলেন। অভিযোগ, সেই ব্যক্তি ওই তরুণীকে উত্ত্যক্ত করতে থাকেন। টোটোতেই তরুণী তার প্রতিবাদ করেন। ঘটনার গুরুত্ব বুঝে চালক টোটো থামিয়ে দেন। তরুণীর চিৎকার-চ্যাঁচামেচি শুনতে পেয়ে আশপাশের বাসিন্দারা ঘটনাস্থলে জড়ো হন। ওই ব্যক্তিকে আটক করে প্রধাননগর থানায় খবর দেওয়া হয়। পুলিশ এসে তিলকচাঁদকে গ্রেপ্তার করে। ভুটানের বাসিন্দা ওই ব্যক্তি কাজের সূত্রে শিলিগুড়ির গুরুংবস্তি এলাকায় থাকেন।

দীপককে মঙ্গলবার জলপাইগুড়ি জেলা আদালত ও তিলকচাঁদকে শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হয়। আদালত ধৃতদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছে।

পুলিশকর্মীর রহস্যমৃত্যু

কিশনগঞ্জ, ৯ ডিসেম্বর : মঙ্গলবার বিকেলে কিশনগঞ্জ সদর থানার মহিলা পুলিশ কনস্টেবল প্রিয়াংকা কুমারীর (২৭) মৃতদেহ উদ্ধার হয়েছে। ডুমুরিয়ার ভাট্টাপাড়ার ভাড়াবাড়ি থেকে পুলিশ তাঁর দেহ উদ্ধার করেছে। মৃতা বিহারের নালন্দা জেলার ইসলামপুরের বাসিন্দা।

এদিন বিকেল পর্যন্ত প্রিয়াংকা ঘরের দরজা না খোলায় বাড়ির মালিক সদর থানায় খবর দেন। সদর থানার পুলিশ ও ম্যাজিস্ট্রেট রাহুল কুমার সেখানে উপস্থিত হন। এরপর দরজা ভেঙে ঝুলন্ত অবস্থায় তাঁর মৃতদেহ উদ্ধার হয়। মৃতদেহ ময়নাতদন্তের জন্য কিশনগঞ্জ সদর হাসপাতালে পাঠানো হয়েছে।

মৃতা ২০১৮ ব্যাচের পুলিশকর্মী। পুলিশ সুপার সাগর কুমার ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন। ফরেন্সিক দলকেও ডাকা হয়। যদিও পুলিশ এই ঘটনায় কোনও মন্তব্য করেনি। তবে জেলার পুলিশ মহলে শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

পানশালায় ‘তালা’

প্রথম পাতার পর

আবগারি বিভাগের দার্জিলিংয়ের সুপারিন্টেন্ডেন্ট গৌতম পাখরিন জানিয়েছেন, পরিদর্শনের সময় বার পরিচালনা সংক্রান্ত কয়েকটি অনিয়ম পাওয়া গিয়েছে। তারপর সেটা সিল করা হয়।

গ্লেনারিজের বারে দেশ-বিদেশের পর্যটকদের আনাগোনা রয়েছে। স্থানীয় মানুষও নিয়মিত যান। প্রশাসন যাই যুক্তি দিক না কেন, এদিনের ঘটনার পর থেকে শীতল পাহাড়ের রাজনৈতিক পরিবেশ যথেষ্ট উত্তপ্ত হয়ে উঠেছে। অজয়ের উদ্যোগে জোড়বাংলো সুখিয়াপোখরি ব্লকের মানুষের সুবিধার্থে তুংসুং নদীর ওপরে একটি সেতু তৈরি হয়েছে। রবিবার তা উদ্বোধন করেন গ্লেনারিজের মালিক। সেতুর একপাশে বড় হরফে ইংরেজিতে 'গোর্খাল্যান্ড' শব্দটি লেখা। পরদিনই অজয়ের বার পরিদর্শন ও লাইসেন্স সাসপেন্ড হওয়াকে কাকতালীয় ঘটনা হিসেবে দেখতে নারাজ অনেকেই।

অজয়ের অভিযোগ, বহুদিনের পুরোনো এই বারটি। নতুন করে সেখানে কিছু যুক্ত করা হয়নি। অথচ এদিন আচমকা অভিযান চালিয়ে বন্ধ করে দেওয়া হল। তাঁর সাফ বার্তা, 'গোর্খাল্যান্ড সেতু তৈরি করে আমি এখানকার মানুষের আবেগকে সম্মান জানিয়েছি। তাই রাজ্য প্রশাসন আমাকে শায়েস্তা করতে চাইছে। তবে, এভাবে গোর্খাদের আটকানো যাবে না। পাহাড়ের মানুষই যোগ্য জবাব দেবেন।'

শ-এ শীত, ক-এ ক্রিকেট।।

বালুরঘাটের খিদিরপুরে মঙ্গলবার মাজিদুর সরদারের তোলা ছবি।

জমি অধিগ্রহণে আপত্তি

কিশনগঞ্জ, ৯ ডিসেম্বর : চিকেন নেকের নিরাপত্তার জন্য দেশের প্রতিরক্ষামন্ত্রকের নির্দেশে কিশনগঞ্জে দুটি আর্মি বেসক্যাম্প বা গ্যারিসন নির্মাণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। এ জন্য ইতিমধ্যে জেলা ভূমি ও ভূমি রাজস্ব দপ্তরের তরফে কৃষকদের জমি অধিগ্রহণের প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে। কিন্তু কৃষকদের একটি অংশ অধিগ্রহণের বিরুদ্ধে বেঁকে বসায় পরিস্থিতি জটিল হয়ে উঠেছে।

প্রায় ২৫০ একর কৃষিজমি অধিগ্রহণের প্রস্তুতি শুরু হয়েছে। জমির সরকারি মূল্যের চারগুণ বেশি দামে কৃষকদের ক্ষতিপূরণ দেওয়া হবে বলে প্রশাসনের তরফে আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। কিন্তু কৃষকদের অভিযোগ, কৃষিজমিই তাঁদের একমাত্র সম্বল। তা অধিগৃহীত হলে তাঁরা নিঃস্ব হয়ে পড়বেন। তখন বাধ্য হয়ে তাঁদের ভিনরাজ্যে পরিযায়ী শ্রমিকের কাজে যেতে হবে। এর আগে জেলা শাসক বিশাল রাজকে এবিষয়ে প্রতিবাদপত্র দেওয়া হয়েছিল। সোমবার সন্ধ্যায় একই কায়দায় অভিযোগপত্র দেন পরিষদের সদস্য ইঞ্জিনিয়ার নাসিক নাদির। তাঁর বক্তব্য, 'জেলায় প্রচুর পরিমাণে সরকারি জমি পরিত্যক্ত অবস্থায় পড়ে রয়েছে। চাইলে সেখানে আর্মির বেসক্যাম্প বা গ্যারিসন নির্মাণ করা হোক।'

১০০ দিনের নোটশিট ছিঁড়লেন মমতা

প্রথম পাতার পর

মঙ্গলবার দুপুর ১২টা ১৪ মিনিটে মুখ্যমন্ত্রী কোচবিহারের রাসমেলার মঞ্চে ওঠেন এবং প্রায় ৫০ মিনিট ভাষণ দেন। ১০০ দিনের কাজ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, '২০২১ সাল পর্যন্ত এই প্রকল্পে দেশে আমরা এক নম্বরে ছিলাম। কিন্তু হিংসা করে কেন্দ্র সরকার একশো দিনের কাজ বন্ধ করে দিয়েছে। গ্রামীণ রাস্তার কাজও বন্ধ করেছে। রিভিউয়ের নামে ১৮৬টি কেন্দ্রীয় টিম বাংলায় পাঠানো হয়েছে। সব ব্যাখ্যা দেওয়ার পরেও আমি নিজে প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে দেখা করেছি। তবু টাকা দেয়নি। কাজ বন্ধ থাকার জন্য আমরা ৫১ হাজার ৬১৭ কোটি টাকা পাইনি। ১১৮ কোটি কর্মদিবস নষ্ট হয়েছে। গরিব মানুষ প্রাপ্য টাকা পায়নি। রাজ্য সরকার ৫৯ লক্ষ মানুষকে ২ হাজার ৭০০ কোটি টাকা দিয়েছে। ছ'মাস আগে ১২ লক্ষ বাড়ির টাকা দেওয়া হয়েছে। গ্রামে ২০ হাজার ও শহরে ১১ হাজার রাস্তা নতুন করে তৈরি হয়েছে।'

কেন্দ্রকে কটাক্ষ করে মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'তোমাদের দয়ার আমার দরকার নেই। বিকল্প হিসাবে আমরা কর্মশ্রী প্রকল্প চালু করেছি। এতে ৭৮ লক্ষ ৭১ হাজার মানুষকে জব কার্ড দেওয়া হয়েছে। ২০ হাজার ৭৭৬ কোটি টাকা খরচ হয়েছে। ১০৪ কোটি ৫৮ লক্ষ কর্মদিবস তৈরি হয়েছে। আমরা পরিযায়ী শ্রমিকদেরও সাহায্য করছি। সব মিলিয়ে জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমাদের ৯৫টি প্রকল্প চলছে।'

সন্ধ্যায় মুখ্যমন্ত্রীর দাবিকে 'আঙুর ফল টক' বলে কটাক্ষ করেছেন বিধানসভার বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। এক্স হ্যান্ডেলে কেন্দ্রীয় সরকারের নথি পোস্ট করে তিনি লিখেছেন, 'কেন্দ্রীয় নির্দেশিকাকে অমান্য করে সেই কাগজ ছিঁড়ে ফেলে আপনি বাহবা কুড়োতেই পারেন, কিন্তু আসল কথা হল এমজিএনআরইজিএ তহবিলের অর্থ আপনার সরকার ও দল যে চুরি করেছে সেটা প্রমাণিত।'

উন্নয়ন প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'সাড়ে চার কোটি সংখ্যালঘু ছাত্রছাত্রীকে স্কলারশিপ দেওয়া হয়েছে। স্বাস্থ্যসাথী আমরা দিই, কারও কাছ থেকে টাকা নিই না। ২৫ বছর বয়স থেকে মহিলারা লক্ষ্মীর ভাণ্ডারের টাকা সারাজীবন পাবেন। গত ১৪ বছরে আমরা যে উন্নয়ন করেছি তাতে চ্যালেঞ্জ করে বলছি, গোটা পৃথিবীতে এমন উন্নয়ন নেই।' তাঁর মন্তব্য, 'বাংলা কারও কাছে মাথা নত করেনি, করবেও না।'

সভায় ইতিহাস ও সমাজ সংস্কারকদের 'অপমান' নিয়েও মুখ্যমন্ত্রী ক্ষোভ প্রকাশ করেন। তিনি বলেন, "বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে ওরা 'বঙ্কিমদা' বলছে, যেন হরিদা-শ্যামদা! বন্দে মাতরমের রচয়িতা-তাঁকেই অপমান। রাজা রামমোহন রায়কে বলেছে দেশপ্রেমিক নন। বিদ্যাসাগরের মূর্তি ভাঙল। ক্ষুদিরামকে বলল সন্ত্রাসবাদী। আপনাদের তো নাকে খত দেওয়া উচিত।"

তিনি আরও অভিযোগ করেন, 'নির্বাচনের সময় কোটি কোটি টাকা খরচ করে সংখ্যালঘু ভোট ভাগ করার চেষ্টা করে। আবার অন্য সময় তাদের নাম বাদ দেওয়ার উদ্যোগ নেয়। নির্বাচনের সময় রাজবংশীদের কথা বলে, আর নির্বাচনের আগে অসম থেকে তাদের নোটিশ পাঠায়-এত সাহস হয় কী করে?'

এদিন দলীয় নেতা-কর্মীদের ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়ে মুখ্যমন্ত্রী শেষে জানান, 'আবার আমরা ফিরব।' তিনি আবার কোচবিহারে আসবেন বলেও জানান।

গুরুদায়িত্বে মেয়েরাও

প্রথম পাতার পর

আর এই সমস্ত সংস্থায় ধীরে ধীরে মোনালিসাদের সংখ্যা বাড়ছে। তিনি বছরখানেক ধরে একাজে যুক্ত হলেও সহকর্মী দিশানী রায়ের অবশ্য বছর দশেক আগে এপথে নামা। মেয়েরাও যে কীভাবে বিয়ের কাজে ধীরে ধীরে দক্ষ হয়ে উঠেছে হাকিমপাড়ার দিশানী নিজের চোখে প্রত্যক্ষ করেছেন, 'এমনটা নয় যে, আমরা কেবলমাত্র শিলিগুড়িতেই এই কাজ করছি, উত্তরবঙ্গের নানা প্রান্ত তো বটেই, এখানকার পরিধি ছাড়িয়ে বাইরে গিয়েও নিখুঁতভাবে বিয়ের কাজ সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেছি। সফলও হয়েছি।'

কী কারণে বিয়ের কাজেও মেয়েদের নামা? শুভ্রপ্রকাশের ব্যাখ্যা, 'বিয়েও এখন গ্ল্যামার দুনিয়ার মতোই। তাই সুন্দর সাজে মহিলাদের এতে যুক্ত করা, আপ্যায়ন করা, খাবারদাবারের আয়োজন করা... সবই কমপ্লিট প্যাকেজের অংশ।' যৌথ পরিবার ভেঙে খানখান হওয়া, পারিবারিক নানা কাজে আগে পরিবারের সবাই যেখানে কাঁধে কাঁধ লাগিয়ে লড়ত, সেই সংখ্যাতেও আজকাল ভাটা। আর সেই ফাঁক গলেই হয়তো এই ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সংস্থাগুলির ঢুকে পড়া। বাবা সুব্রত দাসকে নিয়ে বিশ্বজিৎ দাসের নামী কেটারিংয়ের ব্যবসা। ৩৫ বছর ধরে রমরমিয়ে চলছে। হালে ইভেন্ট ম্যানেজমেন্ট সূত্রে শিলিগুড়িতে বিয়ের কাজে মহিলাদের সংখ্যা বাড়লেও বিশ্বজিৎরা বহুদিন ধরেই একাজে মহিলাদের নিয়োগ করার চেষ্টা করেছেন। ওয়েলকাম গার্লের পাশাপাশি স্টার্টারের দায়িত্ব সামলানোর জন্য বিভাসচন্দ্র শীলের মতো অনেকেই ভেন্ডর হিসেবে সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছেন।

এককথায়, বিয়ের কাজে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠেও মেয়েরা! নাহ, একটু ভুল হল। এখানে চণ্ডীপাঠ অর্থাৎ শেষপর্বে জমিয়ে খাওয়াদাওয়ার পর্বে মেয়েদের কিন্তু পরিবেশনের কাজে এখনও সেভাবে দেখা যাচ্ছে না। কারণ রয়েছে। শুভ্রপ্রকাশের কথায়, 'হাজার আধুনিক হওয়ার চেষ্টা করলেও মাঝেমধ্যেই আমাদের মধ্যে এখনও আদিম প্রবৃত্তি মাথাচাড়া দেয়। তখন কেউ কেউ এই মহিলাদের সঙ্গে একটু অন্যরকম ব্যবহার করার চেষ্টা করে।' এমন পরিস্থিতিতে পড়লেও অবশ্য মুশকিল আসান রয়েছে। দিশানীর কথায়, 'আমি নিজে এমন পরিস্থিতিতে পড়িনি। তবে অনেকে পড়েন বলে শুনেছি। আর তখন শুভাশিসদারা মাঠে নামেন। মহিলাদের ময়দান থেকে সরিয়ে পুরুষরাই তখন সমস্ত দায়িত্ব সামলান।'

সমস্যা আরও আছে। বহু জায়গায় বিয়ের অনুষ্ঠানে শৌচালয় বা পোশাক পালটানোর মতো পরিবেশ থাকে না। এক্ষেত্রে মহিলাদের খুবই সমস্যা হয়। এছাড়া, কোনও কোনও কাজের সময় রাত ৩-৪টে পর্যন্ত গড়িয়ে যায়। সেই কাজ সামলে বাড়ি ফিরে পর দিনের কাজের প্রস্তুতি নেওয়াটাও কম ঝক্কির নয়। তবুও মোনালিসারা এরই মধ্যে সবকিছু নিখুঁতভাবে সামাল দেওয়ার চেষ্টা করেন। আক্ষরিকভাবেই বিয়ের কাজে জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠের দায়িত্ব সামাল দেওয়ার স্বপ্নটাকে সঙ্গী করে।

বিশ্বকাপে রোকোকে দরকার

গম্ভীর ভাবে ও যা বলে সবকিছু ঠিক : আফ্রিদি

দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজে রোহিত শর্মা-বিরাট কোহলির দুরন্ত সাফল্য প্রভাব ফেলেছে ওয়াঘার ওপারে।

লাহোর, ৯ ডিসেম্বর : ওডিআই সিরিজ জিতেও নিস্তার পাচ্ছেন না গৌতম গম্ভীর। ঘরে-বাইরে সমালোচনা জারি। এবার ওয়াঘার ওপার থেকে ধেয়ে এল তীক্ষ্ণ সমালোচনা। বিরাট কোহলি, রোহিত শর্মা ইস্যুতে ভারতীয় হেডকোচকে খোঁচা মারলেন শাহিদ আফ্রিদি।

অতীতে বিভিন্ন ইস্যুতে আফ্রিদি বনাম গম্ভীর বাকযুদ্ধ উত্তাপ ছড়িয়েছে। রোকো বিতর্কে গম্ভীরকে দুই কথা শুনিয়ে দেওয়ার সুযোগ হাতছাড়া করলেন না পাকিস্তানের প্রাক্তন অধিনায়ক। একগুঁয়ে, একরোখা আখ্যা দিয়ে আফ্রিদির কটাক্ষ, গম্ভীর ভাবে, ও যা বলে সেটাই ঠিক।

এদিন এক সাক্ষাৎকারে আফ্রিদির মন্তব্য, ‘ভারতীয় দলের হেডকোচের দায়িত্ব পাওয়ার পর গৌতম গম্ভীর মনে করছে, ও যা করছে, যা ভাবছে সবই ঠিক। অথচ, বাস্তব উলটো। দেখা যাচ্ছে, সব পদক্ষেপ ঠিক নয়। ভুল সিদ্ধান্ত নিচ্ছে ও।’ প্রাক্তন অলরাউন্ডারের পরামর্শ, একরোখা মনোভাব ঝেড়ে ফেলতে হবে। তাহলে কোচ হিসেবে উপকৃত হবেন গম্ভীর।

বিরাট, রোহিতের বিকল্প এই মুহূর্তে নেই। দুইজনকেই ২০২৭ বিশ্বকাপে দরকার

> বিরাট, রোহিত ভারতীয় ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ড। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে যেভাবে খেলেছে, তাতে পরিষ্কার, ২০২৭ বিশ্বকাপ পর্যন্ত অনায়াসে খেলে দেবে দুইজনে। -শাহিদ আফ্রিদি

ভারতের, সেই কথাও মনে করিয়ে দিচ্ছেন আফ্রিদি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে রোকোর পারফরমেন্সের প্রশংসা করে আফ্রিদি আরও বলেছেন, ‘বিরাট, রোহিত ভারতীয় ব্যাটিংয়ের মেরুদণ্ড। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে ওডিআই সিরিজে যেভাবে খেলেছে, তাতে পরিষ্কার, ২০২৭ বিশ্বকাপ পর্যন্ত অনায়াসে খেলে দেবে দুজনে।’

ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের উদ্দেশ্যে আফ্রিদির পরামর্শ, রোকোর বয়স হয়েছে। তাই ম্যাচ বেছে খেলানো উচিত। দুর্বল দেশগুলির বিরুদ্ধে দুইজনকে বিশ্রাম দিয়ে নতুনদের দেখে নেওয়া যেতে পারে। এরফলে রিজার্ভ বেঞ্চ যেমন তৈরি থাকবে, তেমনই পর্যাপ্ত বিশ্রাম পাবেন বিরাট, রোহিতরা।

দক্ষিণ আফ্রিকা সিরিজেই ওডিআই ক্রিকেটে আফ্রিদির সর্বাধিক ছক্কা মারার বিশ্বরেকর্ড ভেঙেছেন রোহিত। রেকর্ড হারালেও রোহিতের যে প্রয়াসকে প্রশংসায় ভরিয়ে দিয়েছেন প্রাক্তন পাক তারকা। আফ্রিদি বলেছেন, ‘রেকর্ড তৈরি হয় ভাঙার জন্য। আমার দ্রুততম সেঞ্চুরির রেকর্ডও ভেঙে গিয়েছে। রোহিতের হাতে ভাঙল ছক্কার নজির। ওর জন্য আমি খুশি। ভালো লাগছে আমার পছন্দের কেউ রেকর্ড ভাঙল।’

আইপিএলের সুবাদে তরুণ রোহিতকে সতীর্থ হিসেবে পেয়েছিলেন। বুঝে গিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে নতুন তারকার আগমন ঘটতে চলেছে। পুরোনো স্মৃতিরোমন্থন করে আফ্রিদি আরও বলেছেন, ‘রোহিতের সঙ্গে একদলে খেলেছি একসময়। ২০০৮ সালে ডেকান চার্জার্সে ছিলাম দুইজনে। তখন থেকেই রোহিত আমার প্রিয় ক্রিকেটার। অনুশীলনে ওর ব্যাটিং দেখতাম। নিশ্চিত ছিলাম, রোহিত ভারতের হয়ে খেলবে। শুধু খেলা নয়, আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ছাপ রেখেছে ও।’

নিলাম নিয়ে চড়ছে উত্তেজনার পারদ

নয়াদিল্লি, ৯ ডিসেম্বর : অপেক্ষার আর মাত্র কয়েকদিন। ১৬ ডিসেম্বর আবু ধাবিতে হতে চলেছে আইপিএলের নিলাম। তার আগে আজ ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের তরফে নিলামে উঠতে চলা ক্রিকেটারদের তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে।

সেই তালিকায় রয়েছে চমক। নিলামে ওঠার লক্ষ্যে নাম নথিভুক্ত করেছিলেন মোট ১৩৯০ ক্রিকেটার। আজ

তালিকায় বাংলার আট

বিসিসিআইয়ের তরফে যে তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে, সেখানে জায়গা পেয়েছেন মোট ৩৫০ জন। প্রায় হাজারের বেশি ক্রিকেটার নিলামের মূল তালিকা থেকে ছাঁটাই হয়েছেন। ৩৫০ জনের তালিকায় ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে রয়েছেন ১৬ জন। বিদেশের নানা দলে খেলা ক্রিকেটারের সংখ্যা ৯৬। এছাড়া ঘরোয়া ভারতীয় ক্রিকেটার হিসেবে নিলামে জায়গা পেয়েছেন মোট ২২৪ জন। যার মধ্যে চমক হিসেবে রয়েছেন শেষ আইপিএল নিলামে হইচই ফেলে দেওয়া ভেঙ্কটেশ আইয়ার। শেষ নিলামের আসরে কলকাতা নাইট রাইডার্স ভেঙ্কটেশকে কিনেছিল ২৩.৭৫ কোটি টাকায়। দলের সহ অধিনায়কের দায়িত্বও পেয়েছিলেন ভেঙ্কটেশ। এহেন ভেঙ্কটেশকে রিটেইন করেনি কেকেআর। ফলে ২ কোটি টাকার বেস প্রাইসে তাঁকে এবার নিলামে উঠতে হচ্ছে।

অস্ট্রেলিয়ার ক্যামেরন গ্রিন ও জ্যাক ফ্রেজার মাকগার্ক, দক্ষিণ আফ্রিকার অভিজ্ঞ টি২০ ক্রিকেটার ডেভিড মিলারদের পাশে লিয়াম লিভিংস্টোন, উইয়ান মুল্ডার, রহমনুল্লাহ গুরবাজ, কুইন্টন ডি ককদের নিয়ে নিশ্চিতভাবেই নিলামের আসরে ঝড় উঠবে। উড়বে টাকাও। জনি বেয়ারস্টো, আনরিখ নর্তজে, আকাশ দীপ, জেমি স্মিথদের জন্যও নিলামের আসর জমজমাট হয়ে উঠবে বলে মনে করা হচ্ছে। নিলামে দশ দল সর্বাধিক ৭৭ জন ক্রিকেটার কিনতে পারবেন। ক্রিকেটার হিসেবে ভেঙ্কটেশ ও আন্দ্রে রাসেলকে ছেড়ে দেওয়ার পর আসন্ন নিলামে নাইট রাইডার্সের কাছে এখন সবচেয়ে বেশি অর্থ রয়েছে। ৬৪ কোটি ৩০ লক্ষ টাকা নিয়ে আগামী আইপিএলে কেমন দল গঠন করে কেকেআর, দুনিয়ার নজর এখন সেদিকেই। এদিকে, ১৬ ডিসেম্বরের আসন্ন নিলামের আসরে বাংলা থেকে রয়েছেন মোট আটজন ক্রিকেটার। করণ লাল, সায়ন ঘোষ, ঈশান পোড়েলরা কোনও ফ্র্যাঞ্চাইজি দল পান কি না, সেটাই এখন দেখার।

ওডিআই সিরিজের তৃতীয় ম্যাচে শতরান করার পর কুইন্টন ডি কককে নিয়ে আগ্রহ বেড়েছে।

কুইন্সল্যান্ডের নুসা বিচের ধারে রেস্তোরাঁয় ছুটি কাটাচ্ছেন ইংল্যান্ডের হ্যারি ব্রুক, উইল জ্যাকস, জ্যাক ক্রলিরা।

ইয়াস্তিকার বাদে দায়িত্ব বৃদ্ধি রিচার

মুম্বই, ৯ ডিসেম্বর : বিশ্বজয়ের পর প্রথমবার মাঠে নামবে ভারতীয় মহিলা ক্রিকেট দল। শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে টি২০ সিরিজ শুরু হচ্ছে ২১ ডিসেম্বর। সেই সিরিজের দল থেকে কুড়ির দলে দ্বিতীয় উইকেটকিপারের ভূমিকায় থাকা ইয়াস্তিকা ভাটিয়া বাদ পড়ায় ৫ ম্যাচের সিরিজের ম্যাচে রিচা ঘোষের দায়িত্ববৃদ্ধি নিশ্চিত। কারণ পরিবর্ত হিসেবে সুযোগ পাওয়া গুনালান কমলিনীর বয়স মাত্র ১৭ বছর। ডব্লিউপিএলে খেলেছেন মোটে ৯ ম্যাচ। মঙ্গলবার ঘোষিত ১৫ জনের দলে দ্বিতীয় নতুন মুখ বাঁহাতি স্পিনার বৈষ্ণবী নরেন্দ্র শর্মা। ইয়াস্তিকা ছাড়াও বাদ পড়েছেন ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ভারতের শেষ টি২০ সিরিজের দলে থাকা রাধা যাদব ও সায়ালি সাতঘড়ে।

ভারতের দল

হরমনপ্রীত কাউর (অধিনায়ক), স্মৃতি মান্ধানা (সহ অধিনায়ক), দীপ্তি শর্মা, স্নেহ রানা, জেমিমা রডরিগেজ, শেফালি ভার্মা, হার্লিন দেওল, আমনজ্যোৎ কাউর, ক্রান্তি গৌড়, অরুন্ধতী রেড্ডি, রেণুকা সিং ঠাকুর, রিচা ঘোষ, গুনালান কমলিনী, নাল্লাপুরেড্ডি শ্রীচরণি ও বৈষ্ণবী শর্মা।

১৭ বছরের কমলিনী গত বছরের অনূর্ধ্ব-১৯ এশিয়া কাপে নজর কেড়েছিলেন। যার সুবাদে জায়গা পান ডব্লিউপিএলের দল

মুম্বই ইন্ডিয়ান্সে। তাঁকে এই বছর ৫০ লক্ষ টাকায় ধরে রেখেছে মুম্বই। অন্যদিকে, ১৯ বছরের বৈষ্ণবী মধ্যপ্রদেশের হয়ে সিনিয়ার মেয়েদের টি২০ ক্রিকেটে সর্বাধিক উইকেট (২১) নিয়েছেন।

২১ ও ২৩ ডিসেম্বর সিরিজের প্রথম দুই ম্যাচ হবে ভাইজ্যাগে। তিরুবন্তপুরমে পরের তিনটি ম্যাচ যথাক্রমে ২৬, ২৮ ও ৩০ ডিসেম্বর।

মুম্বইয়ে একটি বিজ্ঞাপনী অনুষ্ঠানে শচীন তেন্ডুলকার। মঙ্গলবার।

ছিটকে গেলেন হ্যাজেলউড, উড

ব্রিসবেন, ৯ ডিসেম্বর : ফেরার জন্য তৈরি হচ্ছিলেন।

প্যাট কামিন্সের পাশাপাশি অ্যাডিলেডের তৃতীয় টেস্টে তাঁর প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা ক্রমশ উজ্জ্বল হচ্ছিল। যদিও আশাই সার। নতুন চোটে পুরো সিরিজ থেকেই

অ্যাসেজে জোড়া ধাক্কা

> অস্ত্রোপচারের পর দীর্ঘ সাত মাসের অপেক্ষা শেষে টেস্টে ফিরেছিলাম। কিন্তু আমার হাঁটু ফের বিপক্ষে গেল। আমরা কেউ যা আশা করিনি। অনেক প্রত্যাশা নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় এসেছিলাম। চেয়েছিলাম দলের সাফল্যে অবদান রাখতে। বাকি অ্যাসেজে খেলতে না পারার হতাশা নিয়ে ফিরতে হচ্ছে।
>
> **মার্ক উড**

ছিটকে গেলেন অস্ট্রেলিয়ার তারকা স্পিডস্টার জোশ হ্যাজেলউড।

ধাক্কা প্রথম দুই টেস্টে হেরে কোণঠাসা ইংল্যান্ড শিবিরেও। বাকি তিন টেস্টে ঘুরে দাঁড়াতে মানসিক ও শারীরিকভাবে নিজেদের তরতাজা করে নিতে কয়েকদিনের ছুটির মেজাজে রয়েছেন বেন স্টোকসরা। ব্রিসবেনে নুসা সমুদ্র সৈকতে সময় কাটাচ্ছেন। এর মাঝেই খারাপ খবর, দলের দ্রুততম পেসার মার্ক উড চলতি অ্যাসেজ থেকে ছিটকে গেলেন।

দীর্ঘদিন পর চোট সারিয়ে মাঠে ফিরেছিলেন উড। পারথে অনুষ্ঠিত সিরিজের প্রথম টেস্টের সময় বাঁ হাঁটুতে ফের চোট। দ্বিতীয় টেস্টে মাঠের বাইরেই কাটাতে হয়েছিল। এবার ফিরতে হচ্ছে দেশে। আপাতত ইংল্যান্ড ক্রিকেট বোর্ডের মেডিকেল টিমের পর্যবেক্ষণে রয়েছেন। নতুন করে মাঠে ফেরার লড়াইয়ে রিহ্যাবে কাটাবেন।

ইনস্টাগ্রামে নিজের চোটের কথা জানিয়ে আবেগঘন পোস্টে উড লিখেছেন, ‘অস্ত্রোপচারের পর দীর্ঘ সাত মাসের অপেক্ষা শেষে টেস্টে ফিরেছিলাম। কিন্তু আমার হাঁটু ফের বিপক্ষে গেল। আমরা কেউ যা আশা করিনি। অনেক প্রত্যাশা নিয়ে অস্ট্রেলিয়ায় এসেছিলাম। চেয়েছিলাম দলের সাফল্যে অবদান রাখতে। বাকি অ্যাসেজে খেলতে না পারার হতাশা নিয়ে ফিরতে হচ্ছে।’

অপরদিকে, হ্যামস্ট্রিংয়ের চোটে প্রথম দুই টেস্ট খেলতে পারেননি হ্যাজেলউড। হ্যামস্ট্রিংয়ের সমস্যা অনেকটা কাটিয়ে ওঠার মুখে নতুন চোট গোড়ালিতে। জোড়া চাপে সিরিজ থেকেই ছিটকে গেলেন। আপাতত লক্ষ্য টি২০ বিশ্বকাপের আগে সুস্থ হয়ে ফেরা। অস্ট্রেলিয়ার হেডকোচ অ্যান্ড্রু ম্যাকডোনাল্ড বলেছেন, ‘আশায় ছিলাম, অ্যাসেজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে হ্যাজেলউড। কিন্তু জোড়া ধাক্কায় সেই আশা শেষ।’

প্যাট কামিন্সকে নিয়ে অবশ্য স্বস্তির খবর শোনান অজি কোচ। ম্যাকডোনাল্ড জানিয়েছেন, দীর্ঘ বিশ্রামে প্রায় ম্যাচ ফিট কামিন্স। ব্রিসবেন টেস্টের সময় নেটে বেশ কয়েক ওভার বলও করেন। অ্যাডিলেড টেস্টের আগে আরও কয়েকটা দিন হাতে রয়েছে। কামিন্সকে নিয়ে দল আশাবাদী।

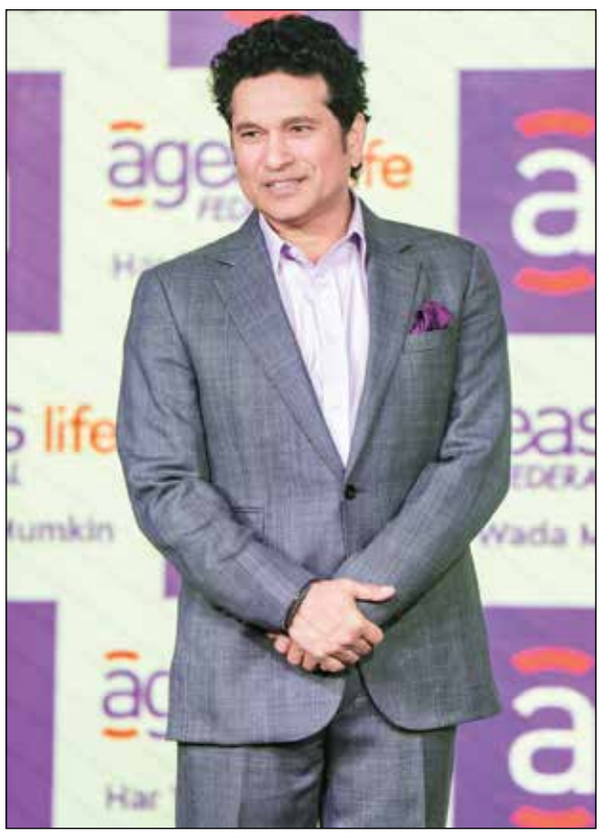

অ্যাডিলেডে ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে তৃতীয় টেস্টে অস্ট্রেলিয়া দলে ফিরতে পারেন অধিনায়ক প্যাট কামিন্স।

কলকাতায় লোবেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ ডিসেম্বর : মধ্যরাতে কলকাতায় পৌঁছালেন মোহনবাগান সুপার জায়েন্টের নতুন হেডকোচ সের্জিও লোবেরা। নভেম্বরের শেষ সপ্তাহে একইসঙ্গে হোসে ফ্রান্সিসকো মোলিনার সঙ্গে সোনালি করমর্দন ও নতুন কোচ হিসেবে লোবেরার আগমনের কথা ঘোষণা করে সবুজ-মেরুন ম্যানেজমেন্ট। এরপর ডিসেম্বরের শুরু থেকে বাগান ফুটবলাররা মাঠে নেমে পড়লেও ভিসা জটের কারণে লোবেরার কলকাতায় আসা আটকে ছিল। সূত্রের খবর, সোমবার রাতেই তা মিটে যায়। তৎক্ষণাৎ স্প্যানিশ কোচকে টিকিট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। ভারতীয় সময় মঙ্গলবার রাত ১টা ৫৫-এ লোবেরার কলকাতায় পা রাখার কথা। বৃহস্পতিবার যুবভারতী ক্রীড়াঙ্গন সংলগ্ন মাঠে লোবেরার তত্ত্বাবধানে অনুশীলন করবে দল।

আনোয়ার আলির দলবদল বিতর্কের মামলায় স্বস্তি পেল সর্বভারতীয় ফুটবল ফেডারেশন। তাদের আপিল কমিটি পুনর্গঠন কার্যক্রমের কোনও অন্তর্বর্তীকালীন স্থগিতাদেশ দেওয়া হচ্ছে না জানিয়ে দিল দিল্লি হাইকোর্ট। ফলে ২০ ডিসেম্বর ফেডারেশনের বার্ষিক সাধারণ সভায় নতুন আপিল কমিটি গঠনে বাধা রইল না। নতুন ওই কমিটি কার্যকর হলে দীর্ঘদিন ঝুলে থাকা আনোয়ার আলি ইস্যুতে শুনানি এগোনোর সম্ভাবনা তৈরি হবে।

টাটা স্টিল রোড রেসে চেপটেগেই

কলকাতা, ৯ ডিসেম্বর : টাটা স্টিল কলকাতা ২৫ কে রোড রেসের দশম বর্ষে প্রতিযোগীদের মধ্যে সবচেয়ে বড় নাম টোকিও ও প্যারিস অলিম্পিকে সোনাজয়ী, তিনবারের বিশ্বচ্যাম্পিয়ন অ্যাথলিট উগান্ডার জোসুয়া চেপটেগেই। এর আগে ভারতে বেদান্তা দিল্লি হাফ ম্যারাথন ও বেঙ্গালুরুর টিসিএস ওয়ার্ল্ড ১০ কে রোড রেসে চ্যাম্পিয়ন হয়েছেন। এই প্রথমবার কলকাতায় আসছেন তিনি।

অন্যদিকে মহিলাদের বিভাগে টানা তৃতীয়বার চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্য নিয়ে নামছেন ইথিওপিয়ার সুতুমে কেবেডে। সমস্ত বিভাগ মিলিয়ে এবার কলকাতা ২৫ কে-তে অংশগ্রহণকারী প্রতিযোগীর সংখ্যা ২৩ হাজারেরও বেশি।

ব্যর্থতার দায় নিলেন লক্ষ্মী

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ ডিসেম্বর : দিন বদলায়। বছর ঘুরে যায়। কিন্তু বাংলা ক্রিকেটের বেহাল দশার পরিবর্তন হয় না।

বছর পনেরো আগে অশোক দিন্দা একবার বলেছিলেন, ‘দোকানে মাল নেই, শাটার খুলে রেখে কী হবে।’ সেদিনের দিন্দা এখন ক্রিকেট পরবর্তী জীবনে বিধায়ক। বাংলার ভিশনের বোলিং কোচও। কিন্তু মাঝে দীর্ঘসময় কেটে গেলেও বঙ্গ ক্রিকেটে ব্যর্থতার ছবিটা বদলায়নি।

গতকাল হরিয়ানার কাছে ম্যাচ হেরে মঙ্গলবার বিকেলে হায়দরাবাদ থেকে কলকাতা ফিরে এসেছে বাংলা দল। সঙ্গে ব্যর্থতার ভূতও তাড়া করছে দলকে। কলকাতা ফেরার পর সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতে বাংলার ব্যর্থতা নিয়ে কোচ লক্ষ্মীরতন শুক্লা উত্তরবঙ্গ সংবাদ-কে বলছিলেন, ‘যখন ক্রিকেট খেলতাম, দলের অধিনায়ক ছিলাম, বরাবরই সাফল্যের সময় সতীর্থদের এগিয়ে দিয়েছি। আর ব্যর্থ হলে নিজে দায় নিয়েছি। কোচ হিসেবেও সেই একই মনোভাব আমার। মুস্তাক আলিতে বাংলার ব্যর্থতার দায় আমার।’

> যখন ক্রিকেট খেলতাম, দলের অধিনায়ক ছিলাম, বরাবরই সাফল্যের সময় সতীর্থদের এগিয়ে দিয়েছি। আর ব্যর্থ হলে নিজে দায় নিয়েছি। কোচ হিসেবেও সেই একই মনোভাব আমার। মুস্তাক আলিতে বাংলার ব্যর্থতার দায় আমার।
>
> **লক্ষ্মীরতন শুক্লা**

আরসিবির ট্রায়ালে করণ লাল

২৪ ডিসেম্বর থেকে শুরু হচ্ছে সর্বভারতীয় একদিনের প্রতিযোগিতা বিজয় হাজারে ট্রফি। বিজয় হাজারের জন্য সিএবি-র শীর্ষকর্তাদের কাছে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্টের তরফে অন্তত ছয়টি অনুশীলন সেশন চাওয়া হয়েছে। কোচ লক্ষ্মীরতন নিশ্চিত নন শেষ পর্যন্ত মোট কয়টা সেশন পাওয়া যাবে প্রস্তুতির জন্য। বাংলা কোচের কথায়, ‘বিজয় হাজারের আগে সিএবি-কে অনুরোধ করেছি অনুশীলনের ব্যবস্থা করার জন্য। জানি না সেটা সম্ভব হবে কিনা। কারণ, স্থানীয় ক্লাব ক্রিকেটের খেলাও চলছে।’ সর্বভারতীয় ক্রিকেটে কেন বারবার ব্যর্থ হচ্ছে টিম বাংলা? কেন দলের ব্যাটিং বারবার ভেঙে পড়ছে? জবাব নেই কোথাও। কোচ লক্ষ্মীরতন অবশ্য মুস্তাক আলির ব্যর্থতার মধ্যেও পজিটিভ দিক পেতে চাইছেন। তাঁর কথায়, ‘হতে পারে মুস্তাক আলিতে গ্রুপ পর্ব থেকেই বিদায় নিয়েছি আমরা। বিক্ষিপ্তভাবে কয়েকটা ম্যাচ ভালো খেলিনি আমরা। কিন্তু তারপরও বলব, আমাদের ছেলেরা খারাপ করেনি।’

মুস্তাক আলিতে ৭ ম্যাচে ১৬ উইকেট নিয়েছিলেন মহম্মদ সামি। কিন্তু তারপরও বাংলা ব্যর্থ। সিএবি সূত্রের খবর, সামি বিজয় হাজারেতেও খেলবেন। সঙ্গে আকাশ দীপ, মুকেশ কুমারদেরও পাওয়া যাবে। কিন্তু তারপরও দলের বেহাল দশার ছবিটা কি বদলাবে? সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়ও দলের ধারাবাহিক ব্যর্থতায় উদ্বিগ্ন। মুস্তাক আলির সময় নিয়মিতভাবে দলের খোঁজ রেখেছিলেন তিনি। আগামী কয়েকদিনের মধ্যেই তিনি বাংলা টিম ম্যানেজমেন্টের সঙ্গে আলোচনায় বসতে পারেন বলে খবর। বিজয় হাজারে অভিযান শুরুর আগে তিনি বাংলার ক্রিকেটারদের ‘ভোকাল টনিকও’ দিতে পারেন বলে জানা গিয়েছে। এদিকে, বাংলার ওপেনার করণ লাল আজ হায়দরাবাদ থেকে বেঙ্গালুরু উড়ে গিয়েছেন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরুর (আরসিবি) ট্রায়ালে যোগ দিতে।

পুদুচেরি ক্রিকেটের অনিয়ম ফাঁস

পুদুচেরি, ৯ ডিসেম্বর : পুদুচেরি ক্রিকেটের অনিয়ম ফাঁস। ভুয়ো পরিচয়পত্র, মিথ্যা ঠিকানা ও জাল নথি ব্যবহার করে রাজ্য দলে খেলানো হচ্ছে ভিনরাজ্যের ক্রিকেটারদের। একাধিক খেলোয়াড়ের নথি পর্যালোচনা করে এমনই তথ্য উঠে এসেছে। তদন্তে দেখা গিয়েছে, উত্তরপ্রদেশ, দিল্লি, মহারাষ্ট্র, কর্ণাটক সহ বিভিন্ন রাজ্যের খেলোয়াড়রা পুদুচেরির ঠিকানা দেখিয়েই স্থানীয় ক্রিকেটার হয়ে যাচ্ছেন। কোনও কোনও ক্ষেত্রে একই বাড়ির ঠিকানায় ৮–১০ জন খেলোয়াড়ের নাম পাওয়া গিয়েছে। অথচ বিসিসিআই-এর নিয়ম অনুযায়ী স্থানীয় হিসেবে যোগ্য হতে হলে অন্তত এক বছর সেই রাজ্যে বসবাসের প্রমাণ থাকা জরুরি। কিন্তু জাল নথির মাধ্যমে মাত্র কয়েক সপ্তাহে এই যোগ্যতা দেখিয়ে দেওয়া হচ্ছে। আর সেই খেলোয়াড়রা রনজি ট্রফি সহ বিভিন্ন বয়সভিত্তিক প্রতিযোগিতায় সুযোগ পাচ্ছেন। যদিও পুদুচেরি ক্রিকেট সংস্থার এক কর্তার দাবি, খেলোয়াড়রা শুধুমাত্র পারফরমেন্স এবং যোগ্যতার ভিত্তিতে নির্বাচিত হন। কোনও দুর্নীতি বা জাল নথি তৈরির সঙ্গে সংস্থার যোগসাজশ নেই। তিনি জানিয়েছেন, যারা রাজ্য দলের হয়ে খেলেন তাদের পুদুচেরিতে জন্ম, পড়াশোনা, ও বসবাস। এর সকল প্রয়োজনীয় প্রমাণ রয়েছে বলেও জানান তিনি, যা বিসিসিআইয়ের নিয়ম অনুযায়ী বৈধ।

ফর্মুলা ফোরের লড়াইয়ে ঈশান

কলকাতা, ৯ ডিসেম্বর : ফর্মুলা ৪ চ্যাম্পিয়নশিপের চূড়ান্ত পর্বের লড়াইয়ে ভারতের ঈশান মদেশ। আগামী ১৩ ও ১৪ ডিসেম্বর মাদ্রাজ ইন্টারন্যাশনাল সার্কিটে হবে এফআইএ অনুমোদনপ্রাপ্ত এই প্রতিযোগিতার ফাইনাল। এই মুহূর্তে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে রয়েছে কেনিয়ার ১৫ বছর বয়সি ড্রাইভার শেন চান্ডারিয়া। দুই নম্বরে ফ্রান্সের সাশেল রোটজে। তিন নম্বরে ভারতের তরুণ ড্রাইভার ঈশান। ফর্মুলা ৪ চ্যাম্পিয়নশিপে কলকাতা রয়েল টাইগার্সের প্রতিনিধি তিনি। তিনজনের পয়েন্টের ব্যবধান খুব বেশি নয়। ফলে চূড়ান্ত পর্বে প্রতিটি ল্যাপই খুব গুরুত্বপূর্ণ হতে চলেছে।

সামি কেন নেই ভারতীয় দলে, প্রশ্ন সৌরভের

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ ডিসেম্বর : রনজি ট্রফিতে দুরন্ত। সৈয়দ মুস্তাক আলি ট্রফিতেও দারুণ ছন্দে।

মুস্তাক আলি প্রতিযোগিতার গ্রুপ পর্ব থেকে বাংলার বিদায় ঘটে গিয়েছে। কিন্তু পরিসংখ্যান বলছে, বাংলা বিদায় নিলেও মহম্মদ সামি বল হাতে সাত ম্যাচে নিয়েছেন ১৬ উইকেট। ধারাবাহিকভাবে পারফর্ম করে যাওয়ার পরও টিম ইন্ডিয়ায় এখনও ‘ব্রাত্য’ সামি। কিন্তু কেন?

চলতি মরশুমে বাংলার হয়ে চারটি রনজি ম্যাচ খেলেছেন সামি। সর্বভারতীয় টি২০ মুস্তাক আলিতে খেলেছেন সাত ম্যাচ। দলকে ভরসা দিয়েছেন। নিয়েছেন উইকেটও। প্রমাণ করেছেন নিজের ফিটনেসের। তাঁর ক্রিকেট স্কিলে যে এখনও মরচে ধরেনি, তাও প্রমাণিত। কিন্তু তারপরও উপেক্ষিত সামি। দক্ষিণ আফ্রিকার বিরুদ্ধে চলতি সিরিজে সামিকে টিম ইন্ডিয়ায় না দেখে অবাক ও বিস্মিত সিএবি সভাপতি সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়। মঙ্গলবার এক অনুষ্ঠানে মহারাজ ফের প্রশ্ন তুলেছেন সামিকে নিয়ে। জাতীয় নির্বাচকদের সঙ্গে তাঁর কী কথা চলছে, জানেন না সৌরভ। তাঁর কথায়, ‘জাতীয় নির্বাচকদের সঙ্গে নিশ্চিতভাবেই সামির কথা হচ্ছে। ওদের মধ্যে কী কথা হয়েছে, জানি না আমি। কিন্তু সামিকে ভারতীয় দলে না দেখে আমি অবাক।’

সামির ফিটনেস ও ক্রিকেট স্কিল নিয়েও কোনও সমস্যা দেখছেন না মহারাজ। তাঁর কথায়, ‘ঘরোয়া ক্রিকেটে এতগুলো ম্যাচ খেলার পর সামির ফিটনেস, ক্রিকেট স্কিলে কোনও সমস্যা রয়েছে বলে মনে হয় না। কিন্তু তারপরও সামি কেন জাতীয় দলে নেই। সেটাই রহস্য। টেস্ট, ওয়ান ডে ও টি২০, ক্রিকেটের তিন ফরম্যাটেই ওকে না দেখতে পাওয়াটা সত্যিই বিস্ময়কর।’ উল্লেখ্য, ২০২৩ সালে আহমেদাবাদে একদিনের বিশ্বকাপের ফাইনালের পর চোটের কারণে দীর্ঘসময় ক্রিকেটের বাইরে ছিলেন সামি। ফিরে আসার পর তিনি দুবাইয়ে চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফিও খেলেছেন। কিন্তু তারপর থেকেই সামি দলের বাইরে।

> ঘরোয়া ক্রিকেটে এতগুলো ম্যাচ খেলার পর সামির ফিটনেস, ক্রিকেট স্কিলে কোনও সমস্যা রয়েছে বলে মনে হয় না। কিন্তু তারপরও সামি কেন জাতীয় দলে নেই, সেটাই রহস্য।
> -সৌরভ গঙ্গোপাধ্যায়

হার্দিক-স্পেশালে কটকে সূর্যোদয়

ভারত-১৭৫/৬
দক্ষিণ আফ্রিকা-৭৪
(১২.৩ ওভারে)

কটক, ৯ ডিসেম্বর : দিনের শুরু হয়েছিল জগন্নাথ দর্শনে।

সকাল সকাল পুরীর মন্দিরে গিয়ে পুজো দেন গৌতম গম্ভীর। সঙ্গী অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব। সন্ধেয় মহানদীর পাড়ে কটকের বারাবাটি স্টেডিয়ামে ব্যাট-বলের দ্বৈরথ। টি২০ বিশ্বকাপের প্রস্তুতির লক্ষ্যে প্রতিটি ম্যাচই গুরুত্বপূর্ণ।

ওডিআই সিরিজে রোকোর মাদকতাকে ঝেড়ে নয়া চ্যালেঞ্জ। যে লক্ষ্যে নামার আগে ঈশ্বরের কাছে মনস্কামনা জানিয়ে পুজো। প্রার্থনা পূরণ মঙ্গলবারের কটকে। টস দুর্ভাগ্য এদিনও পিছু ছাড়েনি। আবারও শিশিরের মধ্যে রাতে দ্বিতীয় ইনিংসে বোলিংয়ের চ্যালেঞ্জ।

আজ যদিও কোনও প্রতিকূলতা ভারতের পথে অন্তরায় হয়নি। পাওয়ার প্লে-তে প্রোটিয়া পেস ব্রিগেডের ধাক্কায় টপ অর্ডারের থরহরিকম্পে আশঙ্কার মেঘ তৈরি হলেও যা কেটে যায় হার্দিক পান্ডিয়া স্পেশালে (২৮ বলে অপরাজিত ৫৯)। ১৪ ওভারে ১০৪/৫ স্কোরটাকে কার্যত একার হাতে ১৭৫/৬-এ পৌঁছে দেন।

হার্দিকের যে দুরন্ত ইনিংস ব্যবধান গড়ে দেয়। ১৭৫ রানের পুঁজি। ভারতীয় বোলারদের জন্য যা যথেষ্ট ছিল দক্ষিণ আফ্রিকাকে বেলাইন করতে। অর্শদীপ সিং (১৪/২), জসপ্রীত বুমরাহ (১৭/২), বরুণ চক্রবর্তী (১৯/২), অক্ষর প্যাটেলদের (৭/২) পেস-স্পিনের জাঁতাকলে ১২.৩ ওভারে মাত্র ৭৪ (টি২০-তে দক্ষিণ আফ্রিকার সর্বনিম্ন রান) রানেই গুটিয়ে যায় গত টি২০ বিশ্বকাপের ফাইনালিস্টরা।

কৃতিত্ব প্রাপ্য উইকেটকিপার জিতেশ শর্মারও। গোটা তিনেক দুরন্ত ক্যাচ নিলেন। বিশেষত, সামনের দিকে শরীর ছুড়ে দিয়ে নেওয়া জোড়া ক্যাচ প্রথম একাদশে সঞ্জু স্যামসনের ফেরার রাস্তা কঠিন করবে। মিলিত প্রয়াসের ফল, ১০১ রানের বিশাল জয়ে শুভসূচনা বিশ্বকাপের প্রস্তুতি পর্বে।

শুরুটা অর্শদীপের সুইং-পেসের কামালে। ২ ওভারের প্রথম স্পেলে কুইন্টন ডি কক (০), ট্রিস্টান স্টাবস (১৪) শিকার। ডি কক ফেরেন আউট সুইংয়ে। স্টাবসের ক্ষেত্রে ভিতরে আসা বলে কামাল। বরুণ, অক্ষরের স্পিনে বন্দি মার্করাম (১৪), ডোনোভান ফেরেইরা (৫)।

বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ের পর হার্দিকের গোল্ডেন আর্মের সুফল। শুরুতেই ডাগআউটের পথে ডেভিড মিলার (১)। পঞ্চাশ পেরোতে না পেরোতেই অর্ধেক ব্যাটার আউট। ডিওয়াল্ড ব্রেভিস (২২), মার্কো জানসেনদের (১২) ম্যাচে ফেরার সুযোগ দেননি বুমরাহরা।

ব্রেভিসকে ফিরিয়ে শততম টি২০ উইকেট বুমরাহর। পঞ্চম বোলার হিসেবে তিন ফরম্যাটে উইকেটের সেঞ্চুরির কীর্তি। আর বুমরাহদের যে কীর্তির সামনে শক্তিশালী প্রোটিয়া ব্যাটিং তাসের ঘরের মতো ভেঙে পড়ে। ৭৪ রানে প্রতিপক্ষকে চুরমার করে ষোলোকলা পূরণ। পাঁচ ম্যাচের সিরিজে ১-০ এগিয়ে যাওয়া।

এর আগে ভারতীয় ইনিংসের লুঙ্গি এনগিডির দাপট। ম্যাচের তৃতীয় বলটাই ক্রিজ ছেড়ে বেরিয়ে এসে ফিল্ডারের মাথার ওপর দিয়ে চালাতে গিয়ে ক্যাচ দিয়ে বসেন শুভমান গিল (৪)। এনগিডির দ্বিতীয় ওভারে এক পথে সূর্যকুমার যাদবও। আগের দুই বলে চার ও ছক্কা। কবজির মোচরে অনায়াসে গ্যালারিতে ফেলা।

মনে হচ্ছিল, দিনটা স্কাইয়ের হতে চলেছে। কিন্তু দ্রুত মোহভঙ্গ। তৃতীয় বলে অফের বাইরের বলকে অনের দিকে ঘোরানোর প্রয়াসে উইকেট খুইয়ে বসেন সূর্য (১২)। পাওয়ার প্লে-তে (৪০/২) হাত খোলার বদলে খোলসের মধ্যেই আটকে থাকা।

ক্রিজে তখনও অভিষেক শর্মা। ক্রিজে থিতু হওয়ার চেষ্টার মাঝে নেওয়া কয়েকটা শটে উত্তাপও বাড়াচ্ছিলেন। মার্কো জানসেনের শর্ট ডেলিভারি একবার পাঁজরেও লাগল। জবাব দিলেন পরের শর্ট পিচ বলকে ছক্কা হাঁকিয়ে। অভিষেককে ঘিরে প্রত্যাশা অবশ্য ক্ষণস্থায়ী। লুথো সিপামলার বলে জায়গা করে ফাইন লেগের ওপর দিয়ে চালাতে গিয়ে জানসেনের দর্শনীয় ক্যাচে ফিরতে হয় অভিষেককে (১৭)।

৬.৩ ওভারে ভারত ৪৮/৩। ক্রিজে অক্ষর প্যাটেল-তিলক ভার্মা। ১০ ওভারে ৭১/৩। লম্বা সময়ের পর মাঠে ফেরা আনরিচ নর্তজেকে একেবারে আপার টায়ারে পাঠালেন তিলক। পূরণ হাজার রানও। কিন্তু ড্রিঙ্কস ব্রেকের পর ছন্দপতন। অক্ষর, তিলককে নিয়ে একপ্রস্থ ক্লাসও নিতে দেখা যায় গম্ভীরকে। লাভের লাভ কিছু হয়নি। এনগিডির (৩১/৩) তৃতীয় শিকার তিলক (২৬)। অক্ষরের (২৩) প্রচেষ্টা থামান সিপামলা (৩৮/২)। ভারত ১০৪/৫। হাতে ৬ ওভার।

ছত্রিশের 'আখরায়' হার্দিক শোয়ে ভারতীয় ডাগআউটের 'গম্ভীর' মুখগুলিতে হাসির ঝলক। দমবন্ধ পরিস্থিতিতে স্বস্তির অক্সিজেন। হেলিকপ্টার শট, নো লুক শট, পাওয়ারফুল টেনিস টসে হার্দিকের অভিজ্ঞতা, দক্ষতার ঝলক। কোনওটা বারাবাটির সবুজ গালিচা চিরে বাউন্ডারিতে। কোনওটা সোজা দর্শকদের মাঝে।

শেষ ওভারে নর্তজের গতিকে ব্যবহার করে থার্ডম্যানের ওপর দিকে ছক্কায় ২৫ বলে হাফ সেঞ্চুরি পূরণ। রোহিত শর্মা, সূর্যকুমার যাদব, বিরাট কোহলির পর চতুর্থ ভারতীয় হিসেবে ছক্কার সেঞ্চুরি। কঠিন পরিস্থিতি থেকে দলকে লড়াইয়ের লাইনে ফেরানো হার্দিকের যে প্রয়াসের ফল ১০৪/৫ থেকে শেষ ছয় ওভারে ৭১। ৬টি চার ও ৪টি ছক্কায় সাজানো হার্দিকের ইনিংস দলকে ১৭৫-এ পৌঁছে দেয়। বাকি কাজটা সেরে নিয়ে হার্দিকের যে ইনিংসের মর্যাদা রাখতে ভুলচুক করেননি বোলাররা।

প্রত্যাবর্তন ম্যাচে ২৮ বলে অপরাজিত ৫৯ রানের ইনিংসে উজ্জ্বল হার্দিক পান্ডিয়া। বল হাতে নিলেন ডেভিড মিলারের গুরুত্বপূর্ণ উইকেট।

সেঞ্চুরি উইকেটে নজির বুমরাহর

কেশব মহারাজকে ফিরিয়ে জসপ্রীত বুমরাহ। তাঁর সংগ্রহে জোড়া উইকেট।

ভাঙছে দক্ষিণ আফ্রিকা। উচ্ছ্বাস শুভমান গিল, জিতেশ শর্মা, অর্শদীপ সিংদের।

আজ আলোচনায় ক্লাব জোট

ক্রীড়ামন্ত্রকের রিপোর্ট নিয়ে ধোঁয়াশা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ৯ ডিসেম্বর : এখনও দেশের শীর্ষ আদালত কিছু না জানালেও সূত্রের খবর, এবারের মতো ক্লাবগুলিকেই ইন্ডিয়ান সুপার লিগ চালানোর কথা বলতে চলেছে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক। যদিও সেই রিপোর্ট আদৌ জমা পড়েছে কি না তা নিয়েও ধোঁয়াশা রয়েছে। সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে বুধবার আলোচনায় বসতে চলেছেন ক্লাব প্রতিনিধিরা।

গত ৩ ডিসেম্বর ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য আলোচনায় বসেন অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশন, আইএসএল, আই লিগ, ব্রডকাস্টার, এফএসডিএল সহ সব স্টেকহোল্ডারদের সঙ্গে। সেখানেই দ্রুত আইএসএল ও অন্যান্য লিগ শুরু করার আর্জি জানায় সব পক্ষই। প্রয়োজনে এই মরশুমের জন্য নিজেরা লিগ চালানোর কথাও বলেন ক্লাব প্রতিনিধিরা। পরদিন ইস্টবেঙ্গল ছাড়া বাকি সব ক্লাবের পক্ষ থেকে নতুন করে অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনকে একটি চিঠি দেওয়া হয়। যেখানে নতুন বিপণন সঙ্গী নেওয়ার ক্ষেত্রে শিথিলতা দেখানোর আবেদন জানানোর পাশাপাশি আর্থিক ব্যয়ভার কমানো এবং লম্বা চুক্তির বিষয়গুলিও নজরে আনে ক্লাবগুলি। যা মূলত ছিল এফএসডিএলেরই বক্তব্য। নতুন বিপণন সঙ্গী নেওয়ার বিষয়টি যাতে ডিসেম্বরের মধ্যেই শেষ হয়ে যায়, সেই কথাও লেখা হয় এই চিঠিতে। একইসঙ্গে এই মরশুমে যেহেতু ইতিমধ্যেই দেরি হয়ে গিয়েছে, তাই স্বল্পমেয়াদী পরিকল্পনা হিসাবে ক্লাবগুলির জোট লিগ চালানোর দায়িত্ব নিতে পারে বলে জানানো হয়।

সেই পথেই কি হাঁটতে চলেছে কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক? রিপোর্ট প্রকাশ্যে না এলেও সম্ভবত এই মরশুমে ক্লাবগুলিকেই কনসোর্টিয়াম করে লিগ করার কথা বলা হচ্ছে বলে খবর। আর্থিক খরচ ক্লাবগুলি করবে তা পরবর্তীতে নতুন বিপণন সঙ্গী দায়িত্ব নেওয়ার পর সেন্ট্রাল পুল থেকে ফিরিয়ে দেওয়ার পরামর্শও ক্রীড়ামন্ত্রী দিতে চলেছেন বলে শোনা যাচ্ছে। একইসঙ্গে সময় এবং খরচ কমাতে ভেনুর সংখ্যাও কমানো হতে পারে। তবে কোনওভাবেই সরকারের থেকে টাকা দিয়ে আইএসএল করা সম্ভব নয় বলে জানিয়েছেন ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মাণ্ডব্য। কারণ সরকারের কাছে সব খেলারই সমান গুরুত্ব। যা খবর তাতে এই রিপোর্ট ইতিমধ্যেই জমা পড়েছে শীর্ষ আদালতে। বুধবারই এর শুনানি হতে পারে। তবে এরপরেও থাকছে প্রশ্ন। চিঠিতে ইস্টবেঙ্গল তো সই করেইনি, কিন্তু যারা স্বাক্ষর করেছে তার মধ্যে সব ক্লাবই কি নিজেদের খরচে লিগ খেলতে রাজি হবে? মহমেডান স্পোর্টিং আগেই জানিয়েছে, তাদের পক্ষেও আর্থিক ব্যয়ভার বহন করে আইএসএল খেলা সম্ভব নয়। ওডিশা এফসি কী করবে, কারও জানা নেই। এফএসডিএল না থাকলে চেন্নাইয়ান এফসি-ও কি দল মাঠে নামাবে?

প্রশ্ন অনেক। যার উত্তর হয়তো জানা যাবে শীর্ষ আদালতের রায়দানের পরই। তার আগে এই সব নিয়েই আলোচনায় বসবে ক্লাব জোট। তার পরেই জানা যাবে এই মরশুমে আদৌ লিগ হবে কি না।

১৭৫ হবে ভাবিনি, স্বীকার সূর্যর

বাজিমাত করেছি টাইমিংয়ে : হার্দিক

কটক, ৯ ডিসেম্বর : প্রত্যাবর্তনেই স্বমেজাজে। জাতীয় দলের হয়ে শেষ ম্যাচ খেলেছেন সেপ্টেম্বরে শ্রীলঙ্কার বিরুদ্ধে। আড়াই মাস পর মাঠে ফিরে বুঝিয়ে দিলেন, তাঁর থাকা আর না থাকার ব্যবধান কতটা। আজ কটকের বারাবাটি স্টেডিয়ামের টি২০ দ্বৈরথে হার্দিক পান্ডিয়ার অলরাউন্ড শোয়ের পরতে পরতে যার প্রতিফলন।

২৮ বলে ৫৯ রানের বিস্ফোরক ব্যাটিংয়ে সতীর্থদের ব্যর্থতা ঢেকে দিলেন। পরে বল হাতেও নিলেন ডেভিড মিলারের মূল্যবান উইকেট। ম্যাচের সেরা বাছতে দ্বিতীয় কারও কথা ভাবার প্রয়োজন পড়েনি। প্রত্যাবর্তনেই সেরার পুরস্কার হাতে হার্দিক বলেছেন, 'উইকেটে বাড়তি আগুন ছিল। তাই টাইমিংয়ে জোর দিয়েছিলাম। এদিন যেভাবে খেলেছি আমি খুশি।' গত কয়েক বছরে ফিটনেস বারবার প্রতিবন্ধকতা তৈরি করেছে। গত কয়েক মাসে তাই ফিটনেস নিয়ে বাড়তি ঘাম ঝরিয়েছেন। বেঙ্গালুরুস্থিত ন্যাশনাল ক্রিকেট অ্যাকাডেমিতেও লম্বা সময় কাটিয়েছেন। সুফল পাচ্ছেন। পাওয়ার প্লে-তে এদিন বোলিং না পেলেও আক্ষেপ নেই। হার্দিকের কথায়, দল কী চাইছে তাঁর কাছে, সেটাই আগে। যে দায়িত্ব পাবেন, সেটাই যথাযথভাবে পালন করতে চান।

টসে হার, শিশির আশঙ্কা। চাপ সরিয়ে প্রতিপক্ষকে গুঁড়িয়ে দেওয়া। সূর্যকুমার যাদব যে স্বস্তি নিয়ে বলেছেন, 'টস হল ৫০-৫০। তবে আগে ব্যাট করে খুশি আমি। আর ৪৮/৩ থেকে ১৭৫-এ পৌঁছে যাওয়া দুর্দান্ত। ভেবেছিলাম স্কোরটা ১৬০-এর মতো হবে। সেখানে ১৭৫, অবিশ্বাস্য। বিশ্বাস ছিল বাড়তি ব্যাটার থাকার সুফল পাব। কেউ না কেউ ঠিক সামলে দেবে। হার্দিক দুর্দান্ত ব্যাটিং করল। তিলক (ভার্মা), অক্ষরের (প্যাটেল) কথাও বলব।'

বল হাতে শুরুতে প্রতিপক্ষকে ধাক্কা দেওয়া অর্শদীপ সিংয়ের কথায়, 'জটিল কোনও পরিকল্পনা ছিল না। উইকেট থেকে পাওয়া সাহায্য যথাসম্ভব কাজে লাগানোর চেষ্টা করেছি। জানতাম সিমটাকে ঠিকঠাক ব্যবহার করতে পারলে সুফল মিলবে। সেটাই হয়েছে। টি২০ ম্যাচে বল সুইং করছে, এরকম উইকেট খুব একটা পাই না। চেষ্টা করেছি সুবিধাটা কাজে লাগাতে বোলিংয়ে যথাসম্ভব শৃঙ্খলা রাখতে।'

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন অজিত।

ড্র করলেই চ্যাম্পিয়ন এসএসবি

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় পিসি মিত্তাল, নারায়ণচন্দ্র দাস ও অজয়কুমার গুহ ট্রফি শিলিগুড়ি প্রিমিয়ার লিগ ফুটবলে মঙ্গলবার এসএসবি ৫-০ গোলে চূর্ণ করে তরুণ তীর্থকে। মণীশ ফাওয়া ৭ মিনিটে গোলমুখ খোলেন। এরপর ১২ ও ৩৮ মিনিটে জোড়া গোল করেন অজিত। ৪৯ মিনিটে নিজের দ্বিতীয় ও দলের চতুর্থ গোলটি এনে দেন মণীশ। ৬১ মিনিটে পঞ্চম গোল লেঙ্গিনসাং হাওকিপের। ম্যাচের সেরা হয়ে অজিত পেয়েছেন বাসন্তী দে সরকার ট্রফি। এদিন জিতে ৮ ম্যাচে ২১ পয়েন্টে পৌঁছাল এসএসবি। সমান সংখ্যক ম্যাচ খেলে সূর্যনগর ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের সংগ্রহ ২০ পয়েন্ট। শুক্রবার এই দুই দলের ম্যাচের উপর নির্ভর করছে লিগের ভাগ্য। ওই দিন ড্র করলেই চ্যাম্পিয়ন হবে এসএসবি। বুধবার খেলবে দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়ন ও বিবেকানন্দ ক্লাব।

ম্যাচের সেরা হয়ে সুমিত মল্লিক।

জিতল বিবেকানন্দ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ার ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে মঙ্গলবার বিবেকানন্দ ক্লাব ৬ উইকেটে হারিয়েছে শিলিগুড়ি স্পোর্টিং ইউনিয়নকে। তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের মাঠে স্পোর্টিং প্রথমে ৩২.১ ওভারে ১২২ রানে অল আউট হয়। মহম্মদ তোহিয়া জামানের অবদান ২৬ রান। আমন মণ্ডল ২২ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন। ভালো বোলিং করেন প্রিন্স কুমারও (২৩/২)। জবাবে বিবেকানন্দ ২৬.৩ ওভারে ৪ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। ম্যাচের সেরা সুমিত মল্লিকের অবদান ৫৭। সুরজ কুমার করেন ৩৫ রান। কৌস্তভ বন্দোপাধ্যায় ২১ ও শুভম পাল ২৫ রানে ২ উইকেট নিয়েছেন। বুধবার রামকৃষ্ণ ব্যায়াম শিক্ষা সংঘ মুখোমুখি হবে মিলনপল্লি স্পোর্টিং ক্লাবের।

সিটির বিরুদ্ধে আজ অনিশ্চিত এমবাপে

মাদ্রিদ, ৯ ডিসেম্বর : রিয়াল মাদ্রিদ শিবিরে এমনিতেই এই মুহূর্তে উদ্বেগের শেষ নেই। ম্যাঞ্চেস্টার সিটির বিরুদ্ধে লড়াইয়ের আগে জাভি অলন্সোর চিন্তা বাড়ালেন কিলিয়ান এমবাপে।

রিয়ালে অলন্সো অধ্যায়ের শুরুটা হয়েছিল দুর্দান্ত। এরপর মাঝ-মরশুমে আচমকা ছন্দপতন। লা লিগায় শেষ পাঁচ মাত্র একটা জয়। এতেই মাদ্রিদের ক্লাবে অনিশ্চিত হয়ে পড়েছে অলন্সোর ভবিষ্যৎ। এই পরিস্থিতিতে বুধবার রাতে উয়েফা চ্যাম্পিয়ন্স লিগে নীল ম্যাঞ্চেস্টারের বিপক্ষে মাঠে নামছে রিয়াল। একাধিক স্প্যানিশ সংবাদমাধ্যমের দাবি, সিটির বিরুদ্ধে জিততে না পারলেই চাকরি হারাবেন জাভি।

পরিস্থিতিটা হয়তো আঁচ করতে পারছেন স্বয়ং রিয়াল কোচও। সিটির মুখোমুখি হওয়ার আগে অলন্সো বললেন, 'রিয়াল মাদ্রিদের মতো দলের কোচ হিসাবে কাজ করলে সব পরিস্থিতির জন্য তৈরি থাকতে হবে। সামনে একটা বড় দিন। এগিয়ে যেতে হবে আমাদের।' এরই মাঝে তাঁর চিন্তা বাড়ালেন এমবাপে। ম্যান সিটি ম্যাচের আগে অনুশীলনে অনুপস্থিত ফরাসি তারকা। জানা গিয়েছে ভাঙা আঙুল ও বাঁ পায়ে পেশির অস্বস্তিতে ভুগছেন এমবাপে। বুধবার তাঁর খেলা নিয়ে সংশয় রয়েছে।

শেষপর্যন্ত এমবাপে খেলতে না পারলে তা অলন্সোর পরিকল্পনায় প্রভাব ফেলতে পারে। চোটের জন্য পাওয়া যাবে না এডুয়ার্ডো কামাভিঙ্গা, ট্রেন্ট আলেক্সান্ডার আর্নল্ড ও ড্যানি কার্ভাহালকেও। এই পরিস্থিতিতে রিয়ালের অ্যাকাডেমি থেকে বেশ কয়েকজন ফুটবলারকে দলে অন্তর্ভুক্ত করেছেন জাভি। তাদের দিয়েই পরিস্থিতি সামাল দেওয়ার চেষ্টা। চ্যাম্পিয়ন্স লিগে অবশ্য এই পর্যন্ত ৫ ম্যাচ খেলে ৪টিতে জিতেছে রিয়াল। ম্যান সিটি ম্যাচের আগে এই একটা পরিসংখ্যানই যা স্বস্তি দিতে পারে অলন্সোকে।

উলটোদিকে চ্যাম্পিয়ন্স লিগে ধারাবাহিকতা দেখাতে না পারলেও প্রিমিয়ার লিগে শেষ তিন ম্যাচ জিতেছে সিটি। বিশেষত গত ম্যাচে সান্ডারল্যান্ডের বিপক্ষে ৩-০ গোলে জয় রিয়াল ম্যাচের আগে একটু হলেও বাড়তি আত্মবিশ্বাস দেবে পেপ গুয়ার্দিওলার দলকে। বুধবার রাতে চ্যাম্পিয়ন্স লিগের অন্য ম্যাচে মাঠে নামছে দুরন্ত ছন্দে থাকা আর্সেনাল। তাদের প্রতিপক্ষ ক্লাব ব্রাগা।

অ্যান্টোনিও রুডিগারের সঙ্গে বল দখলের লড়াইয়ে ভিনিসিয়ার জুনিয়ার।

চ্যাম্পিয়ন্স লিগে আজ

কারাবাগ এফকে বনাম আয়াখস আমস্টারডাম
ভিয়ারিয়াল বনাম এফসি কোপেনহেগেন
সময় : রাত ১১.১৫ মিনিট
রিয়াল মাদ্রিদ বনাম ম্যাঞ্চেস্টার সিটি
জুভেন্তাস বনাম পাফোস এফসি
বরুসিয়া ডর্টমুন্ড বনাম বোডো/গ্লিমট
অ্যাথলেটিক বিলবাও বনাম প্যারিস সাঁ জাঁ
ক্লাব ব্রাগ বনাম আর্সেনাল
বেয়ার লেভারকুসেন বনাম নিউক্যাসল ইউনাইটেড
বেনফিকা বনাম এসএসসি নাপোলি
সময় : রাত ১.৩০ মিনিট
সম্প্রচার : সোনি টেন নেটওয়ার্ক

সেমিফাইনালে শিলিগুড়ি

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছে গীতাংশী দাস। বসুন্ধরা মাঠে মঙ্গলবার।

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ ডিসেম্বর : সিএবি-র আন্তঃ জেলা অনূর্ধ্ব-১৮ মেয়েদের একদিনের ক্রিকেটে সেমিফাইনালে উঠল শিলিগুড়ি। মঙ্গলবার তারা ৩৯ রানে জিতেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বিরুদ্ধে। বসুন্ধরা মাঠে টসে হেরে শিলিগুড়ি ৪৫ ওভারে ৭ উইকেটে ১৯১ রান তোলে। রত্না বর্মনের অবদান ৫৪ রান। শিঞ্জিনী সরকার ৪২ ও গীতাংশী দাস ৩৭ রান করেন। অদ্রিতা দাস ৩২ রানে ফেলে দেয় ৩ উইকেট। জবাবে দক্ষিণ ২৪ পরগনা ৪০ ওভারে সব উইকেট হারায় ১৫২ রানে। সর্বোচ্চ ৫৬ রান করেন অস্মিতা দাস। ম্যাচের সেরা গীতাংশী ২৫ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট।

জয়ী পান্ডাপাড়া

জলপাইগুড়ি, ৯ ডিসেম্বর : জেলা ক্রীড়া সংস্থার প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে মঙ্গলবার পান্ডাপাড়া বয়েজ ক্লাব ৪ উইকেটে জয় পেয়েছে জেসিসিএ-র বিরুদ্ধে। টাউন ক্লাবে জেসিসিএ প্রথমে ৯৪ রানে অল আউট হয়ে যায়। জবাবে পান্ডাপাড়া ২৫তম ওভারে ৬ উইকেটে লক্ষ্যে পৌঁছে যায়।

বিজ্ঞাপন

ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন জলপাইগুড়ি -এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, জলপাইগুড়ি - এর একজন বাসিন্দা ডোমনি অরাওন - কে 10.09.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 75A 47161 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "আমার জীবনে ইতিবাচক পরিবর্তন আনার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি ও নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই। এটি আমাকে উৎসাহিত করেছে আমার জীবনে নতুন ভাবে কিছু করার ও জীবনে উন্নতি করবার জন্য। আমার পরিবার এই জন্য অনেক খুশি যা আমার কাছে অনেক মূল্যবান একটি ব্যাপার।"

* বিজ্ঞপ্তির তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

হারের মুখে শিলিগুড়ির ছেলেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ ডিসেম্বর : সিএবি-র অনূর্ধ্ব-১৮ ছেলেদের দুইদিনের ক্রিকেটে নিজেদের প্রথম ম্যাচেই নিশ্চিত হারের মুখে ছেলেরা। সিউড়িতে টসে জিতে বর্ধমানকে ৫১.৫ ওভারে তারা অল আউট করে ২০৯ রানে। সুমিরন শর্মা ১৩ ও অনীশ শর্মা ৬১ রানে ৩ উইকেট নিয়েছে। ভালো বোলিং করে স্নেহময় সরকারও (৩৮/২)। এরপর ভয়াবহ ব্যাটিং বিপর্যয়ে শিলিগুড়ি প্রথম দিনটা শেষ করে ৩১.৩ ওভারে ৬৫/৯ স্কোরে। রাঘব দাস (১৭) ও সৈকত দাস (১৬) ছাড়া কেউই প্রতিরোধ গড়তে পারেনি। বুধবার ১ উইকেট হাতে নিয়ে শিলিগুড়িকে তুলতে হবে ১৪৫ রান। যে আশা প্রায় কেউই করছে না।

মাঠে নামার আগেই সিএবি-র কাছে ঠিকঠাক তথ্য জমা না করতে পারায় পর্যবেক্ষক শিলিগুড়ির চার ক্রিকেটার - নীতীশ কুমার, আমন সিং, নরদেব বর্মন ও অভিজিৎ মজুমদারকে মাঠে নামতে দেননি। বাংলা দলের হয়ে কোচবিহার ট্রফিতে ব্যস্ত থাকায় পাওয়া যায়নি অধিনায়ক আকাশ তরফদারকেও। অবস্থা এমন দাঁড়ায় যে চোট থাকা সত্ত্বেও যুবরাজ সিংকে মাঠে নামতে হয়। যদিও তার চোট থাকার কথা মানতে চাননি শিলিগুড়ির কোচ বরুণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও ম্যানেজার অভয়কুমার সিং। দুইজনেরই মন্তব্য, 'আগে চোট পেলেও তা সেরে গিয়েছে। ফিট আছে বলেই যুবরাজকে একাদশে রাখা হয়েছে।'

তথ্য ঠিক না থাকায় নামতে পারল না নীতীশরা

তবে চার ক্রিকেটার তথ্য ঠিক না থাকায় যে খেলতে পারেনি তা বরুণ মেনে নিয়েছেন। বলেছেন, 'সিএবি-র পর্যবেক্ষক বললেন চার ক্রিকেটার খেলতে পারবে না। তাই আমি ওদের খেলাইনি। সিএবি নতুন নিয়ম করেছে। হয়তো তার সঙ্গে মানানসই হয়নি, তাই ওদের খেলতে দেয়নি।' যদিও বাদ পড়া চার ক্রিকেটারের অন্যতম নীতীশ বলেছে, 'মহকুমা ক্রীড়া পরিষদ যা নথি চেয়েছে আমরা জমা করেছি। ওরা কী করেছে আমরা জানি না। এখানে আসার পর পর্যবেক্ষক বলল তোমাদের তথ্য ঠিক নেই। সবকিছু ঠিকঠাক করে নিলে পরের ম্যাচে খেলতে পারবে। তবে এই ম্যাচে মাঠে এসেও খেলতে পারলাম না বলে হতাশ।' ক্রীড়া পরিষদের সচিব কুন্তল গোস্বামী বলেছেন, 'আমরা ক্রিকেটারদের বিশ্বাস রেখে তথ্য জমা করেছিলাম সিএবি-তে। তারপর কী হয়েছে বলতে পারব না। হয়তো ওরা কোনও ত্রুটি খুঁজে পেয়েছেন, না হলে খেলতে দেবেন না কেন? তবে আমরা এই বিষয়টা গুরুত্বের সঙ্গে দেখছি। আশা করছি, সমাধান করা যাবে।'

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন স্বস্তিকা যুবক সংঘের রৌমিত রাজ (বাঁয়ে) ও অগ্রগামী সংঘের উদিত চৌধুরী।

চন্দনের ৬১ রান, রৌমিতের ৪ শিকার

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ৯ ডিসেম্বর : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের ১০ দলীয় মণীন্দ্রনাথ সরকার, স্নেহলতা সরকার ও জগদীশ সিনহা ট্রফি নিউ আইডিয়াল ডেকোরেটর ও ফ্লেক্স সুপার ডিভিশন ক্রিকেট লিগে মঙ্গলবার স্বস্তিকা যুবক সংঘ ৪ উইকেটে জয় পেয়েছে দেশবন্ধু স্পোর্টিং ইউনিয়নের বিরুদ্ধে। সিয়াম কলেজ মাঠে টসে হেরে দেশবন্ধু প্রথমে ৩১ ওভারে ১৪৯ রানে অল আউট হয়। বাপির অবদান ৩৩ রান। ২৯ রান করেন দিব্যরূপ ঝা। ম্যাচের সেরা রৌমিত রাজ ৩২ রানে নিয়েছেন ৪ উইকেট। ভালো বোলিং করেন রাজাও (১০/৩)। জবাবে স্বস্তিকা ৩৩.১ ওভারে ৬ উইকেটে জয়ের রান তুলে নেয়। বিবেক পাল অপরাজিত ৫০ ও শুভম প্রসাদ ২৯ রান করেন।

উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে অগ্রগামী সংঘ ১৩২ রানে হারিয়েছে শিলিগুড়ি কিশোর সংঘকে। অগ্রগামী প্রথমে ৪৫ ওভারে ৯ উইকেটে ২৫৯ রান তোলে। চন্দন সিং অপরাজিত ৬১ ও ম্যাচের সেরা উদিত চৌধুরী ৪২ রান করেন। দিব্যাংশ শর্মার শিকার ৪৮ রানে ৩ উইকেট। জবাবে কিশোর ৪৫ ওভারে ৮ উইকেটে ১২৭ রানে আটকে যায়। ৪৭ রান করেন দেবোজিৎ ঘোষ। উদিত ৩৬ রানে ৩ উইকেট পেয়েছেন। বুধবার উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের মাঠে খেলবে জিটিএসসি ও নবোদয় সংঘ।